পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 335 Tuesday, 10 November, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩৩৫ সংখ্যা ✱ ২৩ কার্ত্তিক ১৪৩৩, মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

কেন বন্ধ হল বিএড কলেজ? হাইকোর্টে মামলা ৫৭ কলেজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বরঃ উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্য জুড়ে তৈরি হয়েছিল উঠেছিল একগুচ্ছ বিএড কলেজ। সেই সকল কলেজের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আগেও। শুভেন্দুর সরকার ক্ষমতায় এসে সেই সব কলেজের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার বার্তা দিয়েছিল। এবার সরাসরি একাধিক বিএড কলেজে ছাত্র ভর্তি বন্ধ করে দিল সরকার। সেই সিদ্ধান্তকেই চ্যালেঞ্জ করে ৫৭টি কলেজ মামলা দায়ের করল। আদালতে ওই ৫৭টি কলেজ মামলা করে জানতে চেয়েছে, কেন রাজ্য এই কলেজগুলিকে বন্ধ করেছে। তাদের দাবি, নোটিস ছাড়াই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে বন্ধ হয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্ট মামলা করার অনুমতি দিয়েছে। আগামিকাল এই মামলার শুনানি। আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য ২০৫টি বিএড কলেজে পড়ুয়া ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১৪টি আইটিআই ও ৩৮টি ফার্মা কলেজের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছাত্র ভর্তি করা যাবে না একটি পলিটেকনিক কলেজে। তৃণমূল আমলে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বলে অভিযোগ। সেখানেই ২০২৬-২৮ শিক্ষাবর্ষে একজন পড়ুয়াকেও ভর্তি করা যাবে না বলে নির্দেশিকা দিয়েছে রাজ্য সরকার। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, বিএড, আইটিআই, পলিটেকনিক, ফার্মা কলেজগুলি পরিদর্শন করা হয় উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে। দুই দফায় সেই পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে তিনি জানিয়েছেন, কলেজগুলির বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। মান উন্নয়নের বিষয়টি প্রমাণ করতে পারলে, পরের বছর আবার অনুমতি দেওয়া হবে।

ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম গ্রেফতার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বরঃ ধর্ষণ, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেমশরাম দাসকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বারুইপুর পুলিশের বিশেষ একটি দল সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে। বেশ কয়েক দিন ধরেই পরেশরামকে খুঁজছিল পুলিশ। কিন্তু তাঁর হদিশ মিলছিল না। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন থেকে যাতে পুলিশ তাঁর অবস্থান না-জানতে পারে, তারও ব্যবস্থা করেছিলেন পরেশরাম। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হল না। পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিমানে মুম্বই পালানোর ছক করেছিলেন বিধায়ক। সেই খবর পেয়েই সোমবার



দুপুর থেকে পুলিশ ওঁত পেতে ছিল বিমানবন্দরে। সেখান থেকেই পাকড়াও করে তাঁকে বারুইপুরের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয় বলে খবর। তৃণমূলের ভাঙনের সময়ে গোড়ার দিকে কয়েক মাস ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরে ছিলেন পরেশরাম। পরে অবশ্য তিনি চলে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট শিবিরে। সোমবার সেই পরেশরামকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এর আগেও পরেশরামের বিরুদ্ধে গুচ্ছ অভিযোগ উঠেছিল। মাতলা নদীর চর বুঝিয়ে কংক্রিটের নির্মাণ গড়ে তুলেছিলেন তিনি। এমনিতে পরেশরাম বরাবরই রঙিন। নানা সময়ে নানা কাজের কারণে খবরের শিরোনামে এসেছেন অতীতে। শাসকের আসনে থাকার সময়ে কখনও কখনও এমন এমন কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন, যাতে দলেরই মুখ পুড়েছিল। মমতার প্রকাশ্য ভর্সনাও শুনতে হয়েছিল পরেশরামকে। বিধানসভা ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা ছিল পরেশরাম টিকিট পাবেন কি না, তা-ই নিয়ে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পরেশরাম টিকিট পান এবং জেতেনও। এবার সেই তিনিই গ্রেফতার হলেন। মঙ্গলবার বিধায়ক পরেশরামকে আদালতে পেশ করবে পুলিশ।

সবেমাত্র নিয়োগ শুরু হয়েছিল, ফের মামলা!

প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগে আইনি জটিলতা



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বরঃ রাজ্যে সদ্য শুরু হওয়া প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে ফের দানা বেঁধেছে জটিলতা। ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইনি জট ও রাজ্য সরকারের অবস্থান বদলের জেরে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন প্রায় ১০০ জন চাকরিপ্রার্থী। ওবিসি ক্যাটাগরিতে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও জেনারেল বা সাধারণ ক্যাটাগরিতে কাউন্সেলিং বা সুযোগ না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ায় বহু প্রার্থী ওবিসি ক্যাটাগরির প্রার্থী হিসাবে টেট বা নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে আইনি বা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ওবিসি তালিকা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকায়, ওই প্রার্থীরা নিজেদের ওবিসি সংরক্ষণ বাদ দিয়ে সাধারণ বা 'জেনারেল' ক্যাটাগরিতে সুযোগ পাওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের বর্তমান নীতি অনুযায়ী, ওবিসি হিসেবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জেনারেল ক্যাটাগরিতে স্থানান্তরিত করে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। আর এই সিদ্ধান্তের ফলেই অথৈ জলে পড়েছেন কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী। প্রার্থীদের মূল প্রশ্ন ও ক্ষোভঃ ১. কেন জেনারেল হিসেবে সুযোগ নয়? প্রার্থীরা প্রশ্ন তুলছেন, যদি কোনও প্রার্থী মেধার ভিত্তিতে সাধারণ ক্যাটাগরির কাট-অফ নম্বর বা তার বেশি পেয়ে থাকেন, তবে তাকে কেন কেবল ওবিসি ক্যাটাগরির ট্যাগ লাগিয়ে বঞ্চিত করা হবে? ২. নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা-এই জটিলতা বজায় থাকলে বহু যোগ্য প্রার্থী সদ্য শুরু হওয়া এই নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকেই সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও সদর্থক সাড়া না মেলায় শেষ পর্যন্ত আইনি লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত প্রার্থীরা। ওবিসি শংসাপত্র ও জেনারেল ক্যাটাগরিতে সুযোগ পাওয়ার দাবিতে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছেন প্রায় ১০০ জন বঞ্চিত প্রার্থী। খুব শীঘ্রই এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষামহল মনে করছে, এই জট দ্রুত কাটানো না হলে আইনি জটিলতায় আবারও দীর্ঘসূত্রতার মুখে পড়তে পারে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া, যা নিয়ে চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

আদালত অবমাননা মামলায় ব্যাকফুটে এসএসসি

কোর্টের নির্দেশে চাকরি ফিরে পেলেন ৭৯ শিক্ষক



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বরঃ আদালত অবমাননার মামলায় কলকাতা হাই কোর্টের তীব্র রোষ ও চাপের মুখে অবশেষে পিছু হটতে বাধ্য হল স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি। আদালতের নির্দেশে চাকরি হারানো ৭৯ জন যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কমিশন। দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা, অনিশ্চয়তা এবং কঠিন আইনি লড়াইয়ের পর কমিশনের এই সিদ্ধান্তে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আপার প্রাইমারি, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ-তিনটি স্তরেই নাম ছিল এই শিক্ষকদের। নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশে আগে সুযোগ পাওয়ায় তাঁরা আপার প্রাইমারির কাউন্সেলিংয়ে বসতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হলে এদের চাকরিও চলে যায়। যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এসএসসির গাফিলতিতে চাকরি হারানোর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সুমনা বেরা, তিতাস দাস-সহ ৭৯ জন শিক্ষক। মামলাকারীদের পক্ষে বিশিষ্ট আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী আদালতে সওয়াল করে জানান, এই ৭৯ জন শিক্ষক সম্পূর্ণ 'আনটেন্টেড'। নবম-দশমের চাকরি যাওয়ায় তাঁদের আপার প্রাইমারির চূড়ান্ত মেধাতালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও কাউন্সেলিংয়ে বসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল না। এই আবেদনের ভিত্তিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য কমিশনকে নির্দেশ দেন সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তাঁদের আপার প্রাইমারিতে কাউন্সেলিংয়ের সুযোগ দিতে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিশন সেই আদেশ কার্যকর না করায় ক্ষুব্ধ শিক্ষকরা ফের হাইকোর্টে অবমাননার মামলা দায়ের করেন। অবমাননা মামলায় আদালতের কঠোর অবস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে এসএসসি ছয় সপ্তাহের মধ্যে শূন্যপদ খতিয়ে দেখে নিয়োগের লিখিত মুচলেকা দিতে বাধ্য হয়। সেই আইনি মুচলেকা মেরেই অবশেষে ৭৯ জনের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি দিল কমিশন।

শব্দবাজি 'তাণ্ডবে'র নেপথ্যে কমিউনিস্টরা!

দীপাবলিতে পুলিশের কাজের প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৯ নভেম্বরঃ সোমবার ছিল কালীপুজোর রাত। আলোর উৎসবে মেতে ওঠে গোটা বাংলা। শব্দবাজি নিয়ে আগেই কড়া বার্তা দিয়েছিল পুলিশ-প্রশাসন। এমনকী আলোর উৎসবে সবুজ আতসবাজি ফাটানোর বার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু এরপরেও শব্দবাজির তাণ্ডব নিয়ে সমালোচনা শুরু হতেই মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, ''সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য প্রশাসন সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। আমার মনে হয়েছে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।'' এই ইস্যুতে নাম না করে ফের একবার বামেদেরও আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শব্দবাজির 'তাণ্ডব' নিয়ে অভিযোগ উঠছে শুনে দিঘায় সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কমিউনিস্টরা করছে। তাঁর কথায়, ''রাত ১০টার পর কোথাও কোথাও বাজি ফেটেছে। পুলিশ কড়া হাতে ব্যবস্থা নিয়েছে। আমরা কখনই চাই না পরিবেশ দূষণ হোক। কিন্তু দীপাবলিতে একটু আনন্দ করবে। একটু আলোটালো জ্বলবে। গ্রিন ক্র্যাকার ফাটাবে, তাতেও এত অসুবিধা কেন?'' এই ইস্যুতে নাম না করে বামেদের আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সনাতনের এত জাগরণ ঘটেছে। এজন্য কিছু লোকের সমস্যা হচ্ছে। যারা এই সমস্ত অভিযোগ করছেন, এরা



আমাদের হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। শাস্ত্রকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের কপালে কারোর ঠিকা, গলায় তুলসী নেই।'' কিন্তু এরপরেই প্রশাসন যেভাবে রাস্তায় নেবে শব্দবাজির নিয়ন্ত্রণ করেছে, তার প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি। দুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পুলিশ, বিভিন্ন এনজিও রাস্তায় ছিল। অনেক বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মামলাও হয়েছে।'' এদিকে শব্দবাজির তাণ্ডব নিয়ে যখন সমালোচনা হচ্ছে, তখন ডিজে বন্ধের প্রশংসাও সরকারের পাওয়া উচিত বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''সময়ের বাইরে বাজি ফেটেছে বলে যারা সমালোচনা করছেন, তাঁদের সরকারের ডিজে বন্ধেরও প্রশংসাও করা উচিত।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''আগে ডিজের ভয়ঙ্কর অবস্থা ছিল। কিন্তু আমি অন্তত রাস্তার পাশে কোনও ডিজে শুনিনি।'' বলে রাখা প্রয়োজন, কালীপুজোর রাতে শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগে শুধুমাত্র কলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২০৫ জনকে। অভব্য আচরণের অভিযোগে ৩৮৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। সবমিলিয়ে কালীপুজোর রাতে মোট ধৃতের সংখ্যা ৫৯২। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২৩৮.৬ কেজি শব্দ বাজি। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৬ লিটার মদ। শুভেন্দু অধিকারী বারবার বলেছেন দুটি ক্ষেত্রে পুলিশকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। নেশা ও নারী নির্যাতন থেকে সমাজকে মুক্ত করতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে পুলিশকে। এবার নয়া সরকারের আমলে রাজ্যে চতুর্থ এনকাউন্টারের ঘটনায় ফের একবার বার্তা স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে তিনি বলেন, ''পুলিশকে মারলে কি পুলিশ রসগোল্লা খাওয়াবে?'' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের দেশ যেমন এগোচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গেও ছ'মাসের মধ্যে আমরা নানা স্তরে কাজ শুরু করেছি। নেশামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ করতে গত সাত দিনে আমরা ব্যাপক অভিযান

● এরপর ৬ পাতায়...

টালার পাইপ ফেটে বড় বিপত্তি, জলযন্ত্রণায় ভুগতে হতে পারে কাদের, জানাল পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বরঃ টালা ট্যাঙ্কের জল সরবরাহের পাইপ ফেটে সোমবার সকাল থেকে বিপত্তি। কলকাতা পুরসভার তরফে জানিয়ে দেওয়া হলো, কোন কোন এলাকার জল সরবরাহ পরিষেবায় প্রভাব পড়তে পারে। সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ টালা রেল ইয়ার্ডের ভিতরে ঘটনাটি ঘটে। একটি জল সরবরাহের



অতি পুরোনো পাইপ ফেটে যায়। এর পরেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে টালা এলাকা, পাইকপাড়া ও বেলগাছিয়া এলাকার একটা অংশ। বহু জায়গায় সকাল থেকেই জল নেই, নেই বিদ্যুৎ সংযোগ। বন্ধ রয়েছে চক্ররেল। কলকাতাগামী একাধিক ট্রেনও রিশিডিউল করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, ৮টি এলাকার কথা। এই সব জায়গায় জল সরবরাহ পরিষেবায় প্রভাব পড়তে পারে। ১. সিআর অ্যাভিনিউ ২. রাজাবাজার এলাকা ৩. পার্ক সার্কাস ৪. এজেসি বোস রোড ৫. কলেজ স্ট্রিট এলাকা ৬. বিধান সরণি ৭. বালিগঞ্জ ৮. কসবা এলাকা। কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি এলাকায় পৌঁছে জানান, একদিকে জল নিকাশি ব্যবস্থা, অন্যদিকে পানীয় জল সরবরাহ, দু'দিকেই তাঁরা নজর রাখছে। রীতেশের কথায়, ''এই এলাকা আসলে লোল্যান্ড। দেখবেন, বৃষ্টি হলে সব থেকে পরে জল বেরোয় আরজি কর থেকে। চারদিক থেকে জল এসে জমে। আসলে পিডব্লুডি গত ১৫ বছরে কোনও কাজ করেনি। অন্যদিকে সিপিএম রাস্তায় নেই, বিধানসভায় নেই। অথচ কোর্টে আছে। কলকাতা পুরসভার ভোটটা হলে এই কাজগুলো নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। আসলে কোর্ট ছাড়া ওরা কিছু বোঝে না।'' সাতসকালের এই ঘটনার জেরে বনমালী সরকার স্ট্রিট, বিধান সরণির একাংশ, হাটখোলা-সহ লাগোয়া বেশ কিছু এলাকায় রাস্তায় জল জমে যায়। এ দিনের ঘটনা প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে সংবাদমাধ্যমে জানান, পুরোনো পাইপে একটা লিকেজ ছিল। এটা একটা সাপ্লাই পাইপ, যেটা বুস্টারে দেওয়া হয়। কাজ চলছে। এই ঘটনার জেরে বন্ধ হয়ে যায় চক্ররেল। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে এ রকম একাধিক ট্রেন রিশিডিউল করা হয়েছে। টালা সেকশনের সঙ্গে চক্ররেল সরাসরি যুক্ত, তাই তা বন্ধ রাখা হয়েছে। বাকি কয়েকটি লোকাল ট্রেন শর্ট টার্মিনেট করা হয়েছে। কলকাতার বদলে টালা পর্যন্ত গিয়েছে ট্রেনগুলি।

মোদির 'দিমাগি নকশাল' মন্তব্যে চ্যালেঞ্জ রাহুল গান্ধির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রীর 'দিমাগি নকশাল' মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তাঁকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। কে দেশবিরোধী এবং কারা বিদেশি শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত- এই বিষয়টিকে সামনে রেখে যে কোনও সময় ও যে কোনও স্থানে প্রধানমন্ত্রীকে বিতর্কের মুখোমুখি



হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গত রবিবার ছত্তীসগড়ের বস্তরে নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপনের সময় প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করে বলেছিলেন যে, অস্ত্রধারী নকশালরা জঙ্গল থেকে নির্মূল হলেও 'দিমাগি নকশাল'রা বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে সংবিধান ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে উস্কে দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরেই সোমবার তাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন রাহুল। সমাজমাধ্যমে রাহুল লেখেন, 'আপনাদের মুখেই সব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আপনারা প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যা কথাগুলো বিশ্বাস করেননি। উনি আমাদের নকশাল বলেছেন।' এর পরেই নিজের চ্যালেঞ্জের কথা মনে করিয়ে দিয়ে রাহুল বলেন, 'আমার চ্যালেঞ্জ বহাল রয়েছে। কে দেশবিরোধী এবং কে বিদেশি শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত- তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গে বিতর্কে বসুন। যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গায়।' সেই সঙ্গে কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, ''আমার গ্যারান্টি রইল, এই বিতর্কের মুখোমুখি হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী আর কোনও জওয়ানের

● এরপর ৬ পাতায়...

বেঙ্গালুরু হত্যাকাণ্ড

নিখোঁজ হওয়ার পরেও মৃত বাবা-মায়ের মোবাইল থেকে রেকর্ড করা ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছিল ছেলে

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বরঃ বেঙ্গালুরুতে একই পরিবারের সাত জনকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় নতুন তথ্য সামনে এল। নিহত দম্পতি শঙ্কর ও নলিনীর ১০ বছরের ছেলেকে দিয়ে পাঁচ দিন ধরে তাঁদের নিখোঁজ থাকার সত্যতা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল মূল অভিযুক্ত ক্যাব চালক ইন্দ শেখর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুনি নিজেই কথা শিখিয়ে দিয়ে মৃত বাবা-মায়ের মোবাইল থেকে আত্মীয়দের কাছে ভয়েস মেসেজ রেকর্ড করে পাঠাতে বাধ্য করেছিল ওই নাবালককে। পুলিশের কাছে দেওয়া শিশুর বয়ান অনুযায়ী, ঘটনার দিন শনিবার সকালে তার বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি এবং দুপুরের মধ্যে তার মায়েরও কোনও খোঁজ মেলেনি। ওই দিন সন্ধ্যায় অভিযুক্ত ইন্দ শেখর তাদের বাড়িতে এসে শিশুটিকে বলে যে তারা তীর্থযাত্রায় যাচ্ছে। পরিবারের পরিচিত এবং পূর্বপরিচিত হওয়ায় শিশুটি তাকে সম্পূর্ণ



বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু এর পরই শুরু হয় নিখুঁত চক্রান্ত। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ইন্দ শিশুটিকে আত্মীয় বা পরিবারের পরিচিতদের সঙ্গে সরাসরি ফোনে কথা বলতে দিত না। পরিবর্তে বাবা-মা ও অন্যদের ফোন তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সে যা বলত, শিশুটিকে দিয়ে ঠিক সেটাই রেকর্ড করাত। প্রথমে আত্মীয়দের জানাতে বলা হয়েছিল যে তার বাবা-মা মন্দিরে গেছেন এবং তাঁদের ফোন সেখানে অন্য কারও কাছে রাখা আছে। এরপর চালকের নির্দেশমতো পরবর্তী বার্তা পাঠানো হয়, ওরা আরও তিন মাস উত্তর ভারতে থাকবে, কেউ যেন তাঁদের বিরক্ত না করে। তদন্তে আরও জানা গেছে। ওই ক'দিন অভিযুক্তের গাড়ির ভেতরে একরকম অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ পেয়েছিল শিশুটি। গাড়ির পিছনের দিকে দুই বা তিনটি ভারী চটের বস্তা দেখতে পেয়ে সে কারণ জানতে চাইলে, ইন্দ শেখর তাকে ধমক দিয়ে বলে যে ওগুলি কেবল জঞ্জাল বা বর্জ্য পদার্থ। বস্তার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করলে তাকে কড়া ভাষায় বারণ করা হয়। পরবর্তীতে ওই গাড়ি চালিয়েই নন্দী পাহাড়ের দিকে যায় অভিযুক্ত এবং বস্তাগুলি সেখানে ফেলে দিয়ে আসে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিখোঁজ হওয়ার রহস্যের পাশাপাশি শিশুর এই জবানবন্দি তদন্তকারীদের হাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে দিয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ সত্য উদঘাটনে এবং বাকি মৃতদেহগুলির সন্ধানে বিশেষ তদন্তকারী দল তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

শব্দবাজির রংবাজিতে অতিষ্ঠ কলকাতা!

অভিযোগ পেয়ে রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বরঃ কালীপুজো ও দীপাবলির রাতেও স্বস্তি মিলল না শহরবাসীর। প্রশাসনের সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ও নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় অবাধে নিষিদ্ধ শব্দবাজির তাণ্ডব চলেছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছিল বিকট আওয়াজের দাপট। আবাসিক এলাকা থেকে শুরু করে হাসপাতাল চত্বর- সর্বত্র শব্দদূষণের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে রইলেন সাধারণ মানুষ। আর এহেন পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত নিজেই রাস্তায় নেমে শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়ালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। রবিবার সন্ধ্যা থেকেই শহরের নানা প্রান্ত থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানোর ঢালাও অভিযোগ আসতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি উদ্বেগ প্রকাশ করেন পরিবেশকর্মীরাও। অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে রাতেই সক্রিয় হন অগ্নিমিত্রা। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী, গড়িয়া, কসবা থেকে শুরু করে উত্তর কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। মন্ত্রী নিজেই কার্যত স্বীকার করে নেন যে, ঘরে টেকা যাচ্ছে না। শব্দবাজির এই বাড়বাড়ন্ত থামাতে তিনি রাতেই

● এরপর ৬ পাতায়...

পুলিশের ওপর হামলা হলে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানো হবেইঃ শুভেন্দু অধিকারী

দীঘা, ৯ নভেম্বর ঃ উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের মামলায় মূল অভিযুক্তের পুলিশি এনকাউন্টার নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পুলিশের পদক্ষেপকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার দীঘায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন মেনেই আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে ধর্ষণ-খুন, মাদক চোরাচালান ও অনুপ্রবেশের মতো গুরুতর অপরাধে পুলিশকে 'জিরো টলারেন্স' নীতি বজায় রেখে অবাধ পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে ঘোষণা করেন তিনি।রায়গঞ্জের ঘটনার প্রেক্ষিতে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী পুলিশ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পুলিশ সমস্ত অভিযুক্তকেই তো আর গুলি করে না! যারা পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায়, তাদের ক্ষেত্রে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে পাল্টা জবাব দেয়।প্রশাসনের কঠোর অবস্থানের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আমাদের সরকার পুলিশকে অবাধ স্বাধীনতা ও পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে। আমি পুলিশকর্মীদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি, এ সমস্ত ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষাতেও বসে থাকতে হবে না। ধর্ষণ ও খুন, মাদক কারবার, ড্রাগস ও মাদকদ্রব্য চোরাচালান এবং বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ-এই প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রেই পুলিশকে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছি।ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শোভাযাত্রায় হামলার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কেউ যদি পাথর নিক্ষেপ করার চেষ্টা করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। যদিও আমার কার্যকালে কোনও ধর্মীয় স্থান, পুজোমণ্ডপ, দেব-দেবীর বিসর্জন শোভাযাত্রা কিংবা কোনও রাজনৈতিক-সামাজিক র‍্যালিতে কারও এমন দুঃসাহস দেখানোর সাহস হয়নি।পূর্বতন বাম ও তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, ৩৪ বছরের নিরীশ্বরবাদী কমিউনিস্ট এবং ১৫ বছরের জামাতি তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের সনাতন সংস্কৃতি, ধর্মগ্রন্থ ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। আমরা সেই গৌরবময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

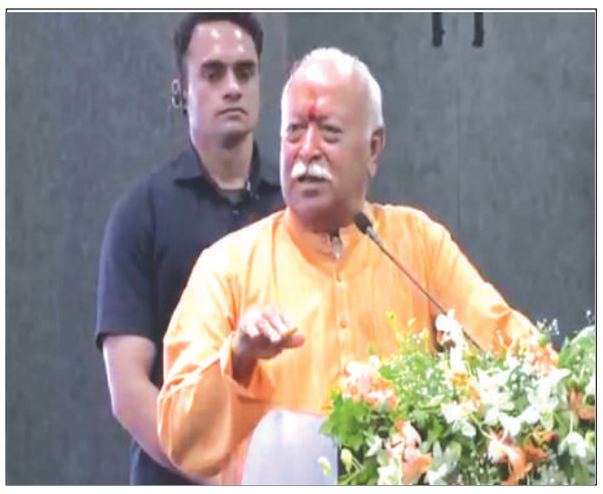
দিল্লিতে স্বাভাবিক তাপমাত্রার পূর্বাভাস, কাশ্মীরে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর ঃ আগামী কয়েক দিন রাজধানী দিল্লিতে আবহাওয়ার বড় ধরনের কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই এবং তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছিই থাকবে। তবে সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে আগামী ১২ ও ১৩ নভেম্বর কাশ্মীর উপত্যকায় ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার দিল্লির আবহাওয়া সংক্রান্ত পূর্বাভাস এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে এই তথ্য জানিয়েছেন ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি) বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডঃ নরেশ কুমার।আইএমডি বিজ্ঞানী ডঃ নরেশ কুমার জানান, দিল্লির ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলিতে আবহাওয়ায় কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আমরা আশা করছি না। এমনকি তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে বলেই পূর্বাভাস রয়েছে।উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের আবহাওয়ার পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামী দিনগুলিতে একটি সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা (ওয়েস্টার্ন ডিস্টার্বেন্স) হিমালয় অঞ্চল এবং সংলগ্ন সমতল এলাকা, বিশেষ করে পঞ্জাবকে প্রভাবিত করতে পারে। এই পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে আগামী ১২ ও ১৩ নভেম্বর কাশ্মীর উপত্যকায় ভারী বৃষ্টি এবং তুষারপাতের জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে সংলগ্ন সমতল এলাকা, বিশেষ করে পঞ্জাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও বাকি অংশে আবহাওয়া সংক্রান্ত বড়

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

স্বয়ংসেবকদের নিষ্ঠাই সংঘের মূল ভিত্তিঃমোহন ভাগবত



নাগপুর (মহারাষ্ট্র), ৯ নভেম্বর ঃ কারও অনুগ্রহে নয়, স্বয়ংসেবকদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ওপর ভর করেই ১০০ বছর পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। সোমবার নাগপুরে নাগপুর নাগরিক সমবায় ব্যাংকের নতুন প্রেক্ষাগৃহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন আরএসএস সরসঙ্ঘচালক ড. মোহন ভাগবত। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শতবর্ষে পদার্পণকারী সংঘের প্রচারক পরম্পরা, কাজের বিস্তার এবং দ্রুত পরিবর্তনের যুগে সমাজ গঠনে স্বয়ংসেবকদের ভূমিকার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন তিনি।প্রচারকদের জীবন ও কার্যধারার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে সরসঙ্ঘচালক বলেন, যে কোনও স উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে গেলে যা কিছু প্রয়োজন, তা আপনাআপনি এসে যায়। আপনি যে কোনও প্রচারককে জিজ্ঞাসা করলেই তাঁরা এই অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। এটাই একজন প্রচারকের প্রকৃত জীবন এবং বিগত ১০০ বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই ধারা চলে আসছে।সংগঠনের বিস্তার প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, ডাক্তার সাহেবের (কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার) জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সময় তকালীন সমস্ত কর্মরত প্রচারক এবং যাঁরা অতীতে প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাঁদের সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেই সময় তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ছয় হাজার। বিগত বছরগুলিতে সেই সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাজকে আরও গতিশীল করার ওপর জোর দিয়ে মোহন ভাগবত বলেন, সংঘ ১০০ বছর পূর্ণ করেছে এবং এগিয়ে চলেছে কারও অনুগ্রহে নয়, বরং স্বয়ংসেবকদের একনিষ্ঠ সমর্পণ ও নিরলস প্রচেষ্টার শক্তিতে। আমাদের আরও দ্রুতগতিতে কাজ করতে হবে, কারণ আমরা সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছি। সমাজে অবনতির গতি এবং গঠনমূলক উন্নতির গতির মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। এই লক্ষ্যপূরণে প্রতিটি স্বয়ংসেবক কোনও না কোনোভাবে সমাজের জন্য অবদান রাখছেন, নিজেদের সময় উৎসর্গ করছেন এবং এই মূল্যবোধগুলিকে জীবনে ধারণ করছেন।তিনি আরও যোগ করেন, মানুষের যোগ্যতা, গুণাবলী এবং ক্ষমতার মধ্যে ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু সংঘের স্বয়ংসেবক ও প্রচারকদের মধ্যে একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান-তা হলো তাঁদের নিঃস্বার্থ সমর্পণ। নিজে একজন প্রচারক হিসেবে সেই জীবনধারাকে তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও আত্মস্থ হিসেবেই দেখেন বলে জানান। এদিন নাগপুর নাগরিক ব্যাংকের নতুন সদর দফতর উদ্বোধনের পর ব্যাংকিং পরিষেবায় স্বচ্ছতা, সমবায় মানসিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রেখে সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

এনভিএস-০৩ ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের পাঁচটি নেভিগেশন উপগ্রহের সিরিজের তৃতীয় উপগ্রহ

নয়াদিল্লি,৯নভেম্বরঃভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) এবছর গত ৩০ অক্টোবর রাত ১১টা ৫১ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার (SDSC) থেকে সফলভাবে জিএসএলভি-এফ১৮এনভিএস-০৩ মিশন সম্পন্ন করেছে।জিএসএলভি-এফ১৮ উক্ষেপণযানটি নেভিগেশন উপগ্রহ এনভিএস-০৩-কে নির্দিষ্ট জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে (GTO) স্থাপন করেছে। পরবর্তীতে, এবছর ৩১ অক্টোবর বিকেল ৪টা ৪৮ মিনিটে উপগ্রহটির প্রথম কক্ষপথ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উপগ্রহটিকে ১১১.৭৫ও পূর্ব দ্রাঘিমাংশে নির্ধারিত জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথে স্থাপনের জন্য আরও কয়েকটি কক্ষপথ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।এনভিএস-০৩ ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের পাঁচটি নেভিগেশন উপগ্রহের সিরিজের তৃতীয় উপগ্রহ। ভারতের নিজস্ব উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থা ' উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন' -কে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে, উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।আপনি কি জানেন?জিওসিঙ্ক্রোনাস বা জিওস্টেশনারি কক্ষপথে স্থাপনের জন্য নির্ধারিত কোনও মহাকাশযানকে সাধারণত প্রথমে একটি উপবৃত্তাকার জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে স্থাপন করা হয়। এই কক্ষপথের পেরিজি (পৃথিবীর নিকটতম বিন্দু) অপেক্ষাকৃত নিচু এবং অ্যাপোজি (পৃথিবী থেকে সর্বাধিক দূরবর্তী বিন্দু) অনেক উঁচুতে অবস্থান করে। একটি প্রচলিত GT-তে অ্যাপোজি পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার উচ্চতায় থাকে।অ্যাপোজির কাছাকাছি পৌঁছানোর পর মহাকাশযানটি তার নিজস্ব প্রপালশন ব্যবস্থা চালু করে পেরিজির উচ্চতা বাড়ায় এবং কক্ষপথকে বৃত্তাকার করে। লক্ষ্য কক্ষপথের ধরন অনুযায়ী পরবর্তীতে কক্ষপথের আনতি ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত কৌশলগত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হতে পারে। কক্ষপথের উচ্চতা বাড়ানোর এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রপালশন ব্যবস্থাকে সাধারণত অ্যাপোজি মোটর বলা হয়।এনভিএস-০৩-এর ক্ষেত্রে কক্ষপথের উচ্চতা বাড়ানোর জন্য লিকুইড অ্যাপোজি মোটর (গ্রন্থ) ব্যবহার করা হয়েছে। এটি এক ধরনের রাসায়নিক রকেট ইঞ্জিন।মিশনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সফল উৎক্ষেপণ জিএসএলভি-এফ১৮ সফলভাবে এনভিএস-০৩ উপগ্রহটিকে নির্ধারিত জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে (GTO) স্থাপন করেছে। ভারতের উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন পরিকাঠামো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় এটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। জিএসএলভির ২০তম উড়ানএই মিশন ভারতের জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল বা জিএসএলভির ২০তম উড়ান। কৌশলগত মহাকাশ অভিযানে ভারতের নিজস্ব উক্ষেপণযানের ধারাবাহিক কার্যকর ব্যবহারের সক্ষমতা এই মিশনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের উপগ্রহ সিরিজঃএনভিএস-০৩ হল দ্বিতীয় প্রজন্মের ন্যাভিক উপগ্রহ সিরিজের (এনভিএস-০১ থেকে এনভিএস-০৫) তৃতীয় উপগ্রহ। ভারতের আঞ্চলিক নেভিগেশন ব্যবস্থার পরিষেবার পরিধি, নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই উপগ্রহগুলি তৈরি করা হয়েছে। উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থাউপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থা হল এমন একটি উপগ্রহ নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে অবস্থান নির্ণয়, নেভিগেশন এবং সময় সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। এই উপগ্রহগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজেদের অবস্থান এবং সুনির্দিষ্ট সময় সংক্রান্ত তথ্যসম্বলিত সংকেত প্রেরণ করে। স্মার্টফোন, যানবাহন এবং অন্যান্য নেভিগেশন যন্ত্রে থাকা রিসিভার একাধিক উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত সংকেত ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর সঠিক অবস্থান, গতি ও দিক নির্ণয় করে।এই ব্যবস্থাগুলি পথনির্দেশ, বিমান ও জাহাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, নির্ভুল কৃষিকাজ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং টেলিযোগাযোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এবং ভারতের নেভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কনস্টেলেশন। উন্নত নেভিগেশন সংকেতনভিএস-০৩--এই তিনটি ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে নেভিগেশন পেলোড রয়েছে। গ্ল৫ এবং ঙ্ক ব্যান্ডের পাশাপাশি, গ্ল১ সংকেতের সংযোজন ন্যাভিকের কার্যক্ষমতা ও অন্যান্য নেভিগেশন ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য আরও বৃদ্ধি করবে। এর ফলে, ভারতের সমগ্র ভূখণ্ড এবং দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে নেভিগেশন পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। একাধিক ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ব্যবহারের ফলে সামঞ্জস্যপূর্ণ রিসিভারগুলি বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রেরিত সংকেত গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্র এবং পরিচালনাগত পরিস্থিতির উপযোগী রিসিভার তৈরির সুযোগও বৃদ্ধি পায়।নেভিগেশন সংকেত ও তাদের ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড নেভিগেশন সংকেত হল নেভিগেশন উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে অবস্থিত রিসিভারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি সংকেত। এই সংকেতগুলিতে সুনির্দিষ্ট সময় এবং উপগ্রহের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য থাকে। রিসিভার এই তথ্য ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর অবস্থান, গতি এবং সময় নির্ণয় করে।ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড বলতে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির পরিসরকে বোঝায়। উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থায় এই সংকেত প্রেরণের জন্য রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রামের নির্দিষ্ট অংশ ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্কে সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণ করা সম্ভব হয়। দেশীয় প্রযুক্তি এনভিএস-০৩-এ সংগৃহীত পারমাণবিক ঘড়ির পাশাপাশি, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একটি পারমাণবিক ঘড়ি রয়েছে। নেভিগেশন সংকেত তৈরির ক্ষেত্রে এই ঘড়িগুলি অত্যন্ত নির্ভুল সময়ের রেফারেন্স প্রদান করে। সংকেতের যাত্রাকাল নির্ণয় এবং ব্যবহারকারীর সঠিক অবস্থান গণনার জন্য নির্ভুল সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ভন্ড বিস্তৃত প্রয়োগক্ষেত্রনিভিএস-০৩ ভারতের নিজস্ব অবস্থান নির্ণয়, নেভিগেশন ও সময় সংক্রান্ত সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে। পরিবহণ, সামুদ্রিক কার্যক্রম, বিমান চলাচল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নির্ভুল কৃষিকাজ এবং কৌশলগত পরিষেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।জিওসিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) দ্বারা তৈরি একটি তিন-ধাপের উক্ষেপণযান। এর সাহায্যে উপগ্রহকে জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট এবং নিম্ন পৃথিবী কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।অন্যান্য উক্ষেপণযানের তুলনায় জিএসএলভির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর শেষ ধাপে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজের ব্যবহার। এ ছাড়া, জিএসএলভিতে ব্যবহৃত বুস্টারগুলি তরল জ্বালানিচালিত, যা সাধারণভাবে গ্ল-৪০ নামে পরিচিত। এগুলিতে নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড (গগ) এবং UH২৫-এর হাইপারগলিক সংমিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। UH২৫ হল ৭৫ শতাংশ আনসিমেট্রিক্যাল ডাইমিথাইল হাইড্রাজিন এবং ২৫ শতাংশ হাইড্রাজিন হাইড্রেটের মিশ্রণ।জিএসএলভি-এফ১৮-এর উচ্চতা প্রায় ৫০ মিটার এবং উক্ষেপণের সময় এর মোট ওজন প্রায় ৪২০ টন। এতে ৩.৪ মিটার ব্যাসের ধাতব পেলোড ফেয়ারিং রয়েছে। এই উক্ষেপণযানটি সফলভাবে প্রায় ২,২৫০ কেজি ওজনের এনভিএস-০৩ নেভিগেশন উপগ্রহকে বহন করেছে। ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজ ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজ হল উৎক্ষেপণযানের শেষ ধাপ, যেখানে নির্দিষ্ট প্রপেল্যান্ট ব্যবহার করে উপগ্রহকে নির্ধারিত কক্ষপথে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ দক্ষতা ও শক্তি সরবরাহ করা হয়। জিএসএলভিতে ব্যবহৃত ইসরোর নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি ক্রায়োজেনিক আপার স্টেজের ব্যবহার করা হয়। এই দুটি উৎপাদানই অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়।জিএসএলভির আগের উৎক্ষেপণগুলিতে ব্যবহৃত রাশিয়ার সরবরাহ করা ক্রায়োজেনিক স্টেজের পরিবর্তে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই স্টেজ ব্যবহারের ফলে উন্নত উক্ষেপণযান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভরতা আরও শক্তিশালী হয়েছে।ন্যাভিক সম্পর্কে ধারণাঃভারতের নিজস্ব নেভিগেশন ব্যবস্থা ন্যাভিক হল ভারতের নিজস্ব আঞ্চলিক উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থা, যা ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) তৈরি করেছে। পূর্বে এটি ইন্ডিয়ান রিজিওনাল নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম নামে পরিচিত ছিলএই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের অবস্থান নির্ণয়, নেভিগেশন এবং সময় সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করা হয়। ন্যাভিকের প্রাথমিক পরিকল্পনায় সাতটি উপগ্রহের একটি নক্ষত্রমণ্ডল বা কনস্টেলেশন এবং ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় গ্রাউন্ড স্টেশন নেটওয়ার্কের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এই কাঠামোতে তিনটি উপগ্রহ জিওস্টেশনারি কক্ষপথে এবং চারটি উপগ্রহ আনত জিওসিঙ্ক্রোনাস কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। বিদ্যমান উপগ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলকে আরও শক্তিশালী করা এবং নেভিগেশন পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এনভিএস সিরিজের উপগ্রহগুলি পর্যায়ক্রমে স্থাপন করা হচ্ছে। ন্যাভিক ভারতের সমগ্র ভূখণ্ড এবং দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে পরিষেবা প্রদান করে। এনভিএস সিরিজের উপগ্রহগুলিতে পূর্ববর্তী গ্ল৫ ও ঙ্ক সংকেতের পাশাপাশি, গ্ল১ সংকেতও যুক্ত করা হয়েছে।নেভিগেশন পরিষেবার দুটি ধরননাগরিক ব্যবহারকারী এবং অনুমোদিত কৌশলগত ব্যবহার কারীদের পরিষেবা প্রদানের জন্য ন্যাভিক দুটি ধরনের নেভিগেশন পরিষেবা প্রদান করে। স্ট্যান্ডার্ড পোজিশনিং সার্ভিস (SPS)এটি একটি উন্মুক্ত নেভিগেশন পরিষেবা, যা সাধারণ নাগরিক ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ। ন্যাভিকের সংকেতগুলি অন্যান্য আন্তর্জাতিক উপগ্রহভিত্তিক নেভিগেশন ব্যবস্থা বা এর সংকেতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, রাশিয়ার ইউরোপীয় ইউনিয়নের এবং চিনের । রেস্ট্রিক্টেড সার্ভিস এটি একটি এনক্রিপ্টেড বা সংকেত-সুরক্ষিত নেভিগেশন পরিষেবা, যা শুধুমাত্র কৌশলগত ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের কাছে উপলব্ধ।পরবর্তী প্রজন্মের নেভিগেশন উপগ্রহ সিরিজের অগ্রগতিন্যাভিকের উপগ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলকে আরও শক্তিশালী করা এবং ভারতের নিজস্ব নেভিগেশন পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে পাঁচটি উপগ্রহ নিয়ে.এনভিএস সিরিজ তৈরি করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এনভিএস-০১, এনভিএস-০২ এবং এনভিএস-০৩ উক্ষেপণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, এনভিএস-০৪ এবং এনভিএস-০৫ উক্ষেপণের পরিকল্পনা রয়েছে। ন্যাভিক পরিষেবার পরিধি, নির্ভরযোগ্যতা এবং উপলব্ধতা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে ইসরো কাজ করে চলেছে।এনভিএস-০১ - পরবর্তী প্রজন্মের সিরিজের প্রথম উপগ্রহ ভারতের জিএসএলভির ১৫তম উড়ান জিএসএলভি-এফ১২-এর মাধ্যমে এনভিএস-০১-কে জিওসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে স্থাপন করা হয়।ভন্ড২০২৩ সালের ২৯ মে এনভিএস-০১ উৎক্ষেপণ করা হয়। এটি দ্বিতীয় প্রজন্মের ন্যাভিক উপগ্রহ সিরিজের প্রথম উপগ্রহ। পূর্ববর্তী ন্যাভিক পরিষেবাগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এটি তৈরি করা হয়েছে।এতে গ্ল১, গ্ল৫ এবং ঙ্কব্যান্ডে নেভিগেশন পেলোড রয়েছে। উক্ষেপণের সময় এর ওজন ছিল প্রায় ২,২৩২ কেজি।এনভিএস-০১-এর কার্যকাল ১২ বছর। এতে আহমেদাবাদের স্পেস অ্যাপ্লিকেশনস সেন্টার দ্বারা তৈরি দেশীয় প্রযুক্তির রুবিডিয়াম পারমাণবিক ঘড়ি রয়েছে।এনভিএস-০২ - সিরিজের দ্বিতীয় উপগ্রহ ২০২৫ সালের ২৯ জানুয়ারি জিএসএলভি-এফ১৫-এর মাধ্যমে এনভিএস-০২ উৎক্ষেপণ করা হয়।ভন্ড এতে গ্ল১, গ্ল৫ এবং ঙ্ক ব্যান্ডের নেভিগেশন পেলোডের পাশাপাশি, একটি ঈ-ব্যান্ড রেঞ্জিং পেলোড রয়েছে।এনভিএস-০২-এর উৎক্ষেপণকালীন ওজন ২,২৫০ কেজি। নির্ভুল সময় নির্ণয়ের জন্য এতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এবং সংগৃহীত পারমাণবিক ঘড়ির সমন্ব ব্যবহার করা হয়েছে। উৎক্ষেপণের পর অক্সিডাইজার ভালভ না খোলায় উপগ্রহটির কক্ষপথের উচ্চতা বাড়ানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে উপগ্রহটি নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁছতে পারেনি।এনভিএস-০৪ এবং এনভিএস-০৫ - আসন্ন উপগ্রহ এনভিএস-০৪ এবং এনভিএস-০৫ হল দ্বিতীয় প্রজন্মের ন্যাভিক উপগ্রহ সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম উপগ্রহ। পূর্ববর্তী এনভিএস উপগ্রহগুলির মতো এই উপগ্রহগুলিতেও গ্ল৫ এবং ঙ্ক ব্যান্ডের পাশাপাশি, গ্ল১ সংকেত বহন করার পরিকল্পনা রয়েছে। উভয় উপগ্রহের মাধ্যমেই উন্নত নেভিগেশন পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্য নেওয়া

ভারত কৃষি ও ঋষি পরম্পরার দেশ, সনাতন ঐতিহ্যের মূল আত্মাই গোমাতাঃযোগী আদিত্যনাথ



গোরক্ষপুর, ৯ নভেম্বর ঃপবিত্র গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে গোরক্ষপুরের ঐতিহ্যবাহী গোরক্ষনাথ মন্দিরে বৈদিক আচার মেনে গো-পুজো সারলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সোমবার সকালে মন্দিরের গোশালায় উপস্থিত হয়ে তিনি নিজ হাতে গরু ও বাছুরদের গু। ও অন্যান্য খাদ্য খাওয়ান এবং আরতি সম্পন্ন করেন। গোবর্ধন পুজোর মাহাত্ম্য তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, ভারত এক কৃষি ও ঋষি পরম্পরার দেশ এবং এই সনাতন ঐতিহ্যের মূল আত্মাই হলো গোমাতা।পুজো শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, আজ গোবর্ধন পুজো। ভারতের মতো দেশ-যার শিক। কৃষিপ্রধান অর্থনীতি এবং ঋষি পরম্পরায় প্রোথিত-সেখানে গোমাতা সমগ্র সমাজের আত্মা হিসেবে বিরাজমান। এইমাত্র গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে এখানে গো-পুজো সম্পন্ন হলো। গরু কেবল একটি সাধারণ প্রাণী নয় এই ধরাধামে তা এক অমূল্য ঐশ্বরিক উপহার এবং সমৃদ্ধির অফুরন্ত ভাণ্ডার। যে সমাজে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে গোধন সংরক্ষণ ও তাদের পরিচর্যা করা হয়, সেখানে সুখ এবং সমৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মেই আসে।রাজ্যে গোধন সুরক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপের খতিয়ান পেশ করে তিনি বলেন, এই সনাতন পরম্পরাকে বজায় রাখতে এবং পথভ্রষ্ট ও বেওয়ারিশ গবাদি পশুর সুরক্ষায় উত্তর প্রদেশ সরকার এক যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে রাজ্যে ৭,৭০০টিরও বেশি গো-আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে ১৬ লক্ষেরও বেশি গবাদি পশুর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও যোগ করেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট-গবাদি পশুরা যাতে কোনোভাবেই রাস্তায় ঘুরে না বেড়ায় কিংবা কৃষকের ফসলের ক্ষতি না করে, বরং সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত পরিবেশে তাদের যথোপযুক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করা যায়।

অপরাধীদের রেয়াত করার দিন শেষ, রায়গঞ্জে এনকাউন্টার প্রসঙ্গে মন্তব্য মন্ত্রী শঙ্করের



শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর ঃ উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও নৃশংস খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের পুলিশি এনকাউন্টারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারী সুরক্ষায় বর্তমান সরকারের ক

শহর ও শহরতলী

নৈহাটির বড় মায়ের মাহাত্ম্য এখন বিশ্ববন্দিত



মহন্ত দাশগুপ্ত ঃ এ রাজ্যে শ্যামা পূজাকে কেঃদ্র করে প্রতিমা - আলোকসজ্জা ও মন্ডপ সজ্জার ঐতিহ্য বহু বছরের। বিশেষ করে বারাসাত ও নৈহাটির শ্যামাপূজার বৈচিত্রকে ঘিরে সর্বজনবিদিত সুনাম এবং প্রচার সারা রাজ্যে প্রতিফলিত। এমন কিছু বহু জাগ্রত প্রতিমা আছে বিশেষ করে নৈহাটি ও নৈহাটির বাইরেও প্রাচিনকাল থেকে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। অবস্থানরত এমন এমন প্রাচীন কালের কালী, দূর্গা ও শিবের মূর্তি তথা প্রতিমা আছে যে, এইসব সময় মোগলদের সময়, পর্তুগিজদের সময় ও ব্রিটিশ শাসকদের সময় থেকে এখনো পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিরাজমান। একটা সময় ৭০-এর দশকে ও ৮০-র দশকে ও ৯০-এর দশক পর্যন্ত বারাসাতের শ্যামা পূজার সাথে প্রতিবছর নৈহাটির শ্যামা পূজার সাথে প্রতিযোগিতা চলতো। শান্তিপুর,কৃষ্ণনগর-এর বাদ দিলে নৈহাটি ও বারাসাতের শ্যামা পূজার নাম সর্বজনবিদিত। বারাসাতের শ্যামা পূজা ও নৈহাটির শ্যামা পূজাকে চাক্ষুষ দর্শন করতে ও আনন্দ এবং উপলব্ধি করতে বর্ধমান,হুগলী, হাওড়া,নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ছাড়াও মুর্শিদাবাদের মানুষজনও কাতারে কাতারে এসে ঐতিহাসিক সমাগমে পরিগণিত হত। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিটি জেলা থেকে এই দুই কেন্দ্রে বারাসাত ও নৈহাটিতে প্রতিমা দর্শন করতে আসতেন। আগেকার বারাসাতের শ্যামা উৎসবের আলোকসজ্জা ও মন্ডপসজ্জা এবং থিম ভাবনাকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়ে নৈহাটি এখন এগিয়ে চলেছে শ্যামা পূজাকে কেন্দ্র করে। একটা সময় বারাসাত ও নৈহাটির শ্যামাপূজার উৎসব প্রতিযোগিতার মধ্যেও সমান্তরাল বজায় থাকতো। কিন্তু বর্তমানে নৈহাটির শ্যামা পূজা সারা রাজ্যের মধ্যে এখন এক নম্বরে রয়েছে বা অবস্থান করছে। নৈহাটি তার আপন স্বতন্ত্রে শ্যামা পূজাকে কেন্দ্র করে আজ থেকে ৭০ বছর আগেই স্থান করে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে। ৭০ বছর আগেও মায়ের পূজো হতো কিন্তু তখন এত চাকচিক্য বা প্রচার ও এত নাম ছিল না। কয়েক দশক ধরে চার থেকে পাঁচ দিনের এই শ্যামা উৎসবকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে। জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনকে নাজেহাল হতে হয় এই ভিড় সামলানোর জন্য। বর্তমানেও নৈহাটির দীর্ঘাকার প্রতিমা ও আলোকসজ্জা এবং মণ্ডপসজ্জা ছাড়াও নব নব ভাবনায় নানা রকমের থিম ছাড়াও নৈহাটির বড় মায়ের আকর্ষণীয় পুজোর জাঁকজমক বিভিন্ন জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষিত করে তোলে। বাংলার বর্তমান শ্যামাপূজা উৎসবে বিশেষ করে নৈহাটি এখন লক্ষ লক্ষ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। নৈহাটির অরবিঃদ রোডে ধর্মশালার মো।ে-(বড়মা তলা), এই বড় মায়ের আগের নামকরণ ছিল বড় কালী নামে। তারও আগে যিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন এই কালির নাম ছিল ভবেশ কালী , কেননা ভবেশ চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তান এই কালীকে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম যখন তিনি এই কালীকে পুজো করতেন তখন রক্ষা কালী হিসেবেই পুজো করতেন। আগে রক্ষাকালী,পরে ভবেশ কালী, তারপরে বড় কালি, ২০১২-সাল থেকে বড়মা নামে নামাঙ্কিত করা হয় আগের এই বড় কলিকে। যাই হোক বর্তমানে এখন পর্যন্ত অবস্থানরত নৈহাটির বড়মা খুবই জাগ্রত। তাই এই বড়মা তার জাগ্রত করুণা ও মঙ্গলময় আশীর্বাদের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে আকর্ষিত করে নিজের কাছে টেনে আনেন। শুধু টেনেই আনেন না, যারা মায়ের কাছে আসেন তাদেরকে আশীর্বাদও দেন এবং বিভিন্ন রকম সমস্যা ও বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার ও সমাধানের ব্যবস্থাও করেন বড়মা। তার জন্যই তার নাম এখন নৈহাটির বড়মা। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীদের নজর কাড়েন নৈহাটির এই বড় মা। বর্তমানে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছেও এই বড়মা তাদের নিজের মায়ের মতই আদরনিয়া। তাইতো নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও মায়ের কাছে আসেন চাক্ষুষ মাকে দর্শন করবেন বলে। লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী ও কিশোর কিশোরীরাও মায়ের কাছে চলে আসেন পাঁচ দিন ধরে বিভিন্ন জেলা থেকে। মা এখন খুবই জাগ্রত তাই সবাইকে টেনে আনেন নিজের দুয়ারে। বড় মায়ের কাছে শুধু বাংলার মানুষজন ও দর্শনার্থীরা ছাড়াও ভিন রাজ্য থেকে এবং বিদেশ থেকেও আসেন বড়মাকে ধর্ষণ করতে এবং তার আশীর্বাদ গ্রহণ করতে। এবং মা তাদেরকে মঙ্গল এবং কল্যাণ ও আশীর্বাদ সবটাই খোলা মনে করে থাকেন। এই মায়ের বয়স কত, কেউই বলতে পারেন না। যাইহোক এবছরে ২০২৬-এ নৈহাটির বড় মাকে দর্শন করতে এসে কোন দর্শনার্থীদের যাতে কোন বিপদ ও বিঘ্ন না ঘটে এবং সুস্থভাবে যাতে লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থী মাকে দর্শন করতে পারেন ও নিজের গন্তব্যস্থলে সুস্থ ভাবে যাতে পৌঁছে যেতে পারেন,তার জন্য জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে হাজার হাজার পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন, যাতে বিশেষ করে নৈহাটির বড় মাকে দর্শন করতে এসে কোনও যাত্রীসাধারণ বা ভক্তবৃন্দকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। সব মিলিয়ে বড় মায়ের উৎসব দুদিন ধরে ভালোই কাটলো। শোনা যায় ১২ ই নভেম্বর বড়মায়ের নিরঞ্জন।

উত্তরপাড়া থানার সামনে পথ দুর্ঘটনা

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলিঃ কালীপুজোর রাতে জি টি রোডে ট্র্যাফিক চেকিং ও ডিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ অভিযান চলার মাঝেই উত্তরপাড়া থানার ঠিক সামনে ঘটল এক রোমহর্ষক পথ দুর্ঘটনা। গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর কয়েকটি বাইকে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় একটি সবজি বোঝাই পিকআপ ভ্যান। অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেও এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত তথা ভোররাতের দিকে কলকাতার দিক থেকে কোন্নগরের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছিল সবজি বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যানটি। উত্তরপাড়া থানার সামনে পৌঁছতেই আচমকা চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়েয় ফেলেন। এরপর গাড়িটি সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার পাশে থানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি বাইকে। তীব্র বেগে ধাক্কা মারার ফলে বাইকগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শেষপর্যন্ত ভ্যানটি নিজেই উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় পিকআপ ভ্যানের চালক আহত হয়েছেন।
ঘটনার পরপরই পুলিশ দ্রুত তৎপর হয়ে গাড়িটিকে আটক করেছে। প্রসঙ্গত, কালীপুজোর রাতে জি টি রোডজুড়ে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে ট্র্যাফিক বিভাগের তৎপরতায় একাধিক জায়গায় 'ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ' ও নাকা চেকিং চালানো হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো না যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ দুই-ই দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, উৎসবের রাত হোক বা সাধারণ দিন-রাত বাড়লেই জি টি রোডে বাইক ও চারচাকা বাহনগুলি চরম বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে।

দীপাবলির উৎসবের রাতেই হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ডের জোড়া ধাক্কা

সুমন আদক, হাওড়া,৯ নভেম্বর ঃ দীপাবলির উৎসবের রাতেই হাওড়ায় অগ্নিকাণ্ডের জোড়া ধাক্কা, লিলুয়ায় পুড়ল দোকান, শিবপুরে জুট বোঝাই ট্রাকে আগুন। উসবের আলোয় সেজেছিল শহর, চারদিকে চলছিল দীপাবলির উদযাপন। তারই মধ্যে বাজির আগুন থেকে পরপর দুটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রাতের আনন্দ মুহূর্তে আতঙ্কে পরিণত হল হাওড়ায়। রবিবার কালীপুজোর রাতে লিলুয়া ও শিবপুরে আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। একদিকে লিলুয়ার পঞ্চাননতলা বাজারে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একাধিক দোকান, অন্যদিকে শিবপুরের একটি জুটমিলে পাট বোঝাই ট্রাকে আগুন লাগার ঘটনায় বিপত্তি দেখা দেয়। দু'টি ক্ষেত্রেই প্রাথমিকভাবে বাজির জ্বলন্ত অংশ থেকে আগুন লাগার আশঙ্কা করা হচ্ছে। লিলুয়ার পঞ্চাননতলা বাজারে রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ আগুনের সূত্রপাত হয়। বাজারের ভিতরে থাকা প্যান্ডেলের সরঞ্জাম, শুকনো বাঁশ ও কাঠ আগুনের সংস্পর্শে আসতেই তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। চাউমিন, আলমারি এবং প্যান্ডেলের সরঞ্জামের দোকান-সহ অন্তত তিনটি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগুনের খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে তার আগেই একটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং অন্য দোকানগুলিরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত দোকানের ভিতরে থাকা প্রায় আটটি গ্যাস সিলিন্ডারের কারণে। তবে স্থানীয়দের



তৎপরতায় সিলিন্ডারগুলি সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। প্রত্যক্ষদর্শী পঙ্কজ পাসোয়ান জানান, প্রথমে বাজারের গেটের সামনে সামান্য আগুন দেখা গেলেও গেট খোলার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির পাইপ দিয়ে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, শিবপুরের জুটমিলে একটি ট্রাকে পাটজাত সামগ্রী বোঝাই করে রাখা ছিল। পরদিন সকালে ট্রাকটি মিল থেকে বেরোনোর কথা থাকলেও তার আগেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক অনুমান, বাজি থেকে ছিটকে আসা জ্বলন্ত অংশ শুকনো পাটের উপর পড়তেই আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ট্রাকের বোঝায়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্বস্তির বিষয়, দুই ঘটনাতেই কোনও প্রাণহানির খবর নেই। তবে একই রাতে শহরের দুই প্রান্তে পরপর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উৎসবের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বাজির আগুন থেকেই এই দুই ঘটনার সূত্রপাত কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ডাকাতির পরিকল্পনার সন্দেহে গ্রেফতার এক জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ ডাকাতির পরিকল্পনা করার সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ। রবিবার রাতে জয়নগর থানার সরিষাদহ বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।পুলিশের দাবি, সন্দেহজনকভাবে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন ওই ব্যক্তি। তাঁর গতিবিধি ও কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়তেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে পুলিশের একটি দল এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছিল। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সরিষাদহ বাজার এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে এক জনকে সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখে তাঁকে আটক করা হয়। ধৃতের নাম আক্তার উদ্দিন সরদার(৪৪), বাড়ি জয়নগর থানার সরিষাদহ এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই ওই ব্যক্তি এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত ছিল কি না, কিংবা এলাকায় কোনও ডাকাতির ছক কষা হচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।ধৃতকে থানায় নিয়ে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সোমবার ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। এই ঘটনার পিছনে আরও কোনও চক্রের যোগ রয়েছে কি না,তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

জয়নগর পুলিশের তৎপরতা, দীঘা থেকে গ্রেফতার বাইক চুরির অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ চুরি যাওয়া মোটরবাইক উদ্ধারে তৎপরতা দেখিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ।ধৃতের নাম বিক্রমাদিত্য দাস (২৫)। তাঁর বা।ি দীঘা থানা এলাকায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক দিন আগে জয়নগর থানা এলাকায় একটি মোটর বাইক চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে তদন্তের দায়িত্ব নেন এসআই সুব্রত পাত্র।মোবাইল ফোনের সূত্র এবং গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যান তিনি।এরপর শনিবার পুলিশ কর্মীদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে দীঘাতে পৌঁছন এসআই সুব্রত পাত্র। সেখানে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে প্রথমে বিক্রমাদিত্যকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করে রবিবার জয়নগর থানায় নিয়ে আসা হয়। ধৃতের কাছ থেকে চুরি যাওয়া মোটরবাইকটিও উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।সোমবার ধৃতকে জয়নগর থানার পক্ষ থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। এই ঘটনায় বাইক চুরির তদন্তে জয়নগর থানার পুলিশের তপরতা নজর কেড়েছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে আয়োজন করবে মেগা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

কলকাতা, ৯ নভেম্বরঃ ১লা নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত আয়োজিত দেশব্যাপী ' লাইফ সার্টিফিকেট ক্যাম্পেইন ৫.০'-এর অংশ হিসেবে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে তাদের পেনশনভোগী, বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগের আওতায়, আগামী ১৩ই নভেম্বর এবং ২০শে নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে জোনের বিভিন্ন মেডিকেল ইউনিটে 'মেঘা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির'-এর আয়োজন করা হবে।এই শিবিরগুলোর মূল লক্ষ্য হলো অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী এবং তাঁদের পারিবারিক পেনশনভোগীদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। এর মাধ্যমে তাঁরা প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, চিকিসকের পরামর্শ এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক দিকনির্দেশনা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। এছা।া, এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা এবং তাঁদের ডিজিটাল পরিষেবাগুলো গ্রহণে সহায়তা করা, যার মধ্যে রয়েছে কোনো জটিলতা ছাড়াই ' লাইফ সার্টিফিকেট' জমা দেওয়ার সুবিধা।যেসব পেনশনভোগী এই কেন্দ্রগুলোতে আসবেন, তাঁদের সঙ্গে করে আধার কার্ড (আধার কার্ডের সঙ্গে মোবাইল নম্বর যুক্ত থাকতে হবে), প্যান কার্ড এবং মূল পেনশন পেমেন্ট অর্ডার নিয়ে আসার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।এই উদ্যোগের মাধ্যমে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে তাদের পেনশনভোগীদের কল্যাণ, মর্যাদা ও সুবিধার প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতাকে পুনরায় নিশ্চিত করছে, যাতে তাঁরা সময়মতো সহায়তা এবং নিরবচ্ছিন্ন সেবা পেতে পারেন।

ভাগলপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল পর্যন্ত একমুখী অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ৯ নভেম্বরঃ উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, রেলওয়ে ভাগলপুর থেকে আনন্দ বিহার টার্মিনাল পর্যন্ত দুটি (০২) একমুখী অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৪৪৫৫ ভাগলপুর - আনন্দ বিহার টার্মিনাল একমুখী অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি ১০.১১.২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ভাগলপুর থেকে ছাড়বে। ট্রেনটি ১২৩৬৭ ভাগলপুর - আনন্দ বিহার টার্মিনাল বিক্রমশিলা এক্সপ্রেসের পথ ও যাত্রাপথের সমস্ত স্টপেজ দিয়েই চলাচল করবে।

পরকীয়া সন্দেহে মদ্যপ অবস্থায় তুমুল বচসা! গড়িয়ায় লিভ-ইন সঙ্গী খুনে উঠে এল ত্রিকোণ সম্পর্কের তত্ত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ নভেম্বর ঃ কালীপুজোর রাতে গড়িয়ার ফরতাবাদে লিভ-ইন সঙ্গী খুনের ঘটনায় ক্রমশ সামনে আসছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অন্য সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি চলছিল সার্থক সরকার ও তাঁর লিভ-ইন সঙ্গী সঞ্চালিকা বসুর মধ্যে। সেই বিবাদই ঘটনার দিন ভয়াবহ রূপ নেয়। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় দু'জনের মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়। একে অপরের বিরুদ্ধে একাধিক সম্পর্কে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলতে থাকেন তাঁরা। কথা কাটাকাটি থেকে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারান সার্থক। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই সঞ্চালিকা বসু ও তাঁর মা মৌমিতা বসুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এবার ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং খুনের পিছনে কার কী ভূমিকা ছিল, তা জানতে ফরেনসিক তদন্তের উপর জোর দিচ্ছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, সার্থক ও সঞ্চালিকার মধ্যে মূলত তৃতীয় ব্যক্তি বা অন্য সম্পর্কের উপস্থিতি নিয়েই বিবাদ চলছিল। দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার দিন একসঙ্গে মদ্যপান করার সময় ফের সেই পুরনো প্রসঙ্গ উঠে আসে। অভিযোগ, সঞ্চালিকা বারবার দাবি করতে থাকেন, সার্থকের একাধিক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। পালটা সার্থকও সঞ্চালিকার বিরুদ্ধে একাধিক সম্পর্কে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ করেন। দু'জনের মধ্যে এই অভিযোগ-পালটা অভিযোগ থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, মদ্যপ অবস্থায় থাকায় দু'জনের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। ক্রমাগত কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। একসময় সেই বচসা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এরপরই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। অভিযোগ, সার্থকের গলার কাছে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় রক্তাক্ত হয়ে পড়ে যান তিনি। ঘটনার সময় বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন সঞ্চালিকার মা মৌমিতা বসু। চিকার শুনে তিনি ছুটে আসেন বলে তদন্তে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। পুলিশের অনুমান, সার্থককে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তবে গোটা ঘটনায় তাঁর প্রকৃত ভূমিকা কী ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। খুনের ঘটনায় তিনি কোনওভাবে জড়িত ছিলেন কি না, নাকি পরবর্তী সময়ে অন্য কোনও ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সেই কারণেই সঞ্চালিকার পাশাপাশি তাঁর মাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে, গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত লাগার ফলে সার্থকের শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় বলে জানা গিয়েছে। গুরুতর আঘাতের জেরেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার পর তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বাড়িটি সিল করে দিয়েছে পুলিশ। বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা রক্তের দাগ এবং অন্যান্য সম্ভাব্য নমুনা সংগ্রহ করা হবে। সেগুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। এই খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ঠিক কোন অস্ত্র দিয়ে সার্থককে আঘাত করা হয়েছিল? তদন্তকারীদের দাবি, ধারালো ছুরি বা সেই জাতীয় কোনও অস্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ঘটনার পর থেকে সেই অস্ত্রের সন্ধান মেলেনি। ফলে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করাকে তদন্তের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অস্ত্রটির সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা চলছে। ঘটনাস্থলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের পাঠানোর প্রস্তুতিও চলছে। তাঁরা বাড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করবেন। রক্তের দাগ, আঙুলের ছাপ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নমুনা পরীক্ষা করে ঘটনার ধারাবাহিকতা বোঝার চেষ্টা করা হবে। ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে এলে খুনের সময়কার পরিস্থিতি এবং অভিযুক্তদের ভূমিকা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, দীপাবলি ও কালীপুজোর উসবের কারণে পুলিশের একাধিক বিভাগের উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকায় তদন্তের কিছু প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা শেষ হলেই তদন্তে আরও গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও তৃতীয় ব্যক্তির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে আসেনি। তবে যে অন্য সম্পর্কের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দু'জনের মধ্যে অশান্তি চলছিল, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃত সঞ্চালিকা ও তাঁর মাকে জেরা করে সম্পর্কের টানাপোড়েন, ঘটনার আগের পরিস্থিতি এবং খুনের মুহূর্ত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা চলছে। সব মিলিয়ে গড়িয়ার ফরতাবাদের এই ঘটনা ঘিরে একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। নিছক ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিবাদ থেকেই কি এমন ভয়াবহ পরিণতি, নাকি এর পিছনে রয়েছে আরও কোনও কারণ? সার্থককে ঠিক কে আঘাত করেছিলেন এবং মৌমিতা বসুর ভূমিকা কী ছিল? আপাতত ফরেনসিক রিপোর্ট, উদ্ধার না হওয়া অস্ত্র এবং ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের দিকেই তাকিয়ে তদন্তকারীরা।



ভগ্নী নিবেদিতার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার আচার্য্য ভবনে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মুরলী ধর গার্লস কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ড. দেবস্মৃতি জানা। ছবি -আশিস কুমার ঘোষ

জয়নগরে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার দুই



নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ জয়নগর থানার পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে ফের সাফল্য। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হল ৭ কেজি ৩০০ গ্রাম গাঁজা। যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় মাদক মজুত ও বিক্রির অভিযোগে এক মহিলা সহ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের সোমবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে এসআই শান্তনু ব্যাধ, এসআই সত্যজিৎ সাহা ও এসআই শুভঙ্কর সাহার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল জয়নগর থানার মনসাতলা এলাকায় অভিযান চালায়। মনসাতলা দেওয়ানগঞ্জ রোডে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা।এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ইনজামুল মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে। তাঁর বাড়ি জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া এলাকায়। অপর ধৃতের নাম শেফালী সরদার। তাঁর বাড়ি দেওয়ানগঞ্জ এলাকায়। পুলিশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় মাদক বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ধৃতরা। সোমবার ধৃত দু'জনকে আলিপুর আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানায় তদন্তকারী পুলিশ। এই মাদক কোথা থেকে আনা হত, এর পিছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কি না এবং এই কারবারে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তা জানতে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।আর পুলিশের এই অভিযানকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।

কলকাতায় সম্প্রসারিত হলো সানডে প্রপটেক

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৯ নভেম্বর ঃ প্রিজম এর সহায়তাপুষ্ট হসপিটালিটি ওনারশিপ কোম্পানি 'সানডে প্রপটেক লিমিটেড' পূর্ব ভারতে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। এর অংশ হিসেবে তারা কলকাতার দ্রুত বিকাশমান ব্যবসায়িক কেন্দ্র রাজারহাটে ৮৯ রুম হোটেল অধিগ্রহণ করেছে। এই হোটেলটি 'সানডে কালেকশন' পোর্টফোলিওভুক্ত কোম্পানিটির মিড-প্রিমিয়াম হোটেল ব্র্যান্ড ' এর অধীনে পরিচালিত হবে। এই অধিগ্রহণটি ভারতজুড়ে কোম্পানিটির হসপিটালিটি পোর্টফোলিও সম্প্রসারণের একটি অংশ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে হোটেলটির নতুন রূপদান ও নতুন ব্র্যান্ডিং এর পরিকল্পনা রয়েছে।নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ইকোস্পেস বিজনেস পার্ক, বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি ও বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোর কাছাকাছি কৌশলগত অবস্থানে অবস্থিত এই ছয়তলা ভবনটি ২০১৭ সালে নির্মিত হয়। এখানে খাবার ও পানীয়ের সুবিধা এবং মিটিংয়ের জায়গা রয়েছে, যা ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী, করপোরেট অতিথি এবং শহরে আগত দর্শনার্থীদের প্রয়োজন মেটায়।এই অধিগ্রহণটি সানডে প্রপটেক-এর সেই কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যার লক্ষ্য হলো দীর্ঘমেয়াদী মূল্য সৃষ্টির সম্ভাবনাযুক্ত ও সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা হসপিটালিটি সম্পদ চিহ্নিত করা এবং তাতে বিনিয়োগ করা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৩৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার , ২৩ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

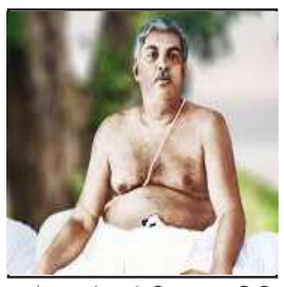
সুবিনয় রায়

রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক ও শিক্ষক সুবিনয় রায় জন্মগ্রহণ করেন ৮ নভেম্বর, ১৯২১ সালে। সুবিনয় রায়ের তরবীন্দ্রসঙ্গীত সাধনাদ বইটি অনন্য, কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়নরীতি নিয়ে এটিই একমাত্র বই। তাঁর মতে উচ্চারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাণ। অনেকেরই ধারণা রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট উচ্চারণভঙ্গী আছে যেটা মূলত 'আ' কার গুলোকে একটু 'অ' আর আ এর মাঝামাঝি করে উচ্চারণ করা। অনেকেই মনে করেন রবীন্দ্রসঙ্গীত মোটা গলায় ভালো মানায়। তবে গান সুরেলা গলায় ভালো মানায়- সে গলা মোটা না চিকন সে চিন্তা ব্যক্তিগত ও গুরুত্বহীন। রবীন্দ্রনাথের নিজের উচ্চারণ প্রায় এখনকার মতোই ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠের গান যেমন, ততবু মনে রেখো, আমার শেষ পারাণির কড়ি, ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ ইত্যাদির উচ্চারণরীতি আধুনিক উচ্চারণ রীতির মতই। চল্লিশ-পঞ্চাশ এমনকি ষাটের দশকের গোড়াতেও রবীন্দ্রনাথের মত আধুনিক উচ্চারণ বিরল ছিল। পঙ্কজ মল্লিক এবং হেমন্তের প্রথম যুগের গান শুনলে রবিঠাকুরকেই নবীনতর মনে হয়! যদিও উচ্চারণে বাচিক আধুনিকতা হেমন্তবাবুই পরবর্তীতে এনেছেন। সুবিনয় রায় অত্যন্ত উদারতার পরিচয় দিয়ে বলেন, রবীন্দ্রসংগীতে এবং অন্যান্য কাব্যধর্মী বাংলা গানে কথার উচ্চারণ জিনিসটা বিবর্তনশীল। যুগের হাওয়ার সঙ্গে, রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে, জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্পচেতনার উন্নতিসাধনের সঙ্গে গানে কথার উচ্চারণভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে এবং হয়তো আরো ঘটবে। বিভিন্ন যুগের শিল্পীদের কণ্ঠজাত উচ্চারণভঙ্গি ও উচ্চারণপদ্ধতির মাধ্যমেই উচ্চারণের পরম্পরা প্রবর্তিত হয়ে এসেছে।দ শ্বাসনিয়ন্ত্রণ এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের চর্চার গুরুত্ব নিয়ে উপকারী আলোচনা বইটিকে আরো কার্যকর করেছে। রবীন্দ্রসংগীত-কে ১৫০-২০০ গানের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে ওনার অবদান মানতে আমরা বাধ্য। উনি না থাকলে সাধারন শ্রোতা কি জানতে পারতেন যে রবীন্দ্রনাথ ৫-৫ ছন্দের (১০ মাত্রা) একটি তাল সৃষ্টি করেছিলেন, এবং সেই তালে একটি অসামান্য গান রচনা করেছিলেন? (ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল), এরকম অজস্র গানের উদাহরণ দেওয়া যায়, যেগুলি সুবিনয় রায়ের জন্যই সাধারন শ্রোতার গোচরে এসেছে। সুবিনয় রায়ের লেখা তাঁর অসামান্য সুরেলা গায়কী ও গায়নরীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুবিনয় রায় তাঁর সারাজীবনের চর্চা ও অভিজ্ঞতা থেকে অত্যন্ত কার্যকর কিছু পরামর্শ দিয়েছেন কণ্ঠ ও গায়কী এবং সেইসঙ্গে রবীন্দ্র-গানের সাথ-সঙ্গত ও আবহসঙ্গীত প্রসঙ্গে। বইটিতে রবীন্দ্রনাথের রাগসঙ্গীত-ভাঙা গানগুলো এবং ঢালাগানের গায়নপদ্ধতি বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে তা গায়কদের জন্য পথপ্রদর্শক। বইটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ তানপুরার ব্যবহার, স্পষ্টোচ্চারণ, অকম্পিত স্বরোচ্চারণ, দ্রুত ছন্দের গানে গিটার ও সেতার ব্যবহারের পরামর্শ ইত্যাদি। প্রথম অধ্যায়ের প্রাথমিক সঙ্গীতসাধনা অধ্যায়টির সূচনা পর্বেই রয়েছে তানপুরার ব্যবহার। লেখকের মতে , ততানপুরার সাহায্যে সঙ্গীতচর্চা করলে দুটি সাক্ষাৎ সুফল পাওয়া যায়; প্রথমত, এতে কণ্ঠস্বরের বৃদ্ধি পায়, দ্বিতীয় বিভিন্ন স্বরগুলিকে সুদৃঢ় ও নিখুঁতভাবে কণ্ঠে প্রকাশ করবার ক্ষমতা লাভ করা যায়।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যিক এবং রবীন্দ্র গবেষক ও জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্তরলোকগমন করেন ৮ নভেম্বর, ১৯৮৫)। তিনি নদিয়ার রানাঘাটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পেশায় উকিল ছিলেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয় রানাঘাট পালচৌধুরী স্কুলে। পিতা অসুস্থ হওয়ায় সপরিবারে তিনি গিরিডি গমন করেন এবং সেখানকার ন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) যোগ দেওয়ায় স্কুল থেকে তিনি বহিষ্কার হন। কলকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ-প্রবর্তিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার (১৯০৮)। শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করেন। ১৯১০ সালে শান্তিকেতনে ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ছয় বছরের অধিক সময় শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকেন। রবীন্দ্রনাথের বিদেশে অবস্থানকালে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় আশ্রমের শিক্ষকতা ছেড়ে দেন তিনি। এরপর কলকাতা সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্তি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুনরায় তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯১৮ সালে পাঠভবনে গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অবসর গ্রহণের পর নিজের বাড়িতে রবীন্দ্র একাডেমি গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের সুবিস্তৃত, সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত জীবনচরিত রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড-১৯৩৩, ২য় খণ্ড-১৯৪৮, ৩য় খণ্ড-১৯৫২, ৪র্থ খণ্ড-১৯৫৬) রচনা করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যকীর্তি, সমাজ-শিক্ষা-ধর্ম-রাষ্ট্র প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) চিন্তাধারার বিশ্লেষণ নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ হিসেবেও তিনি খ্যাত। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী প্রভাতকুমার অসাম্প্রদায়িক, জাতিভেদ বিরোধী ও মানবতাবাদী পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত। রবীন্দ্রজীবনী কার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সর্বাধিক।প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে ডি-লিট, ১৯৭৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও ১৯৭৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট ডিগ্রি লাভ করেন। ভারত সরকার ১৯৮১ সালে পদ্মভূষণ সম্মাননা প্রদান করেন। রবীন্দ্র জীবনী (চার খণ্ড , ১৯২৯ - ১৯৫৪),রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী, রবীন্দ্র জীবনকথা, রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ. শান্তিনিকেতন - বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথের গান -কালানুক্রমিক সূচী, রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচিতি, সোভিয়েত সফর, ফিরে ফিরে চাই গ্রন্থ লেখেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



মাই সর্ব সর্বশক্তিমান। যিনি মাতৃশক্তি লাভ করতে পেরেছেন তিনি অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তিকে অর্জন করা।। বলুন, মা শক্তি দাও। জ্ঞান দাও। বুদ্ধি দাও। ভক্তি দাও। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিনী সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে যেতে হবে। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে জীবন সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকবে।

সাধক রামপ্রসাদ



কালী রামপ্রসাদ বলতেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না। বরং বৃদ্ধি পায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি শিক্ষা এবং ধন দান করেন তিনি শেষ হয়ে যান না। তার সম্পদও আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যিনি দান করেন তিনি পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ঈশ্বর জগত সেরা। মা কালীর আর্শিবাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে উপকার করতে হবে। জাগাতে হবে নিজেকে ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে। জাগরিত করতে হবে আপন শক্তিকে। অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। শুভ শক্তির সূচনা করার প্রয়োজন। হালিশহর নিবাসী মা

পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিতে 'দেবী' দর্শনে নুতন ভাবনা

রবীন্দ্রকুমার শীল

আজকে যখন সারা বাংলা শক্তি আরাধনায় মগ্ন তখন মনে পড়ল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ছবি 'দেবী'র কথা। কেন মনে পড়ল তা পাঠকেরা ঠিক করে বলতে পারবেন। ধর্মকে নিয়ে যখন বাংলা নবজাগরণ যুগে বিতর্ক দেখা দিতে শুরু করেছিল তখনই বাংলার লেখকেরা ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কমল ধরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই বাংলার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যে সব কুসংস্কার রয়েছে তাকে দূর করতে কলম ধরতে বাধ্য হন। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর তো সরাসরি হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁরা গণজাগরণ নিয়ে এসেছিলেন। তার ফলে ধর্মীয় কুসংস্কার ক্রমশ দূর হতে থাকে। এক সময়ে কালী মায়ের সমানে বলি দেওয়া হতো। সেই বলির বিরুদ্ধে বাংলার নবজাগরণের সাধকেরা সোচ্চার হওয়ার ফলে কালী মূর্তির সমানে পশু বলি বন্ধ হয়ে যায়। এখনও কোথাও কোথাও গোপনে পশু বলি দেওয়া হয় সবার লক্ষ্যে। ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে আমরা কি সত্যিও মুক্তি পেয়েছি? বাংলার নবজাগরণের সাধকেরা যে ধর্মীয় কুংস্কার দূর করার জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছিল তাকে সত্যিই আমরা দূর করতে পেরেছি? এর উত্তর দেবে জনগণ। বাংলা ঘটা করে বিদ্যাসাগরের জন্মদিন, রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করি। কিন্তু তাঁরা যে পথ দেখিয়েছিলেন সেই পথ ধরে এগিয়ে চলার চেষ্টা করি কি? রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর এবং রবীন্দ্রনাথকে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করতে শুরু করেছি। কিন্তু তাদের দর্শনকে আমাদের জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করি না। স্বামী বিবেকানন্দ গলায় মালা দিই? বলতে পারি কি বুক ফুলিয়ে ক'জন আমরা স্বামী বিবেকানন্দের সব বই পাঠ করেছি। তিনি যা যা বলে গিয়েছেন তা পালন করি। এটা বঙ্কিময়ন্দ্র চট্টো পাধ্যায়ের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখে গিয়েছেন তা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকি?

কবি সুকুমার রায় প্রয়াত হতেই পিতৃহীন ছোট বাচ্চা ছেলে সত্যজিৎ রায়কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর মা। শান্তিনিকেতন থেকেই পরিচালক সত্যজিৎ রায় এর প্রকৃত লেখাপড়া শুরু। শিল্পী নন্দলাল বসু, বিনোদ বিহারী, তখন শান্তিনিকেতন কলা বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। ফলে অঙ্কন প্রিয় সত্যজিৎ রায় শান্তি নিকেতনের কলা বিভাগের অন্যতম সেরা ছাত্র হিসাবে পরিচিত হতে হলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন কিশোর সত্যজিৎ রায় ছবি আঁকতে ভালোবাসে। সেই কারণে কবিগুরু কিশোর সত্যজিৎ রায়তে ছবি আকাঁর ব্যাপারে উৎসাহিত করে গিয়েছেন। আর সত্যজিৎ রায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যজিৎ রায়ের বাংলা লেখার ধরণ একই রকম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা যেভাবে লিখতেন সত্যজিৎ রায় ঠিক সেই স্টাইলে বাংলা লিখতে



শুরু করলেন। কবিগুরুকে অনুসরণ করা ফলে তিনি প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীতে পরিণত হলেন। যেখানেই অন্যায় সেখানেই কবিগুরু উপস্থিত থেকেছেন। লিখেছেন প্রতিবাদী ভাষায়। আর সত্যজিৎ রায় সেখানেই অন্যায় দেখেছেন সেখানেই তিনি ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত থেকেছেন এবং প্রতিবাদ করে সকলের সামনে নিজের পরিচালিত ছবিকে উপস্থা পিত করেছেন। দর্শকেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক কোনটা ঠিক আর কোনটা মিথ্যা। তিনি সিদ্ধান্ত দর্শকদের হাতে ছেড়ে গিয়েছেন। বাংলায় তখন কালী পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। কালী ঠাকুর শক্তির ঠাকুর। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, সাধক বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কালী সাধক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। ভক্তরা দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, বেলুড়মঠ, তারাপীঠ গিয়ে মায়ের পুজো দিয়ে আসে। আসলে বিশ্বাস এখানে একটি কাজ করে। মানুষ এখন বিশ্বাস করে মন দিয়ে ডাকলে মা কালী সাড়া দেন। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন 'কালী দ্য মাদার'। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'যত মত তত পথ'। আবার রামপ্রসাদ গাইছেন, 'আমি সাধন ভোজন জানিনে মা'। সকলেই মাকে ডাকছেন উদ্ধার পেতে। মা কারোর কথা শুনছেন আবার কারোর কথাকে বর্জন করছেন।

সত্যজিৎ রায় যখন দেবী ছবিটা তৈরি করছেন তিনি বিদ্যাসাগরের যুগের কথাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। বিদ্যাসাগরের যুগে একদিকে রয়েছে বাবু কালচার আর অন্য দিকে রয়েছে বিধবা বিবাহ প্রচলন করার বিরাট আন্দোলন। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছেন রাজা রামমোহন রায়। তার জন্য তিনি নিজের জীবন টাকে বির্সজন দিয়েছেন বিলাতে। এই অপরাধের দায়ভার গ্রহণ করেননি রাধাকান্ত দেব এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রাজচন্দ্র দাস এর মতো বন্ধুরা রাজা রামমোহন রায়ের পাশে দাঁড়ি য়েছিলেন বলেই রামমোহন রায় সাহস পেয়েছিলেন। দিল্লির নবাবও রাজা রামমোহন রায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এবারে আসি 'দেবী' ছবির কথায়। দেবী সিনেমাটি একটি প্রতিবাদী ছবি। এই ছবিটি যারা দেখছেন তারা নিশ্চয় সত্যজিৎ রায়ের দর্শন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। দেবী গল্পটি লিখেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনায় ছিলেন সত্যজিৎ রায়। প্রধান অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন শর্মিলা ঠাকুর, সৌমিত্র চ্যাটার্জি এবং ছবি বিশ্বাস। চিত্রগ্রহণে ছিলেন সুব্রত মিত্র। সম্পাদনা করেন দুলাল দত্ত। সঙ্গীতে ছিলেন আলী আক বর খান। ছবিটি মুক্তি লাভ করে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০। 'দেবী' হলো ১৯৬০ সালে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত একটি ভারতীয় বাংলা ভাষার নাটক , যেখানে অভিনয় করেছেন শর্মিলা ঠাকুর , সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং ছবি বিশ্বাস। কাহিনী এক জমিদারকে (বিশ্বাস) কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, যিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর পুত্রবধূ (ঠাকুর) স্বপ্নে দেবী অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

উনিশ শতকের গ্রামীণ বাংলায় , বিধবা জমিদার কালীকিঙ্কর রায়, যিনি দেবী কালীর ভক্ত, একটি বিশাল অট্টালিকায় বাস করতেন। সেখানে তাঁর নিজের, তাঁর দুই ছেলে তারাপ্রসাদ ও উমপ্রসাদ, তারাপ্রসাদের স্ত্রী হরসুন্দরী ও ছেলে খোকা এবং উমপ্রসাদের স্ত্রী দয়াময়ীর জন্য প্রচুর ভৃত্য ও থাকার জায়গা ছিল। দুর্গাপূজার পর উমপ্রসাদ তার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কলকাতায় ফিরে যায়, যেখানে ইংরেজিও শেখা হতো। অন্যদিকে দয়াময়ী খোকার দেখাশোনা করার জন্য থেকে যায়, যার সাথে তার প্রায় মাতৃসুলভ একটি সম্পর্ক ছিল। সে কালীকিঙ্করকেও তাঁর দৈনন্দিন প্রার্থনা ও আচার-অনুষ্ঠানে সাহায্য করত। কালিকিঙ্কর একটি স্বপ্ন দেখেন যেখানে কালী ও দয়াময়ীর চোখ এক হয়ে যায়, এবং তিনি এর ব্যাখ্যা করেন এই বলে যে দয়াময়ী হলেন দেবীর এক অবতার। তিনি দয়াময়ীকে জাগিয়ে তুলে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েন, এবং নিষ্ক্রিয় তারাপ্রসাদও তাঁর অনুকরণ করেন, যদিও হরসুন্দরী সন্দিহানই থেকে যান। কুল পুরোহিতকে ডাকা হয় এবং তিনি ধোঁয়া ও ঘণ্টার শব্দে একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। দয়াময়ী মূর্ছা যান, এবং কালিকিঙ্কর এর ব্যাখ্যা করেন যে তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি হরসুন্দরীকে উমা প্রসাদকে চিঠি লিখে আসতে বলেন। দয়াময়ীকে প্রাসাদের আরও নির্জন একটি অংশে নিয়ে গিয়ে প্রতিমারূপে বসানো হয়, যার চারপাশে নিয়মিত পূজার্চনা করা হয়। একজন স্থানীয় ভিক্ষুক, তার মাথায় আসা অন্য সব চেষ্টা ব্যর্থ করে, তার অচেতন নাতিকে দেবীর কাছে নিয়ে আসে, এবং কালিকিঙ্কর ছেলেটিকে কিছুটা চরণামৃত (দয়াময়ী দেবীর চরণ ধৌত করার জল) পান করতে বলেন। এই সময়ে উমাপ্রসাদ এসে উপস্থিত হন এবং পুরো দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে একান্তে তার বাবার সাথে তর্ক করেন। কালিকিঙ্কর ক্ষণিকের জন্য তার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু, যখন অসুস্থ ছেলেটি চোখ খোলে, তিনি অনুভব করেন যে এটিই দয়াময়ীর দেবত্বের প্রমাণ।

সেই রাতে উমাপ্রসাদ চুপিচুপি দয়াময়ীর ঘরে ঢুকে তাকে সঙ্গে যেতে বলে। তারা নদীর তীরে পৌঁছায়, যেখানে একটি নৌকা অপেক্ষা করছিল, কিন্তু দয়াময়ী দ্বিধা করে এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সে ভাবতে শুরু করে যে সে হয়তো একজন দেবী, এবং যেতে ভয় পেয়ে উমাপ্রসাদকে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে রাজি হয় এবং পরে একাই কলকাতায় ফিরে আসে।

অসুস্থ ছেলেটিকে নিয়ে ঘটা 'অলৌকিক' ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়তেই দয়াময়ীর অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা তাকে পূজা করতে আসতে থাকে। তিনি অনুষ্ঠান চলাকালীন নির্বিকার ভাবে বসে থাকেন, কিন্তু তার একাকীত্বের অনুভূতি বাড়তে থাকে। এমনকি খোকাও তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে।

একদিন খোকার প্রচণ্ড জ্বর হয়। হরসুন্দরী একজন ডাক্তারকে ডাকেন, এবং কালীকিঙ্করের অজান্তে সেখানে থাকতে অস্বস্তি বোধ করলেও, তিনি কিছু ওষুধ নিয়ে ফিরতে রাজি হন। কিন্তু, ডাক্তার যখন চলে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই তারাপ্রসাদ প্রবেশ করেন এবং তিনি কালীকিঙ্করকে পুরো ঘটনাটি খুলে বলেন। কালীকিঙ্কর খোকাকে দয়াময়ীর কাছে নিয়ে আসেন এবং তাকে ছেলেটিকে সুস্থ করে তুলতে বলেন। যদিও হরসুন্দরী ও দয়াময়ী উভয়েরই এই পরিকল্পনাটি নিয়ে গুরুতর সন্দেহ ছিল, তবুও তারা খোকাকে কিছু চরণামৃত খাইয়ে সেই রাতে দয়াময়ীকে তাকে কোলে রাখার পরিকল্পনায় রাজি হন। সকালে দেখা যায়, খোকা মারা গেছে।

উমাপ্রসাদ বাড়ি ফিরে এসে দেখেন, কালীকিঙ্কর একা কালীর মূর্তির পাদদেশে বসে কাঁদছেন। তিনি তাঁর বাবাকে অন্ধবিশ্বাসের কারণে খোকাকে হত্যা করার জন্য অভিযুক্ত করেন এবং তারপর বলেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে দেবত্বের নিষ্পেষণকারী বোঝা থেকে বাঁচাতে চান, কিন্তু মনে হয় তিনি অনেক দেরি করে ফেলে ছেন;তিনি দেখেন দয়াময়ী বিস্ফারিত চোখে বিয়ের পোশাকে সেজে বলছেন যে তাকে হত্যা করার আগেই তাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। দয়াময়ী কুয়াশার মধ্যে ছুটে চলে যান, আর উমাপ্রসাদ তাঁর পিছু ডেকে চলেন। সত্যজিৎ রায় দেবী ছবিতে নিজের লেখা শ্যামা সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন 'এবার তোরে চিনেছি মা তোর নামে কালী, মুখে কালী, অন্তরে নেই কলিমা'। পরিচালক এই গানে রামপ্রসাদি সুর ব্যবহার করেছেন। ''আর ডাকবো না দিয়েছো দিতেছো কতই যাতনা, মা মা বলে' এই শ্যামা সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ এবং তিনিই সুর দিয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় বারবার তিনি ছবি করেছেন প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ না করে। মনে রাখতে হবে তিনি ছবি করছেন তার মধ্যে রয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তিনি রবীন্দ্রভানুরাগী। রবীন্দ্রনাথের তিনি ভাবশিষ্য। ফলে তাঁর ছবিতে প্রতিবাদ থাকবে। ধর্মের কুংস্কাররের বিরুদ্ধে তিনি যে ক্যামেরা ধরবেন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কলকাতায় উমা প্রসাদ বিধবা বিবাহ নিয়ে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে সমর্থন করতে পথে নেমেছেন। তাঁর বন্ধু আবার কলকাতার বাবু কালচারের ভক্ত। বাঈজি নাচ এবং রাত কাটানো তাঁর নেশায় পরিণত। বিদ্যাসাগরের মত ও পথকে গ্রহণ করে উমাপ্রসাদ এগিয়ে চলেছেন। ঘরে রয়েছে তাঁর বিবাহিত স্ত্রী (দয়াময়ী)। কিন্তু কালীকিঙ্কর বাড়ির বৌমাকে দেবী রূপে স্বপ্ন দেখতে পেয়ে সরাসরি তিনি দয়ামরী পায়ে পড়ে মা বলে নমস্কার করতে শুরু করে দিলেন। শুধু তিনি নন, তাঁর পরিবারের সবাইকে বাড়ির বৌ দয়াময়ীকে দেবী বলে গ্রহণ করতে বাধ্য করালেন। এদিকে কলকাতায় চিঠি পেয়ে উপস্থিত হয়ে উমাপ্রসাদ পিতা কালীকিঙ্করের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে শুরু করে দিলেন। তিনি পিতাকে পরিস্কার করে বলে দিলেন যে মানুষ কখনও দেবী হতে পারে না। তিনি মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকারকে হত্যা করছেন। মানুষকে দেবী রূপে পুজা করে নিজের স্বার্থকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করছেন। তাঁর স্ত্রী দয়াময়ী কোনও সময়ে দেবী বলে পারে না। সেই একজন রক্তপিণ্ডের মানুষ। মানুষ হয়ে বাঁচার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। এদিকে বাড়ির খোকা বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন। স্ত্রী দয়াময়ীর ওপরে দোষ পড়ল। তিনি দেবী হয়ে বাড়ির খোকাকে বাঁচাতে পারেনি। উমা প্রসাদ সরাসরি পিতা কালীকিঙ্করকে একজন হত্যাকারী বলে অভিহিত করলেন। তিনি মানুষ খোকাকে করেছেন। মিথ্যাকে আশ্রয় দিয়ে মানুষ হত্যা করছেন। জোর করে ধর্মীয় কুসংস্কারককে বহন করে নিয়ে এসে ঘরে মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছেন। মৃত মানুষকে দেবীর চরণামৃত খাইয়ে জীবিত করার প্রচেষ্টা মূলত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপন্থী। ছবির শেষ দৃশ্যে দেবী দয়াময়ী বিসর্জিত হলেন যা ছবির শুরু দেখানো হয়েছিল।

ভূত চতুর্দশীর গল্প- রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ

সুব্রতা দাশগুপ্ত

সায়েন্স কলেজের ভুত। রাজা বাজার সায়েন্স কলেজে যে ভুত আছে সেটা নতুন কথা না। কিন্তু সেটা দেখেছে ক'জন? সেই গল্পই আজ বলবো। সে সময়ে আমি সবে চাকরি পেয়েছি। থিসিস জমা দেওয়ার সময়ও প্রায় আসন্ন। প্রায়দিনই রাত্রি পর্যন্ত সায়েন্স কলেজে থেকে পড়াশুনো করি। একাই থাকি বেশিরভাগ সময়ে। কখনও বা জয়ন্তীদি থাকেন। তবে খানিকক্ষণ থেকে চলে যান। প্রায়ই লোডশেডিং হয়, তাই টর্চ, মোম বাতি,লণ্ঠন এসবের ব্যবস্থাও রাখতে হয়। গরমে খুব একটা কষ্ট হয় না কারণ আমার ঘর দক্ষিণ পূর্ব কোণে এক বিশাল আকাশ ছোঁয়া জানলার পাশে। আর সময়টাও ঘোর গ্রীষ্মকাল নয়।

সেদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ বৈজুদা অফিস, হেডের ঘর, লাইব্রেরির সব দরজায় তালা লাগিয়ে আমার কাছে মেইন দরজার চাবি দিয়ে হেঁড়েগলায় বলে গেল, খিল দিয়ে দাও। তারপর পড়তে বোসো। বৈজুদা আমাদের গার্জেন। বিশেষত জুনিয়র শিক্ষকদের। তাই বাধ্য মেয়ের মতো সেই বিশাল সিংহ দরজা বন্ধ করে ভারি খিলটা লাগিয়ে দিলাম। তখন সবে সূর্যাস্ত হচ্ছে। ''অস্তরবির রশ্মি আভায় খোলা জানালার ধারে কুমারী সুব্রতা বসি একাকিনী পড়িতে নিরত থিসিস কাহিনী চমকি উঠিল শুনি কিঙ্কিনী??''

না না, ম্যাও করে কে ডাকে?!!

ঘরের মধ্যে বেড়াল এলো কোথা থেকে? আমার ঘর ছাড়া আর সব ঘরই তো বন্ধ। তা হলে কি লাইব্রেরির আলমারির তলায় বা হেডের টেবিলের নিচে লুকিয়ে ছিল? বাচ্চাটাচ্চা জন্মানোর সময় বেড়ালরা এরকম আড়াল আবডাল খোঁজে। ঘর থেকে বেরিয়ে অফিস লাইব্রেরির বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে একবার ঘুরে এলাম। কোনও সাড়াশব্দ নেই। তা হলে এবার লিখতে বসা যাক। ঘণ্টাদেড়েক বেশ উপদ্রবহীন ভাবে কেটে গেল। আমার সঙ্গে ফ্লাস্কে চা আর কৌটোয় বিস্কুট থাকে। জল তো আছেই। ঘুম ঘুম পেলে চা খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নিই। এবারও ভাবছি একটু টি ব্রেক নিলে কেমন হয় - তখনই লোডশেডিং। সময় আন্দাজ সন্ধ্যে সাতটা হবে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি- জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখি মস্ত চাঁদ উঠেছে। আজ মনে হয় পূর্ণিমা। খুব হাওয়াও দিচ্ছে-দখিনা বাতাস। হঠাৎ শুনি 'ম্যাও'! , একবার,দু'বার, ডেকেই যাচ্ছে। উঠে গিয়ে দেখি দরজার সামনে



একটা বেড়ালছানা বসে আছে। আর মনে হচ্ছে সে হাত দিয়ে আমায় ডাকছে আর 'ম্যাও ম্যাও' করছে। ওর সাথে গিয়েই দেখা যাক। এগিয়ে যেতেই সেও দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু দরজাটা খুলল কে? বেড়ালের পিছুপিছু আমিও যাচ্ছি। প্রথমে ডানদিকের বার

অশ্বত্থ গাছের তলায় খণ্ডিত মূর্তি থেকে জাগ্রতপীঠঃ পুরুলিয়ার ‘নাককাটা কালী’ মন্দিরের দুই শতাব্দীর ইতিহাস

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৯ নভেম্বর ঃ আজ থেকে দুশো বছরেরও বেশি আগের কথা।



আজকের জমজমাট পুরুলিয়া শহরের চিড়াবাড়ি এলাকা তখন এমন ছিল না। তখন চারদিকে শুধু ছিল ঘুটঘুটে জঙ্গল আর তার মাঝে মাঝে কিছু ধানের ক্ষেত। সেই অরণ্যঘেরা জনপদে মানুষের বাস ছিল সামান্যই, আর জীবিকা বলতে ছিল ওই এক টুকরো জমিতে কষ্ট করে ফলানো ধান। বছর ঘুরে হেমন্ত আসত, ধানের সোনালী শীষে ভরে উঠত ক্ষেত। কিন্তু সেই আনন্দ বেশিক্ষণ টিকত না এলাকার কৃষকদের। রাতের অন্ধকারে কোথা থেকে একদল ধূর্ত চোর এসে সব পাকা ধান কেটে সাফ করে দিত। বারবার চেষ্টা করেও পাহারা দিয়েও সেই চোরদের ধরতে পারত না কেউ। সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছিল গরিব চাষিরা। এমনই এক চরম হতাশার দিনে গ্রামের প্রবীণ এক ব্যক্তি বুদ্ধি দিলেন, মানুষে যখন রক্ষা করতে পারছে না, তখন দেবীর শরণাপন্ন হওয়াই শেষ ভরসা। যেমন কথা, তেমনই কাজ। ক্ষেতের ঠিক মাঝে থাকা এক বিশাল প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নিচে মাটি দিয়ে মা কালীর এক রূপ তৈরি করে পুজো শুরু করলেন আতঙ্কিত গ্রামবাসী। সবাই মিলে হাত জোড় করে প্রার্থনা করলেন, মা, আমাদের সারা বছরের পরিশ্রম রক্ষা করো। মায়ের পুজো শুরু হওয়ার পর থেকেই অদ্ভুত এক পরিবর্তন এল। একদিন অমাবস্যার গভীর রাত। জঙ্গল ভেদ করে সেই চোরেরা চুপিচুপি এসে ঢুকল ধানের ক্ষেতে। ঠিক তখনই ঘটে গেল এক অলৌকিক ঘটনা। নিস্তব্ধ রাত চিরে হঠাৎ যেন এক অদৃশ্য শক্তির জাগরণ ঘটল। চাষিরা ঘুমে ভিজে সজাগ হয়ে উঠলেন, আর চোরেরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল-যেন মা কালী নিজে পাহারা দিয়ে সজাগ করে দিয়েছেন তাঁর সন্তানদের। ধান তো চুরি করতেই পারল না চোরেরা, উল্টে গ্রামের মানুষ দল বেঁধে তেড়ে এল তাদের দিকে। ব্যর্থ হয়ে এবং চরম ক্ষোভে অন্ধ হয়ে সেই দুষ্টচক্রের প্রধান ও তার সঙ্গীরা রাগে উন্মত্ত হয়ে চড়াও হলো দেবীর মূর্তির ওপর। তারা ভেঙে চুরমার করে দিল কাঁচা মাটির সেই প্রতিমা। কুৎসিত আক্রোশে কেটে দিল মায়ের নাকটি। পরদিন সকালেই সেই ভাঙা মূর্তি দেখে কেঁদে ফেললেন গ্রামবাসী। কিন্তু সেই কান্না বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। মায়ের অবমাননার অভিশাপ যেন নেমে এল সেই পাপিষ্ঠদের ওপর। একে একে সেই চোরের দলের প্রত্যেকটি সদস্য ভয়ানক ও রহস্যময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তাদের পরিবারে নেমে এল একের পর এক অমঙ্গলজনক অঘটনের ছায়া। সেই থেকে সেই এলাকায় আর কোনো দিন চুরির সাহস করেনি কেউ। গ্রামের মানুষ আরও বেশি ভক্তিভরে সেই ভাঙা মূর্তিকেই আকড়ে ধরল। চোরদের চূর্ণ করা সেই খণ্ডিত অংশগুলো আজও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের তলদেশে- কোথাও হাতের টুকরো, কোথাও পায়ের অংশ, কোথাও বা জিভ আর নাক। কালের নিয়মে সেই খণ্ডিত রূপটিই পরিচিত হয়ে উঠল ‘নাককাটা কালী’ নামে। আজ ২০০ বছর পার হয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে বদলেছে পুরুলিয়া শহর। কিন্তু এতটুকু ম্লান হয়নি সেই অলৌকিক মায়ের মাহাত্ম্য। আজও প্রতি অমাবস্যায় বা পুজোর রাতে সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের চারপাশের চত্বরে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। পুরুলিয়া জেলার কোণ থেকে কোণ, এমনকি ভিন রাজ্য থেকেও অজস্র মানুষ ছুটে আসেন নাককাটা কালীমায়ের টানে। ভক্তদের বিশ্বাস, এই জাগ্রত মায়ের কাছে খাঁটি মনে মানত করলে তা ককখনো বিফলে যায় না। অতীতের সেই রক্তক্ষয়ী ইতিহাস আর অলৌকিক বিশ্বাসের সাক্ষী হয়ে আজও পুরুলিয়ার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নাককাটা কালীর মন্দির, যেখানে অলৌকিকতা আর ভক্তি মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

রায়গঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত পুলিশের গুলিতে নিহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়গঞ্জ, ৯ নভেম্বর ঃ রাজ্যে আবার এনকাউন্টার, বারুইপুর, গাইঘাটা, সামশেরগঞ্জের পর এবার রায়গঞ্জ। নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত মারা গিয়েছে পুলিশের গুলিতে। দু’দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর ওই নাবালিকার বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল গত শুক্রবার। তার পর থেকেই অভিযুক্তের খোঁজ চলছিল। চার দিন তল্লাশির পর রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্ত দিলীপ রায়কে ধরতে যান তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, ভোরে সোমবার ভোরে পুলিশ তার কাছে পৌঁছোলে সে গুলি চালায়। তদন্তকারীদের পাল্টা গুলিতে অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের দেহ রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়েছে। সেখানেই দেহের ময়নাতদন্ত হবে। পুলিশ সূত্রে দাবি, অভিযুক্ত বিহার সীমান্ত দিয়ে ভিনরাজ্যে পালানোর চেষ্টা করছিল। সেই খবর পেয়েই রাতে অভিযান চালানো হয়। অভিযুক্তের ছোড়া গুলি পুলিশের গাড়ির টায়ারে লেগেছিল বলে খবর। উল্লেখ্য, রায়গঞ্জে ১২ বছরের নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছিল গত মঙ্গলবার। তার পরিবারের দাবি, বিকেলে সাইকেল নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তার পর আর ফেরেনি। দু’দিন পর নিকটবর্তী কুলিকের জঙ্গল থেকে তার দেহ উদ্ধার করা হয়। ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ তুলেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ করছিল। এটি গণধর্ষণের ঘটনা কি না, আরও কেউ এর সঙ্গে জড়িত কি না, তদন্ত চলছিল। তার মধ্যেই গ্রেফতারির সময় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হল অভিযুক্তের। সূত্রের খবর, রায়গঞ্জের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযুক্ত লুকিয়ে আছে বলে জানতে পেরেছিল পুলিশ। ভোররাত ৩টের পর সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযোগ, পুলিশ আসছে বুঝতে পেরে গুলি চালায় দিলীপ।

গঙ্গাসাগরে বসছে এআই ক্যামেরা, অতিরিক্ত ভিড় জমলেই সতর্কবার্তা পৌঁছে যাবে প্রশাসনের কন্ট্রোল রুমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর, ৯ নভেম্বর ঃ গঙ্গাসাগরে বসতে চলেছে এআই ক্যামেরা, ভিড় বাড়লেই যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খবর পৌঁছে দেবে। জেটিঘাটের প্রবেশপথ



অথবা মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা, কোথাও অতিরিক্ত ভিড় জমলেই এবার সতর্কবার্তা পৌঁছে যাবে প্রশাসনের কন্ট্রোলরুমে। যাতে পুলিশ-প্রশাসনের কাছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তিনির্ভর ক্যামেরার মাধ্যমে ভিড়ের উপর নজরদারির পরিকল্পনা করছে জেলা প্রশাসন। নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি মানুষ কোনও এলাকায় জমায়েত হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকেত পাঠাবে এই ক্যামেরা। শুধু ভিড়ের খবর দেওয়াই নয়, পরিস্থিতি সামাল দিতে পুণ্যার্থীদের অন্য কোনও ফাঁকা জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য ব্যবস্থার বিষয়েও তথ্য দেবে এই প্রযুক্তি। আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে এমনই একাধিক নতুন উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি, ৬ নম্বর সি বিচের পরবর্তী এলাকায় পুণ্যার্থী ও পর্যটকদের থাকার জন্য ভাড়ার ভিত্তিতে তাঁবু তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে প্রশাসনের। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর চাপ সামলাতে কার্যত হিমশিম খেতে হয় পুলিশ, প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের। কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮ থেকে সাগরের কচুবেড়িয়া জেটিঘাট, এমনকী মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ ও বেরনোর পথেও তৈরি হয় ব্যাপক ভিড়। কোথাও কোথাও পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে পদপিষ্ট হওয়া-সহ বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। এই পরিস্থিতিতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই এআই ক্যামেরা ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় ভিড় নির্ধারিত সীমা ছাড়ালেই কন্ট্রোল রুমে সতর্কবার্তা পৌঁছে যাবে। ফলে দ্রুত পদক্ষেপ করে ভিড় অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে প্রশাসন। জানা যাচ্ছে, এই ব্যবস্থার জন্য ইতিমধ্যেই সফ্‌টওয়্যার তৈরির কাজ চলছে। অন্যদিকে, পুণ্যার্থীদের যাতায়াত আরও নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ করতে সরু রাস্তা চিহ্নিত করে সেগুলি চওড়া করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে চাইছে জেলা প্রশাসন।

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীর হাত ধরে ফিরল মোবাইল

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ নভেম্বর ঃ কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে ভারত থেকে চুরি যাওয়া মোবাইল পৌঁছে গেল বাংলাদেশে। সেখানকার বাজার থেকে সেই ফোন কিনে চিকিৎসার জন্য ভারতে এসে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ফোনটি ফিরিয়ে দিলেন এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ী। ভারতীয় সিম কার্ড ঢুকিয়ে ফোন চালু করতেই সাইবার সেলের নজরে চলে আসেন তিনি। বর্ধমান পুলিশের তৎপরতায় সোমবার সকালে বর্ধমান থানায় এসে চুরি যাওয়া মোবাইলটি জমা দেন বাংলাদেশের রাজশাহীর হাটদামনাসের বাসিন্দা মহম্মদ আহাদ আলি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩০ জুন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক পায়েল ধারা তার মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগ দায়ের করেন বর্ধমান থানায়। হাসপাতাল চত্বর থেকেই ফোনটি চুরি হয়েছিল। অভিযোগ পাওয়ার পর থেকেই ফোনটির সন্ধানে প্রযুক্তির সাহায্যে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর সাইবার সেল ফোনটির অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। তদন্তে জানা যায়, ফোনটি তখন বাংলাদেশের এক ব্যবসায়ীর কাছে রয়েছে। বাংলাদেশের চাল ব্যবসায়ী মহম্মদ আহাদ আলির দাবি, তিনি বাংলাদেশের নওদা বাজার থেকে ৪৫ হাজার টাকা দিয়ে একটি স্যামসাং এস২৪ মোবাইল ফোন কেনেন। গত ১ নভেম্বর আত্মীয় ইমদি আমীরউদ্দিনের সঙ্গে চিকিৎসার জন্য গেঁদে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ভারতে আসেন তিনি। এরপর ৩ নভেম্বর হাওড়া হয়ে চেন্নাই পৌঁছে ফোনে ভারতীয় সিম কার্ড ঢুকিয়ে চালু করেন। আর তারপরেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বর্ধমান পুলিশ। পুলিশ তাকে জানায়, তাঁর ব্যবহৃত ফোনটি আসলে বর্ধমান থেকে চুরি যাওয়া মোবাইল। আহাদ আলির কথায়, পুলিশ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানতে পারি, এটা চুরির ফোন। তখনই ঠিক করি, ফোনটি পুলিশের হাতে তুলে দেব। সেই মতো সোমবার সকালে বর্ধমান থানায় এসে তিনি মোবাইলটি পুলিশের হাতে তুলে দেন। একজন বিদেশি নাগরিকের এই সহযোগিতায় চুরি যাওয়া ফোনটি অবশেষে তার প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরানোর পথ খুলল। তবে একটি মোবাইল উদ্ধারের এই ঘটনা সামনে আসতেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বর থেকে চুরি যাওয়া একটি দামি মোবাইল কীভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের বাজারে পৌঁছে গেল? চুরি যাওয়া মোবাইল কি সীমান্ত পেরিয়ে নিয়মিত পাচার হচ্ছে? এর পিছনে কি কোনও সংগঠিত চক্র কাজ করছে, যারা চুরি করা ফোনের আইএমইআই নম্বর বা পরিচয় গোপন করে অন্য দেশে বিক্রি করছে? বিশেষ করে, বাংলাদেশের বাজারে চুরি যাওয়া ফোন কীভাবে বিক্রি হল এবং ফোনটির প্রকৃত উৎস সম্পর্কে বিক্রেতার কোনও ধারণা ছিল কি না, তা তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ট্রাক ও টোটোর সংঘর্ষে মৃত্যু টোটো চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ৯ নভেম্বর ঃ নাদনঘাট থানার অন্তর্গত সমুদ্রগড়ের এসটি কে কে রোডে ট্রাক ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক টোটো চালকের। মৃতের নাম রামমোহন রায় (৩৮)। তিনি কালনা থানার নান্দাই দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি ওই সড়কে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল আনুমানিক ১০টা নাগাদ কালনার দিক থেকে একটি আলুবোঝাই টোটো এসটি কে কে রোড ধরে নাদনঘাট মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় সমুদ্রগড় পথের সাথী গেস্ট হাউসের কাছে উল্টো দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে টোটোটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে টোটোর সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর টোটো চালক রামমোহন রায় রক্তাক্ত অবস্থায় টোটোর ভিতরে আটকে পড়েন। ঘটনার শব্দ শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরাই গুরুতর জখম অবস্থায় টোটো চালককে উদ্ধার করে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার জেরে এসটি কে কে রোডে বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নাদনঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করার পাশাপাশি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃতের পরিবার ও নান্দাই দুর্গাপুর এলাকায় নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে এভাবে এক ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার-পরিজন ও এলাকাবাসীরা। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হাওড়া স্টেশনের পুরনো ক্যাব রোডে তিন দিন যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৯ নভেম্বর ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দেওয়া ও স্টেশনে যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট হোল্ডিং এরিয়া সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে হাওড়া স্টেশনের পুরনো ক্যাব রোডে যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ জারি করতে চলেছে পূর্ব রেল। আগামী ১২ তারিখ মঙ্গলবার থেকে ১৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই তিনদিন প্রতিদিন বিকেল ৩টে থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত হাওড়া স্টেশনের পুরনো ক্যাব রোড দিয়ে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হবে। প্রসঙ্গত, উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং স্টেশন চত্বরে মূলত যানজট এড়াতে এই সিদ্ধান্ত। যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্টেশনে যাতায়াত ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দিনগুলিতেই যাত্রী ও সাধারণ মানুষকে বিষয়টি মাথায় রেখে যাতায়াতের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কালীপুজোর রাতে কালনার মধুপুরের নাথ বাড়িতে ভক্তদের ঢল

ত্রিবেণী সঙ্গমের তান্ত্রিকের দেওয়া পট থেকেই শুরু মহাকাল ভৈরবীর আরাধনা

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, কালনা, ৯ নভেম্বর ঃ কয়েক দশক আগে ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়ে এক বৃদ্ধা ত্রান্তিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল কালনার মধুপুরের নাথ পরিবারের, সেই পরিচয় থেকেই নাথ পরিবারের জীবনে আসে এক নতুন অধ্যায়। ওই বৃদ্ধা তান্ত্রিক তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল একটি জরাজীর্ণ মহাকাল ভৈরবী পট। সেই পটকে বাড়ির এক কোণে প্রতিষ্ঠা করে শুরু হয় দেবীর আরাধনা। আর সেই থেকেই নাথ পরিবারে চলে আসছে মহাকাল ভৈরবীর পূজো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই পারিবারিক পুজো আজ এলাকার মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি একসময় নাথ পরিবারে অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। সংসারে আর্থিক অনটনের মধ্যেই ত্রিবেণী সঙ্গমে ওই তান্ত্রিকের কাছ থেকে মহাকাল ভৈরবীর পট পাওয়ার পর মাটির বাড়ির এক কোণে তা স্থাপন করে নিয়মিত পুজো পাঠ শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। তাদের বিশ্বাস দেবীর আগমনের পর থেকেই ধীরে ধীরে পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। সংসারে ফিরে আসে সচ্ছলতা। সেই বিশ্বাস ও ভক্তিকে কেন্দ্র করে মহাকাল ভৈরবীর আরাধনা আরো বিস্তৃত হয়। পরিবারের সদস্য লক্ষ্মীনারায়ণ নাথের কথায় প্রায় তিন দশক আগে তিনি স্বপ্নাদেশ পান। এরপর সেই স্বপ্না দেশ মেনেই পটের পাশাপাশি মহাকাল ভৈরবী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে শুরু হয় বিশেষ পুজো। বর্তমানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিষ্ঠার সঙ্গে দেবীর আরাধনা করে আসছে নাগ পরিবার। তাদের কাছে মহাকাল ভৈরবী শুধুমাত্র আরাধ্য দেবী নন তিনি পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি ও বিশ্বাসের প্রতীক। এই মন্দিরের পূজোয় রয়েছে বেশ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এখানে তন্ত্রমতেই দেবীর পুজো সম্পন্ন হয়। অন্যান্য ভোগের পাশাপাশি মাকে নিবেদন করা হয় বাতাসা। এছাড়াও বহুদিনের প্রথা মেনে তামার পাত্রে দেবীকে নিবেদন করা হয় কারণ সুধা। পুজোর বিভিন্ন পর্যায়ে থাকে নানা রকম ভোগের নিবেদনের আয়োজন। এই বিশেষ রীতি ও প্রাচীন প্রথা কে ঘিরেই মন্দিরের পূজো এলাকায় আলাদা পরিচিতি লাভ করেছে। নাথ পরিবারের বিশ্বাস মহাকাল ভৈরবী অত্যন্ত জাগ্রত। জীবনের নানা সমস্যা ও মনস্কামনা নিয়ে বহু মানুষ মায়ের কাছে আসেন। পরিবারের বিশ্বাস নিষ্ঠা ভরে মায়ের কাছে বাতাসা ভোগ দিয়ে মানত করলে ভক্তদের মনস্কামনা পূরণ হয়। সেই বিশ্বাস থেকেই সারা বছর বহু মানুষ মন্দিরে এসে পুজো দেন এবং মানত করেন। বিশেষ করে প্রতি অমাবস্যায় মন্দিরে ভক্তদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ নাথ জানান, মায়ের আশীর্বাদেই আমাদের পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফিরেছে, এক সময় মাটির বাড়ির এক কোণে পট স্থাপন করে পুজো শুরু করেছিলাম। আজ সেই জায়গায় মন্দির তৈরি হয়েছে। মা অত্যন্ত জাগ্রত প্রতি অমাবস্যা নিশুতি রাতে মায়ের পদধ্বনি শোনা যায় বলে আমাদের বিশ্বাস। বহু মানুষ মায়ের কাছে মানত করেন এবং পুজো দিতে আসেন। কালী পুজোর রাত এই মন্দিরের অন্যতম বিশেষ দিন। ওই রাতে মহাকাল ভৈরবীর বিশেষ পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দিরে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম হয়। শুধু স্থানীয় বাসিন্দারাই নন দূর-দূরান্ত থেকেও বহু ভক্ত মায়ের দর্শন ও পুজো দিতে উপস্থিত হন। পাশাপাশি বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতারাও কালীপুজোর রাতে মন্দিরে আসেন। এক বৃদ্ধা তান্ত্রিকের হাত ধরে পাওয়া একটি জরাজীর্ণ পট থেকে যে আরাধনার সূচনা হয়েছিল আজ তা কালনার মধুপুরের নাথ পরিবারের এক বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। কয়েক দশকের সেই বিশ্বাস পারিবারিক ঐতিহ্য এবং তন্ত্র মতে পুজোর বিশেষ রীতিকে ঘিরে কালীপুজোর রাতে মহাকাল ভৈরবীর মন্দির হয়ে ওঠে ভক্তদের অন্যতম আকর্ষণ।

দীপাবলির রাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড রঘুনাথগঞ্জে, পুড়ে ছাই একাধিক দোকান

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৯ নভেম্বর ঃ বাজির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল প্রায় ১০ টি দোকান। সোমবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত ফুলতলা মোড়ে। আগুন লাগার ঘটনাটি যখন ঘটে তখন ওই এলাকা প্রায় জনমানব শূন্য ছিল এবং আশেপাশের বেশিরভাগ মানুষই ঘুমিয়ে ছিলেন। ফলে আগুন লাগার বিষয়টি অনেকেরই নজরে আসেনি। তবে আগুনের লেলিহান শিখা বাড়তেই এলাকার মানুষের নজরে বিষয়টি আসে এবং দমকলে খবর দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দমকলের তিনটি ইঞ্জিন প্রায় দু’ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভাতে সক্ষম হলেও সোমবার সকালেও আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া দোকানগুলোর ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে চলেছে এবং দমকল কর্মীরা ‘পকেট ফায়ার’ নেভানোর কাজ করছেন। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেরই দাবি, বাজির আগুন থেকে নয় দোকানগুলোর কাছে থাকা একটি বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার থেকে আগুনের ফুলকি ঝরে পড়ার পর সেখান থেকেই আগুন লেগে যায় ফুলতলা মোড়ে অবস্থিত দোকানগুলোতে। ঘটনাস্থলের খুব কাছেই বিদ্যুৎ দপ্তরের একটি অফিসও রয়েছে। আগুন লাগার পর দ্রুত এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। তবে আগুন লাগার ঘটনায়



বিদ্যুৎবাহী বেশ কিছু তার পুড়ে যাওয়ায় এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ফিরতে বেশ কিছুটা সময় লাগতে পারে বলে জানা গিয়েছে। রঘুনাথগঞ্জের ফুলতলা বাজার একটি অত্যন্ত ব্যস্ত এলাকা। দিনের বেলায় প্রচুর মানুষ ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করেন এবং রাস্তার পাশে অবস্থিত ওই দোকানগুলো থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনেন। পুড়ে যাওয়া দোকানগুলোর মধ্যে জামাকাপড় সহ আরো নানা জিনিসের দোকান রয়েছে। দেওয়ালি উপলক্ষ্যে রবিবার রাতে বেশিরভাগ বিক্রেতা দোকানগুলো তাড়াতাড়ি বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। কিন্তু সূর্যের আলো ফোটার আগে মর্মান্তিক ঘটনার খবর তাঁদের কাছে পৌঁছে যায়, দ্রুত দোকানদাররা নিজেদের দোকানের কাছে ছুটে আসেন। তবে বেশিরভাগ দোকানদার নিজেদের দোকান থেকে কিছুই অক্ষত অবস্থায় বার করতে পারেননি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থেকে প্রথমে দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে আগুন নেভানোর জন্য। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় পরে আরো দু’টো ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দমকল সময়মত এসে পড়ায় আগুন আশেপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। দমকলের তরফ থেকে আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দীপাবলি ও ছট পূজা উপলক্ষ্যে সাহেবগঞ্জ ও ভাগলপুরের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

কলকাতা, ৯ নভেম্বর ঃ দীপাবলি ও ছট পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, পূর্ব রেল সাহেবগঞ্জ ও ভাগলপুরের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ট্রেনটি ১১ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২৬ থেকে ২০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত চলাচল করবে। ০৩৪৫৩ সাহেবগঞ্জ - ভাগলপুর বিশেষ ট্রেনটি সাহেবগঞ্জ থেকে বিকেল ৫টায় (১৭.০০টা) ছেড়ে সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিটে (১৮.৪৫টা) ভাগলপুরে পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৩৪৫৪ ভাগলপুর - সাহেবগঞ্জ বিশেষ ট্রেনটি ভাগলপুর থেকে রাত ৮টায় (২০.০০টা) ছেড়ে রাত ১০টায় (২২.০০টা) সাহেবগঞ্জে পৌঁছাবে। সাহেবগঞ্জ ও ভাগলপুরের মধ্যবর্তী যাত্রাপথে ট্রেনটি উভয়দিকেই প্রতিটি স্টেশনে থামবে।

বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ! একই পরিবারের ৫ জনকে মারধরের অভিযোগ, উত্তপ্ত ইসলামপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইসলামপুর, ৯ নভেম্বর ঃ বাড়ির সামনে বাজি ও পটকা ফাটানোর প্রতিবাদ করায় একই পরিবারের পাঁচ সদস্যকে মারধরের অভিযোগ উঠল তিন যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ইসলামপুর থানার চম্পাবাগ এলাকায়। আহতদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সোমবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্বপ্না নামে ওই মহিলার বাড়িতে ছোট শিশু রয়েছে। সেই কারণে বাড়ির সামনে কয়েকজন যুবক বাজি-পটকা ফাটালে তিনি আপত্তি জানান। বাড়িতে শিশু থাকায় সেখানে বাজি না ফাটানোর অনুরোধ করেছিলেন তিনি। অভিযোগ, এই প্রতিবাদেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তিন যুবক। এরপর লাঠি ও ইঁট নিয়ে ওই মহিলার উপর হামলা চালায় তারা। মাকে আক্রান্ত হতে দেখে পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে এলে তাঁদের উপরেও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় এক মহিলা-সহ পরিবারের মোট ৫ জন গুরুতর আহত হন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাজি ফাটানো নিয়ে সামান্য প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের উপর এমন হামলার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত তিন যুবকের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ করা হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ২৯১_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ০৫.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (II

দেশের খবর

উপহারের চাকচিক্যে বিষাক্ত হচ্ছে বাতাস! দূষণের উৎসবের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে মাটির প্রদীপের মূল্য

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ উপহার দেওয়ার মধ্যে থাকে ভালোবাসা, আন্তরিকতা এবং প্রিয়জনকে আনন্দ দেওয়ার এক অনন্য অনুভূতি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপহারের সংজ্ঞা বদলেছে। আন্তরিকতার জায়গা নিয়েছে আড়ম্বর, প্রয়োজনের জায়গা দখল করেছে বিলাসিতা। আর সেই উপহার সংস্কৃতির আড়ালেই যদি পরিবেশের ক্ষতি হয়, তাহলে উৎসবের আনন্দের অর্থ কোথায়? দীপাবলির আবহে দিল্লির ভয়াবহ বায়ুদূষণ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপহার পৌঁছে দিতে আসা গাড়ির দূষণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ নতুন করে এই প্রশ্নই তুলে দিয়েছে। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, গরিব মানুষ দূষণ ছড়ায় না, তাঁরা মাটির প্রদীপের পসরা সাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাহলে আধুনিক উপহার সংস্কৃতির দাপটে আমরা কি ক্রমশ ভুলে যাচ্ছি মাটির প্রদীপের প্রকৃত মূল্য? উপহার দেওয়ার দর্শন অবশ্য আজকের নয়। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক ও. হেনরির ছোটগল্প ‘ গিফট অফ দ্য ম্যাজাই’। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছেন এক দরিদ্র দম্পতি, জিম ও ডেলা। দু’জনেই পরস্পরকে ভালোবাসেন। বড়দিনে একে অপরকে এমন উপহার দিতে চান, যা হবে বিশেষ এবং মূল্যবান। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য তাঁদের সীমিত। তাই প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্য দু’জনেই নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ বিসর্জন দেন। ডেলার ছিল দীর্ঘ, সুন্দর চুল। অন্যদিকে জিমের ছিল একটি দামী সোনার পকেটঘড়ি। ডেলা নিজের চুল বিক্রি করে জিমের



ঘড়ির জন্য একটি সুন্দর চেন কেনেন। আর জিম নিজের ঘড়িটি বিক্রি করে ডেলার জন্য কিনে আনেন একটি রত্নখচিত চিরুনি। কিন্তু উপহার বিনিময়ের মুহূর্তে প্রকাশ পায় এক অদ্ভুত পরিহাস। ডেলার চুল নেই, তাই চিরুনি ব্যবহারের সুযোগও নেই। আবার ঘড়ি বিক্রি করে দেওয়ায় জিমের চেনটিরও আর কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজন রইল না। অথচ এই উপহার বিনিময়ের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেল তাঁদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগের গভীরতা। ও. হেনরি বুঝিয়েছিলেন, উপহারের প্রকৃত মূল্য তার দাম কিংবা ব্যবহারিক উপযোগিতায় নয়, বরং তার পিছনে থাকা ভালোবাসায়। উপহারকে শুধু ব্যক্তিগত আবেগের জায়গা থেকে দেখলে অবশ্য তার সামাজিক গুরুত্ব বোঝা যায় না। আধুনিক নৃবিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত ব্রোনিস্ল মালিনোভস্কির গবেষণাতেও উঠে এসেছে উপহার বিনিময়ের এক ভিন্ন সামাজিক তাপর্য। ১৯২২ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ ‘আর্গোনটস অফ দ্য ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক’-এ পাপুয়া নিউগিনির ট্রোব্রিয়ান্ড দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের ‘কুলা রিং’ প্রথার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রথায় দ্বীপবাসীদের মধ্যে বিশেষ ধরনের অলংকার বিনিময় হত। একদিকে থাকত শঙ্খের তৈরি নেকলেস, অন্যদিকে বাহুতে পরার ব্রেসলেট। এই বিনিময় নিছক কেনাবেচা ছিল না। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দ্বীপের মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং মর্যাদার বন্ধন তৈরি হত। উপহার দেওয়া এবং গ্রহণ করার মধ্যে তৈরি হত দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক দায়বদ্ধতা। ১৯২৫ সালে ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক মার্সেল মস তাঁর বিখ্যাত রচনা ‘অ্যান এসে অন দ্য গিফট’-এ উপহার বিনিময়ের এই দর্শনকে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, উপহার দেওয়া, গ্রহণ করা এবং পাল্টা উপহার দেওয়ার মধ্যে সামাজিক বাধ্যবাধকতা কাজ করে। অর্থা উপহার কখনওই পুরোপুরি ব্যক্তিগত বা ঐচ্ছিক বিষয় নয়। এর সঙ্গে জা়িয়ে থাকে সমাজের নিয়ম, নৈতিকতা, অর্থনীতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের কাঠামো। উপহারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দাতা ও গ্রহীতার সামাজিক মর্যাদা এবং আত্মিক সংযোগও। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে উপহারের সেই দর্শন অনেকটাই পালটে গিয়েছে। উপহার এখন অনেক ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে প্রতিযোগিতার প্রতীক। কে কত দামি উপহার দিলেন, কার উপহারের চাকচিক্য বেশি, কে কত ব। আয়োজন করলেন-এসবের মধ্যেই আটকে যাচ্ছে উৎসবের আনন্দ। উপহার দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বিপুল অর্থব্যয়, পণ্য পরিবহণ এবং পরিবেশের উপর বাড়তি চাপ। তাঁর পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে সমাজের আর্থিক বৈষম্যের ছবিও। গরিব মানুষ মাটির প্রদীপ তৈরি করে বা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অথচ দূষণের দায় তাঁদের উপর চাপানো যায় না। এখানেই প্রশ্ন ওঠে, উৎসবের নামে আমরা আসলে কাকে গুরুত্ব দিচ্ছি? পরিবেশবান্ধব মাটির প্রদীপের বদলে কেন এত বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বিদ্যুৎচালিত সাজসজ্জা, শব্দবাজি এবং ধোঁয়া ছড়ানো আলোকবাজি? কেন উপহারের মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে তার দাম দিয়ে, পরিবেশের উপর তার প্রভাব দিয়ে নয়?

ও. হেনরির গল্প আমাদের শিখিয়েছিল, ভালোবাসার উপহার হতে পারে সামান্য একটি সামগ্রীও। মালিনোভস্কি ও মার্সেল মস দেখিয়েছিলেন, উপহার সামাজিক সম্পর্ককে মজবুত করে। অথচ আজ সেই উপহার সংস্কৃতিই যদি পরিবেশের ক্ষতির কারণ হয়ে দা়ায়, তাহলে আমাদের নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। মাটির প্রদীপের আলো হয়তো খুব বেশি ঝলমলে নয়। তার দামও হয়তো বহুমূল্য উপহারের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু সেই প্রদীপের সঙ্গে জা়িয়ে থাকে একজন মৃশিল্পীর শ্রম, একটি পরিবারের জীবিকা এবং পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ। উৎসবের প্রকৃত আনন্দ কি এই মূল্যবোধগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই নয়? উপহারের চাকচিক্য নয়, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধই হোক উসবের আসল পরিচয়। আর মাটির প্রদীপের মূল্য বুঝতে শিখি আমরা, বাতাস আরও বিষাক্ত হয়ে ওঠার আগেই।

পরমাণুর চেয়েও ১০ হাজার কোটি গুণ ক্ষুদ্র! ‘জেপ্টোভার্স’ রহস্যে তোলপাড় বিজ্ঞানীমহল

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ মহাকাশের অসীম বিস্তৃতি থেকে শুরু করে পরমাণুর অন্দরমহল-মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এবার তাঁদের নজরে আরও এক অজানা জগৎ, যার নাম ‘জেপ্টোভার্স’। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতের মাপ সাধারণ পরমাণুর তুলনায় প্রায় ১০ হাজার কোটি গুণ ছোট বলে দাবি করা হচ্ছে। দীর্ঘ কয়েক দশকের গবেষণা এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এই অতি ক্ষুদ্র মাত্রার পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে নতুন তথ্য সামনে এসেছে। বিজ্ঞানীদের আশা, এই গবেষণার মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে রয়েছে ডার্ক ম্যাটার, মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং পদার্থবিজ্ঞানের বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের উত্তর। জেপ্টোভার্সের ধারণা বুঝতে হলে প্রথমে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। আমাদের চারপাশের যাবতীয় বস্তু অসংখ্য পরমাণু দিয়ে তৈরি। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন, আর তার চারপাশে থাকে ইলেকট্রন। প্রোটন ও নিউট্রনের ভিতরেও রয়েছে আরও ক্ষুদ্র কণা, যাদের বলা হয় কোয়ার্ক। অর্থাৎ বিজ্ঞানের অনুসন্ধান যত গভীরে পৌঁছেছে, ততই সামনে এসেছে বস্তুর নতুন নতুন ক্ষুদ্র স্তর। জেপ্টোভার্স সেই অনুসন্ধানেরই আরও গভীর একটি মাত্রা। কিন্তু এই জগকে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত শক্তিশালী কণা ত্বরক। সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের সীমান্তে জেনেভার কাছে অবস্থিত সার্নের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার সেই কাজেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রায় ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বৃত্তাকার যন্ত্রের ভিতরে কণাগুলিকে আলোর গতির কাছাকাছি বেগে ছুটিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটানো হয়।

এই সংঘর্ষের ফলে তৈরি হয় বিভিন্ন ক্ষণস্থায়ী কণা। সেগুলির আচরণ, শক্তি এবং ক্ষয় হওয়ার ধরন বিশ্লেষণ করেই বিজ্ঞানীরা বোঝার চেষ্টা করেন, পদার্থের গভীরে কী



ধরনের নিয়ম কাজ করছে। অত্যাধুনিক ডিটেক্টর, সুপারকম্পিউটার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম ভিত্তি হল ‘ মডেল’। মহাবিশ্বের মৌলিক কণা এবং তাদের মধ্যে কাজ করা বিভিন্ন বলের আচরণ ব্যাখ্যা করে এই তত্ত্ব। কিন্তু এরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জির প্রকৃতি, মহাকর্ষের সঙ্গে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং মহাবিশ্বে পদার্থের আধিক্যের কারণ-এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে বড় রহস্য।

এই জায়গাতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ‘স্ট্যান্ডার্ড কোয়ার্ক’ বা বটম কোয়ার্কের গবেষণা। এই কণার ক্ষয় হওয়ার ধরন এবং বিভিন্ন কণার সঙ্গে তার মিথস্ক্রিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন বিজ্ঞানীরা। কিছু পরীক্ষায় পাওয়া ফলাফল প্রচলিত স্ট্যান্ডার্ড মডেলের পূর্বাভাসের সঙ্গে পুরোপুরি মেলেনি। এই ধরনের অসংগতি নতুন কোনও কণা বা অজানা বলের ইঙ্গিত দিতে পারে কি না, তা নিয়ে গবেষণা চলছে। তবে এই পর্যবেক্ষণকে এখনও নতুন কোনও বল কিংবা ডার্ক ম্যাটারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা যায় না। পরীক্ষার ফলাফল পুনরায় যাচাই এবং স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা তাই আরও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দিচ্ছেন। জেপ্টোস্কেল গবেষণার গুরুত্ব এখানেই। অতি ক্ষুদ্র কণার আচরণের মধ্যে সামান্যতম অস্বাভাবিকতাও ভবিষ্যতে পদার্থবিজ্ঞানের নতুন তত্ত্বের দরজা খুলে দিতে পারে। বিশেষ করে ডার্ক ম্যাটারের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

দীপাবলির রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! রকেটবাজির বিস্ফোরণে বুকে আঘাত, প্রাণ গেল ১০ বছরের ঋষির

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর ঃ দীপাবলির আনন্দ মুহূর্তে পরিণত হল বিষাদে। উৎসবের রাতে আতশবাজি ফাটাতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল দিল্লির ১০ বছরের এক বালক। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাজি পোড়ানোর সময় একটি রকেটবাজি আচমকাই দিক পরিবর্তন করে সোজা এসে আঘাত করে তার বুকে। এরপরই ঘটে বিস্ফোরণ। গুরুতর জখম অবস্থায় শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। পাশাপাশি হাসপাতালের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির নারেলা এলাকায়। মৃত বালকের নাম ঋষি। বয়স মাত্র ১০ বছর। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে রবিবার দীপাবলির রাতে আতশবাজি ফাটাচ্ছিল সে। সেই সময়ই ঘটে বিপত্তি। পরিবারের দাবি, ঋষি অন্য একটি বাজি জ্বালানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। ঠিক তখনই অন্য কারও জ্বালানো একটি রকেটবাজি নির্দিষ্ট দিকে না গিয়ে আচমকা ছিটকে এসে আঘাত করে তার বুকে। প্রবল গতিতে এসে বুকে আঘাত করার পরই বিস্ফোরণ ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শিশুটি। দুর্ঘটনার পর এক মুহূর্তও দেরি না করে ঋষিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। তাকে নারেলার সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। হাসপাতালে পৌঁছনোর পর চিকিৎসকরা ঋষিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে শিশুটির মৃত্যুর পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তার দাদা মোহিত। তাঁর দাবি, গুরুতর আহত অবস্থায় ঋষিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরও চিকিৎসকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় তৎপরতা দেখা যায়নি। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করার পরিবর্তে তাঁরা ধীরগতিতে এগিয়ে আসেন বলে অভিযোগ তাঁর। মোহিতের কথায়, জরুরি রোগীকে নিয়ে তপরতা ছিল না চিকিৎসকদের মধ্যে। তাঁরা ধীরেসুস্থে ভাইয়ের দিকে এগিয়ে আসেন এবং দুই-একবার বুকে চাপ দিয়েই কাজ শেষ করেন। তাঁর আরও অভিযোগ, সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা শুরু হলে হয়তো ভাইকে বাঁচানো সম্ভব হত। দুর্ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে মোহিত জানান, ঋষি যখন অন্য একটি আতশবাজি জ্বালাচ্ছিল, তখন অন্য কারও ছোড়া রকেটবাজি এসে সরাসরি তার বুকে আঘাত করে। বিস্ফোরণের পরও কিছুক্ষণ শ্বাস নিচ্ছিল সে। সেই অবস্থাতেই দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। যদিও চিকিৎসায় গাফিলতির এই অভিযোগের বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। এদিকে, ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন ঋষির বাবা। প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর কথা শুনেই শোকে জ্ঞান হারান তিনি। উৎসবের রাতে যে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকার কথা, সেখানে মুহূর্তের মধ্যে নেমে আসে গভীর শোক। একটি রকেটবাজির বিস্ফোরণ যে এভাবে একটি শিশুর প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, তা মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। উল্লেখ্য, শুধু নারেলার এই ঘটনাই নয়, দীপাবলির রাতে আতশবাজি ও অগ্নিকাণ্ডের একাধিক ঘটনায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে দিল্লির দমকল বিভাগকে। দমকল সূত্রে খবর, দীপাবলির দিন মোট ২৫৭টি জরুরি ফোন আসে তাদের কাছে। এর মধ্যে ২১৪টি ফোন ছিল আগুন লাগার ঘটনা সংক্রান্ত। আগুনের অভিযোগগুলির মধ্যে ২৪টি সরাসরি আতশবাজির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।দমকল বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাত ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জরুরি ফোন আসে। এই দুই ঘণ্টায় মোট ৮৫টি ফোন পান দমকলকর্মীরা। এরপর রাত ১০টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আরও ৬১টি জরুরি ফোন আসে। দীপাবলির মতো আনন্দের উসব যে মুহূর্তে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে, ঋষির মর্মান্তিক মৃত্যু ফের সেই সতর্কবার্তাই সামনে আনল। আতশবাজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসতর্কতা কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে, এই ঘটনা তারই করুণ উদাহরণ।

সংসদীয় রাজভাষা কমিটির পক্ষ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া অঞ্চলকে ‘শ্রেষ্ঠত্বের শংসাপত্র’ প্রদান



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৯ নভেম্বর ঃ গত ০৬ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল হোটেলে সংসদীয় রাজভাষা কমিটির তৃতীয় উপকমিটির পক্ষ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক কার্যালয়, হাওড়ার রাজভাষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের পরিদর্শন করা হয়। এই উপলক্ষে কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ কার্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্মে রাজভাষা হিন্দির ব্যবহার, প্রচার ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনকালে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া অঞ্চলের পক্ষ থেকে দাপ্তরিক কাজে রাজভাষা হিন্দির কার্যকর ব্যবহার, সরকারি নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ এবং হিন্দির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারকে উসাহিত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। রাজভাষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অঞ্চলের অসামান্য সাফল্য ও প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সংসদীয় রাজভাষা কমিটির তৃতীয় উপকমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া অঞ্চলকে ‘শ্রেষ্ঠত্বের শংসাপত্র’ প্রদান করে সম্মানিত করেন। এই সম্মান ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হাওড়া অঞ্চলের কাছে শুধুমাত্র গর্ব ও আনন্দের বিষয়ই নয়, বরং রাজভাষা হিন্দির প্রতি অঞ্চলের অঙ্গীকার, নিষ্ঠা ও নিরন্তর প্রচেষ্টারও প্রতিফলন। এই সাফল্য অঞ্চলের সকল আধিকারিক ও কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং হিন্দি ভাষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাবেরই সুফল।

NAME CHANGE

I, Kanailal Saha (Old Name) S/o Gourchandra Saha Residing at Lolit Mohan Sarani, Paschim Bir Nagar, P.o - Raiganj, District - Uttar Dinajpur, Pin - 733134, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Kanailal Saha (Old Name) to Kanai Saha (New Name) and henceforth I shall be known as Kanai Saha (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 09-11-2026. Kanai Saha (New Name) and Kanailal Saha (Old Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Farhan Khan, S/O Baitullah, গ্রাম ও ডাকঘরঃ সনকপুর, থানা ঃ মল্লারপুর, বীরভূম, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম Farhan Khan থেকে পরিবর্তন করে Sk Enamul Ahmed রেখেছি। এখন থেকে সর্বত্র Sk Enamul Ahmed নামেই পরিচিত হলাম। ০৯.১০.২০২৬ তারিখে রামপুরহাটের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ২৭৭২৯ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে Sk Enamul Ahmed and Farhan Khan উভয়েই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, AKHIL SARDAR(Old Name) S/O- Late Nirapada Sardar resident of Vill. & P.O.-Berbari, P.S.-Bagdah, Teh-Bongaon, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743270 WB have changed my name and shall henceforth be known as AKHIL ROY(New Name), vide affidavit No 106 sworn before the Notary Public at Bongaon, North 24 Parganas on 07.11.2026 AKHIL ROY and AKHIL SARDAR all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rijual Mondal(Old Name) S/O- Late Abul Hosain Mondal resident of Vill.-Bardhanberia, P.O.-Bairampur, P.S.-Gopalnagar, Dist-North 24 Parganas WB have changed my name and shall henceforth be known as Rijaul Mondal(New Name), vide affidavit No 1566 sworn before the Notary Public at Bongaon, North 24 Parganas on 06.11.2026 Rijual Mondal and Rijaul Mondal all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, মধুরিমা চক্রবর্তী, ঘোষণা করছি যে আমার পিতার নাম বর্তমানে অচ্যুত চক্রবর্তী হিসেবে উল্লিখিত থাকলেও সঠিক নাম অচ্যুত কুমার চক্রবর্তী। উভয় নাম একই ব্যক্তির। আমার পাসপোর্টের নথিতে পিতার নাম সংশোধনের উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা করা হলো।

NAME CHANGE

I, Md Khali Ali Khan S/O- Late Ejhar Khan resident of Vill-Dakshin Durgapur, P.O.-Durgapur Tekarbazar, P.S.-Namkhana, Dist.-South 24 Parganas, PIN-743357, WB that my son's name has been wrongly recorded as Mansur Ali Khan in his Aadhar Card No. 7187 8079 0268, Voter Card No.-ZIS1441328 and Madhyamik Pass Certificate being No-6671 0237 in place of Mansur Ali do hereby solemnly affirm & declare by the affidavit No. 62039 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, South 24 Parganas on 14/08/2026. That Mansur Ali & Mansur Ali Khan both are the same and one identical person.

মোদির ‘দিমাগি নকশাল’

১-র পাতার পর- সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস পাবেন না। বস্তুত, বস্তুরে দীপাবলি উদযাপনের সময় মোদি বলেন, ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার মতো গুরুতর হুমকিগুলির মুখোমুখি হওয়ার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দৃঢ়তা তৈরি হয়েছে। দেশের অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে হলে শত্রুর বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত কৌশল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন, যা অতীতে অনুপস্থিত ছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিগত দিনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘দীর্ঘকাল ধরে আমরা দেখেছি, নকশালদের হামলায় যত না মাওবাদী মারা যেত, তার চেয়ে অনেক বেশি জওয়ানের প্রাণ যাওয়ার ঘটনা ঘটত।

শব্দবাজি ‘তাণ্ডবে’র নেপথ্যে

১-র পাতার পর- চালিয়ে নেশার র‍্যাকেট ভেঙেছি, নেশার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছি। পশ্চিমবঙ্গে বোনেদের, কন্যাদের ধর্ষণ এবং খুন করলে, অত্যাচার করলে তার জন্য পুলিশকে আমরা খোলা হাত দিয়ে রেখেছি। যা দরকার তাই করবেন, যা প্রয়োজন পরিস্থিতি অনুযায়ী তাই করবেন।’’ সোমবার ভোরে রায়গঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে অভিযুক্তের। সূত্রের খবর, পুলিশকে দেখেই অভিযুক্ত বিহারের সীমানা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লুকিয়ে ছিল দিলীপ। তাকে ধরতে গেলে পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে দিলীপ গুলি চালাতে শুরু করে বলে অভিযোগ। সেইসময় আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। আর তাতেই অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘কীভাবে এনকাউন্টার হয়েছে? আমি তো শুনিনি।’’ পরে বলেন, ‘‘পুলিশকে মারলে কি পুলিশ রসগোল্লা খাওয়াবে? পুলিশেরও তো বাঁচার অধিকার আছে। বন্দুক তো আর পকেটে রাখার জন্য দেওয়া হয়নি।’’

অভিযোগ পেয়ে রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

১-র পাতার পর- কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ করার আর্জি জানান। বাজির বিকট শব্দে রাতের ঘুমাতে না পারার পাশাপাশি ধোঁয়ার কারণে মারাত্মক আকার ধারণ করে বায়ুদূষণ। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ, শ্বাসকষ্টে ভোগা রোগী এবং পোষ্যদের স্বাস্থ্যের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পরিবেশপ্রেমীরা। এই পরিস্থিতির মাঝেই সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপি বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। মধ্যরাতে কলকাতা পুলিশকে ট্যাগ করে সাহায্যের আর্জি জানিয়ে তিনি লেখেন, ‘কখন থামবে এই শব্দ? সাহায্য করুন।’ তবে পরে ওই পোস্টটি মুছে দেন সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক। এত নিষেধাজ্ঞা এবং লাইসেন্সের কড়াকড়ি সত্ত্বেও শহরের বাজারে কীভাবে এত নিষিদ্ধ বাজি ঢুকল এবং বিকোলো, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশ প্রশাসন কেন আগে থেকে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিল না, তা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নাগরিক সমাজ। তবে শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণে মন্ত্রীর রাস্তায় নেমে তদারকি, সাম্প্রতিক সময়ে প্রত্যক্ষ করেনি কলকাতা।

বাংলাদেশে ফেরার প্রস্তুতি শুরু শেখ হাসিনার!

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর ঃ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন নিয়ে জল্পনার মধ্যেই এবার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দীর্ঘদিন ধরে ভারতে অবস্থান করছেন মুজিবকন্যা। বারবার দেশে ফেরার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনি। এবার সেই প্রত্যাবর্তনের পথেই আরও একধাপ এগোলেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী। নতুন পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করেছেন তিনি। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছে এই আবেদন জানিয়েছেন হাসিনার আইনজীবীরা। ফলে তাঁর বাংলাদেশে ফেরার সম্ভাবনা ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। তবে কবে তিনি দেশে ফিরবেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। পাসপোর্ট ইস্যু হওয়ার বিষয়টির উপরই অনেকটা নির্ভর করছে প্রত্যাবর্তনের সময়সীমা।২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। গণআন্দোলনের মুখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়িয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন শেখ হাসিনা। এরপর থেকেই ভারতে রয়েছেন তিনি। প্রায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে দিল্লিতে অবস্থান করছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্য এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন নিয়ে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। কখনও তাঁর বক্তব্যে, কখনও আবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উঠে এসেছে দেশে ফেরার প্রসঙ্গ। এবার নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিল। সূত্রে খবর, দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার প্রীতি রহমানের কাছে হাসিনার আইনজীবীরা নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শেখ হাসিনার আগের পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। কিন্তু হাসিনা বাংলাদেশের নাগরিক। তাই নাগরিকত্বের ভিত্তিতে তাঁর নামে নতুন করে পাসপোর্ট এবং



পরিচয়পত্র ইস্যু করার দাবি জানিয়েছেন আইনজীবীরা। কেন হঠাৎ নতুন পাসপোর্টের প্রয়োজন পড়ল? সূত্রের দাবি, দেশে ফিরে আদালতের মুখোমুখি হতে চান শেখ হাসিনা। সেই কারণে বাংলাদেশের বৈধ পাসপোর্ট তাঁর প্রয়োজন। আইনজীবীদের আবেদনের পিছনে এই উদ্দেশ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ দ্বারা ৮ জন নাবালককে উদ্ধার, চার ব্যক্তিকে আটক

মালিগাঁও, ৯ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ ২০২৬- এর ৪ থেকে ৬ নভেম্বরের মধ্যে রঙিয়া, নিউ বঙাইগাঁও, কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি এবং গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৬ জন নাবালক



ও ২ জন নাবালিকাসহ ৮টি শিশুকে উদ্ধার করেছে। একই সময়ে, আগরতলা ও লামডিংয়ে ট্রেনে সন্তান প্রসব করা দুই মহিলাকে কর্মীরা চিকিৎসা সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করে। ৪ নভেম্বর, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এবং সশস্ত্র সীমা বল রঙিয়া স্টেশনে ট্রেন নং. ১৫৬২৮ (ডাউন) ট্রেনে থাকা এক কিশোরীকে উদ্ধার করে সরকারি রেল পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়। নিউ বঙাইগাঁও থেকে কর্মীরা আরও একজন নাবালিকাকে উদ্ধার করেন এবং তাকে সখী ওয়ান স্টপ সেন্টার- এর তত্ত্বাবধানে রাখেন। সেদিন টীমগুলো কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি এবং গুয়াহাটি থেকেও একজন করে নাবালককে উদ্ধার করে। ৬ নভেম্বর তারিখে তারা রঙিয়া থেকে আরও দুইজন এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে একজন নাবালককে উদ্ধার করে। ছয়জন নাবালককেই পরবর্তী তত্ত্বাবধানের জন্য শিশু সুরক্ষা এজেন্সিগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ৪ নভেম্বর আরেকটি ঘটনায়, আগরতলার কর্মীরা একজন যাত্রীকে সহায়তা করেন, যিনি ট্রেন নং. ১৪৬২০ (আপ) একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স তাকে আগরতলার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ৫ নভেম্বর, লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১৩১৭৪ (ডাউন) এক যাত্রীকে হেড কনস্টেবল এবং রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের একটি দল সহায়তা করেন, যিনি সেই ট্রেনে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। পৃথক পৃথক সুরক্ষা অভিযানে, দলগুলো চারটি ঘটনায় চারজন ব্যক্তিকে আটক করেছে। তারা বদরপুর থেকে চারটি (০৪) পিস্তল ও চারটি (০৪) ম্যাগাজিন, হারমতি থেকে প্রায় ২০,০০০ টাকা মূল্যের চারটি (০৪) নকল সোনার টুকরো, নিউ জলপাইগুড়ি থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যের ১.০৩১ কিলোগ্রাম ব্রাউন সুগার এবং কামাখ্যা থেকে প্রায় ১৭,০০০ টাকা মূল্যের একটি চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে। অন্যান্য উদ্ধারকৃত সামগ্রীর মধ্যে ১৩.০৬ কেজি গাঁজা, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬.৮০ লক্ষ টাকা, এবং ৪৪৯ বোতল অবৈধ মদ উদ্ধার করা হয়। কাটিহারে আরও ৬.৭৫০ লিটার মদ জব্দ করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পুলিশ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং শিশু সুরক্ষা এজেন্সীগুলোর সাথে সুগম সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং যাত্রীদের সময়মতো সহায়তা প্রদানের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দেবীর 'আশীর্বাদ' পেতে গিয়ে ঘটে গেল ঘোর বিপত্তি, 'শ্রীঘরে' গেলেন প্রায় ২০০ জন! চাঞ্চল্যকর ঘটনা মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৯ নভেম্বর ঃ ভাগ্য ফেরাতে গিয়ে ঘটে গেল ঘোর বিপত্তি। ভাগ্যের ফেরে যেতে হলো শ্রীঘরে। দীপান্বিতা কালীপুজোর রাতে জুয়া খেললে এবং জিতলে সারাবছর জুয়া খেলায় জেতা যায়, জুয়াড়িদের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে এমনই এক 'মিথ' চালু রয়েছে। আর সেই 'মিথ'কে সত্যি মনে করে কালীপুজোর রাতে জুয়া খেলতে গিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রেপ্তার হলেন প্রায় শতাধিক জুয়াড়ি। ধৃত জুয়াড়িদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ কয়েক লক্ষ টাকা। ধৃত জুয়াড়িদের বিরুদ্ধে পুলিশের তরফ থেকে ১০ ডব্লিউবিজিপিসি আইনে মামলার রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের আজ মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন আদালতে পেশ করা হচ্ছে। দীপান্বিতা কালী পুজোর রাতে দেবীর পায়ে প্রণাম করে জুয়া খেলতে বসে মুর্শিদাবাদের লালগোলা এবং সাগরপাড়া থানা এলাকায় সব থেকে বেশি জুয়াড়ি গ্রেপ্তার হয়েছে। লালগোলা থানার এক আধিকারিক জানান, গতকাল কালী পুজোর রাতে লালগোলা থানার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৭১ জন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে নগদ ১০ লক্ষ টাকার বেশি উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে সাগরপাড়া থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে ৭৫ জন জুয়াড়ি। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ ৩৫ হাজার টাকা। ফরাক্কা থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন ১০ জন জুয়াড়ি। ধৃত কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ প্রায় ৪৫৫০ টাকা। যদিও পুলিশ অভিযানের সময় দেবীর 'আশীর্বাদ ধন্য' কয়েকজন জুয়াড়ি এলাকা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। একই রকম ভাবে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানা এলাকায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দীপান্বিতা কালী পুজোর রাতে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১৩ জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে নগদ ২০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে বহরমপুর থানার অন্তর্গত ছোট বসন্ততলা , কোর্ট বাজার, খাগড়া নতুন বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় কালী পুজোর রাতে ভাগ্য ফেরানোর উদ্দেশ্যে জুয়া খেলতে বসে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন ৪০ জন ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা নগদ ছাড়াও তাস ও জুয়া খেলার অন্য কিছু জিনিস উদ্ধার হয়েছে। কালীপুজোর রাতে সামশেরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় জুয়া খেলতে বসে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৭ জন। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ প্রায় ১১ হাজার টাকা। অন্যদিকে শক্তিপুর থানার এলাকার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ৪ জুয়াড়িকে। তারাও ভাগ্য ফেরানোর আশায় বিভিন্ন গ্রামে লুকিয়ে জুয়া খেলতে বসেছিল বলে জানা গেছে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ প্রায় চার হাজার টাকা। রানীনগর থানার বিভিন্ন এলাকায় জুয়া খেলতে বসে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন পাঁচ ব্যক্তি। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার রয়েছে নগদ মাত্র ১৩০০ টাকা। যদিও রাণীনগর থানা এলাকায় পুলিশের হাতে দীপান্বিতা কালীপুজোর রাতে 'প্রিভেনটিভ অ্যারেস্ট' হয়েছে ১৩ জন ব্যক্তি। অন্যদিকে সাগরদিঘি থানার বিভিন্ন এলাকায় জুয়া খেলতে বসে দীপান্বিতা কালীপুজোর রাতে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন ১০ ব্যক্তি। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ প্রায় ১৭ হাজার টাকা। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন কালীপুজোর রাতে মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত থানা এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য পুলিশের তরফ থেকে বিশেষ অভিযান চালানো হয়েছে। সেই সময় সমস্ত থানা এলাকায় বেশ কয়েকজন জুয়াড়ি গ্রেপ্তার হয়েছেন। এর পাশাপাশি সামশেরগঞ্জ এবং সাগরদিঘি থানা এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দ বাজি উদ্ধার করেছে পুলিশ। কালীপুজো বা দীপাবলীর রাতে জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষের মধ্যে একটি গভীর অন্ধ বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। জুয়া খেলাকে একটি সামাজিক ব্যাধি বা খারাপ অভ্যাস হিসেবে দেখা হলেও কালীপুজোর রাতে অনেকেই ধর্মীয় কারণ বা পৌরাণিক ধারণা বশবর্তী হয়ে জুয়া খেলেন বলে জানা গেয়েছে। কিছু পুরাণকার বলেন, কার্তিক অমাবস্যার এই নির্দিষ্ট রাতে ভগবান শিব এবং দেবী পার্বতী পাশা খেলেছিলেন (যা জুয়া খেলার প্রাচীন রূপ)। এই খেলায় দেবী পার্বতী, শিবকে পরাজিত করেন। দেবী পার্বতী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সেই সময় ঘোষণা করেছিলেন যিনি এই রাতে জুয়া খেলবেন সারা বছর তাঁর ঘরে সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য বজায় থাকবে। অন্য একটি লোকগাথা অনুযায়ী, কালীপুজোর রাতে জুয়া খেলায় যে জয়ী হয় মনে করা হয় তাঁর ওপর ধনের দেবী লক্ষ্মী অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং সারা বছর তাঁর ভাগ্য ভালো যায়। তাই অনেকেই বছরের এই শুভ দিনে জুয়া খেলে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে নিতে চান।

যখন ক্লাসরুমের শিক্ষা বাস্তব জীবনের সঙ্গে মেলেঃ হোম সায়েন্স তার শক্তি দেখায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর ঃ টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের সন্ধানে যখন গোটা বিশ্ব, তখন গার্হস্থ্য বিজ্ঞান আমাদের সময়ের এক প্রকৃত সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। কারণ, এই বিষয়টি জীবনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে- খাদ্য ও পুষ্টি থেকে শুরু করে বস্তুবিজ্ঞান, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিশুর যত্ন, এমনকি সম্প্রসারণ শিক্ষাও। বিজ্ঞান, সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রযুক্তি সমন্বয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পরিবার ও সমাজের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হোম সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এইচএসএআই) আয়োজন করে নবদিশা ২০২৬-একটি অভিনব অনলাইন গবেষণা মঞ্চ, যা প্রচলিত সম্মেলনের ধারণাকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছে। সাধারণত যেখানে প্রথাগত সম্মেলনে কেবল অভিজ্ঞ গবেষক ও শিক্ষাবিদদের সম্পূর্ণ গবেষণাকর্ম উপস্থাপিত হয়, সেখানে নবদিশা স্নাতক (ইউজি), স্নাতকোত্তর (পিজি) এবং পিএইচডি (পিএইচডি)-তিনটি স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। এর ফলে তরুণ গবেষকরা তাঁদের চলমান গবেষণার কাজ উপস্থাপন, বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ এবং গবেষণার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই নিজেদের কাজকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছেন। পূর্বাঞ্চলীয় পর্বে বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও মণিপুর থেকে ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে অনলাইন অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। ২০ টিরও বেশি গবেষণা পত্র বিচারকমণ্ডলী কে নিয়ে যায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রান্নাঘর থেকে উপকূলবর্তী জনজীবনের নানা বাস্তব অভিজ্ঞতায়। বাতাবি লেবুর খোসার সাদা অংশ (অ্যালবেডো) থেকে তৈরি ক্যান্ডি এবং মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী গাঁজনকৃত খাদ্য 'তাতিং সংঘ' থেকে শুরু করে ওরাঁও আদিবাসী মায়েদের পুষ্টি, পুরীর মৎস্যজীবী মহিলাদের জীবন সংগ্রাম, বিহারে জৈব কৃষিতে নেতৃত্বদানকারী জীবিকা-র মহিলারা এবং মণিপুরের ত্রাণশিবিরে বসবাসকারী মহিলাদের জীবিকা পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা- প্রতিটি উপস্থাপনাই ছিল ভারতের তৃণমূল স্তরের মানুষের সংগ্রাম, সৃজনশীলতা ও ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তির এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। উল্লেখ্য, পূর্বাঞ্চলীয় পর্বটি ছিল সর্বভারতীয় গবেষণা উপস্থাপনারই একটি অংশ। দেশের চারটি জোনে মোট ২০১ টিরও বেশি গবেষণাপত্র বিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলীর সামনে উপস্থাপিত হয়। নবদিশা সত্যিই এক নতুন দিশা দেখায়। পূর্বাঞ্চল থেকে উঠে আসা গবেষণার ভাবনাগুলি প্রমাণ করে যে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শুধুমাত্র গৃহকেন্দ্রিক কোনো বিষয় নয়, বরং সমাজ ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। - অধ্যাপক (ড.) মধু শরণ, সভাপতি, এইচএসএআই অনলাইন আয়োজন নবদিশা কে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলেছে। আগামী ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এর গ্র্যান্ড ফিনালে বা চূড়ান্ত পর্ব। পুরস্কার প্রদান করা হবে লুধিয়ানা-র পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আসন্ন দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে। - অধ্যাপক (ড.) সুমন সিং, সচিব, এইচএসএআই পূর্বাঞ্চলীয় পর্বটি বিশেষভাবে তাপর্যপূর্ণ, কারণ এটি সংস্কৃতি ও



সাহসিকতার এক জীবন্ত গবেষণাগার। এখানে আমাদের তরুণ বিজ্ঞানী শুধু গবেষণাই করছেন না, তারা ঐতিহ্য সংরক্ষণ করছেন, পুষ্টি সুরক্ষিত করছেন এবং উন্নয়নের মূল কেন্দ্রে নারীদের প্রতিষ্ঠিত করছেন। - অধ্যাপক (ড.) দীপালি সিংহী, সহ-সভাপতি (পূর্বাঞ্চল), এইচএসএআই পূর্বাঞ্চলীয় পর্বের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত ও আনন্দিত। আমাদের তরুণ গবেষকরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করেছেন। অনলাইন আয়োজনের ফলে পূর্বাঞ্চলের কোনো প্রতিভাই যাতে সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

ভাতারে ৯ বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৯ নভেম্বর ঃ উৎসবের আবহের মধ্যেই পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। নয় বছরের এক শিশুকন্যাকে চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে নির্জন মাঠে নিয়ে গিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সোমবার পাড়ার কালীমন্দিরের সামনে সমবয়সিদের সঙ্গে খেলছিল শিশুটি। সেই সময় প্রতিবেশী যুবক রানা মণ্ডল (২৬) চকলেট দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাকে গ্রামের একটি নির্জন মাঠের ঝোপের আড়ালে নিয়ে যায়। সেখানে শিশুটির উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি এক আত্মীয়ের নজরে আসতেই তিনি হস্তক্ষেপ করেন এবং শিশুটিকে উদ্ধার করেন। এরপর উত্তেজিত গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত যুবককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরে তাকে ভাতার হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডলে ঘটনার কথা তুলে ধরে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিজেপি সরকারকে নিশানা করা হয়েছে। ভাতার থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত যুবককে আটক করা হয়েছে।

লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেপ্তার পৌরসভার ঠিকাদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৯ নভেম্বর ঃ দোকানের ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে পৌরসভার ১ ঠিকাদারকে গ্রেপ্তার করল পুরুলিয়া সদর থানার পুলিশ। ধৃত অভিযুক্তকে এদিন পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। জানা গেছে পুরুলিয়ার বড়গ্রাম এলাকার বাসিন্দা জয়ন্ত হাজরা গত ২৬.০৮.২০২৬ তারিখে পুরুলিয়া টাউন থানাই একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান ওল্ড পুলিশ লাইনের বাসিন্দা এবং পৌরসভার ঠিকাদার নামে সুপরিচিত সৈয়দ রাজু নামক এক ব্যক্তি দোকানের ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে নগদ ৪,৫০,০০০ /- টাকা নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও না দেন দোকান ঘর, আর না টাকা ফেরত করেন। অভিযোগকারী আরও জানান, সৈয়দ রাজু দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে টাকা আত্মসাৎ করে আসছেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পর পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

কালীর আরাধনার রাতে নিয়ম ভাঙার অভিযোগ, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার ক্ষোভ

বনস্পতি দে, হুগলি, ৯ নভেম্বর ঃ আইনের তোয়াক্কা না করে সরকারি বিধিনিষেধ উড়িয়ে কালীপুজোর রাতে হুগলি শিল্পাঞ্চলে দেদার শব্দবাজি ফাটানোর অভিযোগ উঠল। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, শনিবার সন্ধ্যা থেকেই শুরু হওয়া এই তাণ্ডব রবিবার রাতে চরমে ওঠে। পরিবেশকর্মী ও স্থানীয় নাগরিকদের একাংশের জোরালো অভিযোগ, নিষিদ্ধ শব্দবাজি রুখতে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে আগে আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন দেখা যায়নি। পুলিশের ভূমিকা অনেকটাই নিষ্ক্রিয় থাকায় শব্দদানবের দৌরাত্ম্য মাত্রা ছাড়িয়েছে বলে অভিযোগ। পরিবেশপ্রেমীদের দাবি, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বাজির সর্বোচ্চ শব্দমাত্রা নির্দিষ্ট করা থাকলেও, গত শনি ও রবিবার হুগলি ও হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় সেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেদার নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানো হয়েছে। হুগলির শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, চুঁচুড়া ও চন্দননগরের সর্বত্রই গভীর রাত পর্যন্ত শব্দবাজির আওয়াজে কানফাটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। এর জেরে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পানে বয়স্ক ও শিশুরা। পাশাপাশি, পোষ্যদের নিয়ে চরম আতঙ্কে কাটল বহু পরিবারের রাত। অনেককেই পোষ্যের কানে তুলো বা কাপ। গুঁজে শব্দ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে দেখা যায়। ঘটনার পর মানবাধিকার ও পরিবেশ রক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে পুলিশ কমিশনারেট ও গ্রামীণ পুলিশের কাছে তীব্র অভিযোগ জানানো হয়েছে। শ্রীরামপুরের এক বাসিন্দা জানান, মাঝরাতে মুহুর্মুহু শব্দবাজি ফাটার কারণে তাঁদের পোষ্যটি ভয়ে খাটের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। 'সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ড' সংগঠনের সদস্য বলেন, 'কালীপুজোর আগের রাত থেকেই শব্দদূষণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বাতাসে দূষণ বেড়ে যাওয়ায় বহু পাখিও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আদালত সবুজ বাজি ব্যবহারের কথা বললেও যে ভাবে সারারাত বেআইনি বাজি ফেটেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগের।' অল ইন্ডিয়া সিটিজেন ফোরামের সভাপতি আক্ষেপের সুরে জানান, অতীতে এই রাজ্যে শব্দবাজির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বহু মানুষকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে, তবুও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাজি ও ডিজে বিরোধী মঞ্চের সম্পাদক বলেন, 'রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা সত্ত্বেও বাস্তবে যে ছবি সামনে এসেছে, তাতে মানুষ ও পশুপাখি কারও নিস্তার নেই। আমরা চাই প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ করুক।' সব মিলিয়ে, পরিবেশকর্মীদের কড়া নজরদারির দাবিকে পাশ কাটিয়ে কালীপুজোর রাতে আইনের শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে ভাবে বাজি ফাটল, তা নিয়ে প্রশাসনিক ভূমিকার ওপর বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে।

কালীপুজো ও দীপাবলিতে পুলিশের কড়া পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর ঃ দীপাবলি ও কালীপুজোর শুভ উৎসবে মহানগরের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে অত্যন্ত কড়া ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করল কলকাতা পুলিশ। শহরের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অটুট রাখা এবং দুষ্কৃতী ও উপদ্রবকারীদের ওপর লাগাম টানাই ছিল পুলিশ প্রশাসনের এই বিশেষ অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শহর জুড়ে পরিচালিত এই যৌথ অভিযানে মোট ৩৪১ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে সরকারি নিয়ম ও আদালতের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে বেআইনিভাবে বাজি ফাটার অভিযোগে ৯৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া প্রকাশ্যে গোলমাল পাকানো, অশালীন আচরণ এবং শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অভিযোগে সর্বাধিক ২৪৬ জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, উৎসবের দিনগুলিতে কোনো ধরনের অরাজকতা বা আইন অমান্য বরদাস্ত করা হবে না। গ্রেফতারের পাশাপাশি বেআইনি সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রেও বড়সড় সাফল্য পেয়েছে কলকাতা পুলিশ।

জঙ্গলমহলে বাঁদনা পরবের ধুম, শুভকামনা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৯ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসংস্কৃতি, কৃষি ঐতিহ্য এবং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতার এক অনন্য প্রতীক 'বাঁদনা পরব' অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিস্তীর্ণ গ্রামীণ এলাকায় এই পরবকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই শুভ উপলক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স' -এ একটি বিশেষ বার্তা শেয়ার করে সমস্ত জনজাতি ও মূলবাসী সম্প্রদায়কে বাঁধনা পরবের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও 'জোহর' জানিয়েছেন। তিনি তাঁর বার্তায় লিখেছেন, বাঁদনা পরবের উৎসবে সমস্ত উপজাতি ও মূলবাসী ভাই-বোনদের জানাই জোহর। বাঁদনা পরবকে জঙ্গলমহলের শতবর্ষের পুরনো লোক ঐতিহ্য এবং কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ওড়িশার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেও বিভিন্ন জনজাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ ঐতিহ্যগত উৎসাহের সঙ্গে এই উৎসব পালন করেন। কুড়মি, বাউরি, রাজোয়ার, সাঁওতাল, নাপিত, কুয়েরি, বাঘাল, কুমার, গোয়ালা, ভূমিজ, লোধা, বাউরি এবং মুণ্ডা সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই পরবের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিচয় রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথি তথা দীপাবলি ও কালীপুজোর দিনগুলিতে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। তবে অঞ্চল ও সম্প্রদায় ভেদে এই পরবের দিনক্ষণ এবং আচার-অনুষ্ঠানে সামান্য ভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় এই উৎসব একটানা বেশ কয়েক দিন ধরে ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়। পরব উপলক্ষে যে সমস্ত ঐতিহ্যবাহী লোকগান গাওয়া হয়, সেগুলিকে স্থানীয় ভাষায় 'আহিরা গীত' বলা হয়। ধামসা- মাদল এবং ঢাক- ঢোলের চাঁছা বোলে লোকগান ও নাচের ছন্দে মেতে ওঠে গোটা গ্রামীণ জনজীবন। বাঁদনা



পরবের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো গবাদি পশু তথা জীবসম্পদের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। সারা বছর জুড়ে কৃষি কাজে কৃষকদের বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে কাজ করা গরু, বলদ এবং অন্যান্য পালিত পশুদের এই বিশেষ দিনে সাজিয়ে তোলা হয় এবং পুজো করা হয়। গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষ ঘরবাড়ি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করেন এবং গোশালাগুলি বিশেষভাবে সাজিয়ে তোলেন। ঘরের দেওয়ালে এবং উঠানে চালের গুঁড়ো ও প্রাকৃতিক রঙের সাহায্যে ঐতিহ্যবাহী আলপনা আঁকা হয়। পশুদের ভালোভাবে স্নান করিয়ে তাদের শিংয়ে তেল মাখানো হয়, কপালে সিঁদুর ও হলুদের ফোঁটা দেওয়া হয় এবং গলায় পরানো হয় তাজা ফুলের মালা। পরবের বিভিন্ন পর্যায়ে 'গোহাল পুজো', 'চোকপুরা', 'গরহয়া পুজো', এবং 'গরু খুন্টান'-এর মতো প্রাচীন প্রথাগুলি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়। কোথাও গবাদি পশুদের বিশেষভাবে সাজিয়ে পুজো করা হয়, আবার কোথাও ঐতিহ্যবাহী সুর ও গানের মাধ্যমে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। পুরুষ ও নারীরা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত হয়ে সমবেতভাবে লোকগানে মেতে ওঠেন। ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি সহ জঙ্গলমহলের বিভিন্ন গ্রামে এই পরম্পরার এক অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ঝাড়গ্রামের বাসিন্দার মতে, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে বাঁধনা পরব কেবল পশুপুজোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি মূলত মানুষ ও প্রকৃতির এক নিবিড় সহাবস্থান, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এবং জীবজন্তুর প্রতি সংবেদনশীলতার এক চিরন্তন বার্তা বহন করে। কৃষিকাজে পশুর অবদানকে স্বীকার করা এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই এই উৎসবের মূল ভাবনা। আধুনিক জীবনযাত্রা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেও বাঁধনা পরবের এই প্রাচীন ঐতিহ্য গ্রামীণ সমাজে আজও সমানভাবে জীবন্ত রয়েছে। এই উৎসব নতুন প্রজন্মকে তাদের নিজস্ব শেকড়, লোকভাষা, ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত এবং সামাজিক জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জুড়ে রাখতে এক বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

সতর্ক আরপিএফ-এর বড়সড় সাফল্য, মধুপুর স্টেশনে মাদক পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার, একজন গ্রেফতার

কলকাতা, ৯ নভেম্বর ঃ রেলপথে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য অর্জন করল রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স (আরপিএফ)। শনিবার ভোরে জসিডিহের আরপি

কোহলিকে সেঞ্চুরির সুযোগ দিতে রান করেন না সতীর্থরা

গাভাসকরের মন্তব্য বিতর্ক



সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৯ নভেম্বরঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০টি সেঞ্চুরির মেগা রেকর্ড ছোঁয়ার হাতছানি বিরাট কোহলির সামনে। সচিন তেন্ডুলকরের নজির ছুঁয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন অধ্যায় লিখবেন তিনি। কিন্তু কোহলিকে সেঞ্চুরি করতে দেওয়ার জন্য কি জাতীয় দলে তাঁর সতীর্থরা রান করেন না? এই নিয়ে মুখ খুললেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই-তে ৫১ বলে ৭৪ রানের ইনিংস খেলেন কোহলি। তবে গাভাসকরের মতে, কোহলি আরও কিছুক্ষণ ক্রিজে থাকলে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে পারতেন শুবমান গিল ও শ্রেয়স আইয়ার। কেন এমন মনে করেন তিনি? বিরাট কোহলিকে সেঞ্চুরির সুযোগ করে দিতে হয়তো রান তোলার গতি কমাতে হতো শুবমান গিল ও শ্রেয়স আইয়ারকে। তখন প্রশ্নের মুখে পড়তে পারতেন দুই ব্যাটার। কিউয়িদের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই-তে ভারতের স্কোর যখন ১২৪-৩, তখন আউট হন কোহলি। তখন জয়ের জন্য ভারতের খুব বেশি রান বাকি ছিল না। কিন্তু কোহলি যদি নব্বইয়ের ঘরে পৌঁছতেন, তখন হয়তো গিল ও শ্রেয়সকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতো বলে মনে করেন গাভাসকর। একটি কলামে তিনি লেখেন, 'কোহলি সত্তরের ঘরে আউট হওয়ায় এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি গিল ও শ্রেয়সকে। কোহলিকে সেঞ্চুরির সুযোগ দিতে গিয়ে ভারত যদি ম্যাচ জেতার জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলতে দেরি করত, তা হলে সমর্থকদের সমালোচনার মুখে পড়তে পারতেন দুই ব্যাটার। আবার অন্য দিকে কোনও সতীর্থ যদি কোহলির সেঞ্চুরির জন্য নিজে রান না করেন, তা হলে শুধু কোহলি নন, আনন্দিত হবেন দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরাও। সেটা না করলেও পড়তে হবে সমালোচনার মুখে।' তবে ম্যাচ জয়ই যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা স্পষ্ট করে দেন গাভাসকর। তিনি লেখেন, 'ক্রিকেট নিঃসন্দেহে দলগত খেলা। তবে দলের কোনও সদস্য, বিশেষ করে তারকা ক্রিকেটার ব্যক্তিগত মাইলফলক ছুঁতে পারলে সেটাও দলের জন্য আনন্দের বিষয়- যতক্ষণ না তাতে ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'

'খোয়াজার দাবি ১০০ শতাংশ সত্যি!'

বল বিকৃতি-বিতর্কের আগুনে ঘি ঢাললেন ওয়ার্নার

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ৯ নভেম্বরঃ ২০১৮ সালের কেপটাউন টেস্ট। স্যান্ডপেপার গেট বা বল বিকৃতি কাণ্ড। আট বছর পর যা ফের মাথাচাড়া দিয়েছে অজি ব্যাটার উসমান খোয়াজার মন্তব্যে। এবার সতীর্থের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ময়দানে নামলেন খোদ ডেভিড ওয়ার্নার। তাঁর স্পষ্ট দাবি, খোয়াজা যা বলেছেন তা ১০০ শতাংশ সত্যি। পাশাপাশি, সে দিনের ভুলে ভরা তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়েও সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে ভিডিও বার্তায় খোয়াজার পাশে দাঁড়িয়েছেন ওয়ার্নার। তিনি বলেন, ''আট বছর পর মুখ খুলছি। উজি (উসমান), আমার পূর্ণ সমর্থন তোমার দিকে। তুমি যা বলেছ তা ১০০ শতাংশ নির্ভুল। অনেকের প্রশ্ন, আট বছর পর কেন? বই বিক্রির জন্য? কিন্তু এটাই উসমানের গল্প।'' এরপরই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তদন্ত নিয়ে ক্ষোভ উগরে তিনি বলেন, ''তদন্তটা বড্ড তাড়াহুড়ো করে আর ভুলে ভরা ছিল। ক্যামেরন ব্যানক্রফটের পাশেই বসেছিল উজি। অথচ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এটা কেমন তদন্ত? কাউকে দোষারোপ করছি না, শুধু চাইছি স্বচ্ছতা।'' বিতর্কটি তাঁর পরিবারকে কতটা ক্ষতবিক্ষত করেছে, তা গোপন করেননি ওয়ার্নার। জানান, ১২ বছরের মেয়ে আইভি কিছুদিন আগেই প্রশ্ন তোলে। ওয়ার্নার বলেন, ''কয়েকদিন চুপ ছিলাম, কারণ মেয়েদের কাছে পুরো ঘটনাটা ব্যাখ্যা করেছি। টিভিতে আমাদের কাঁদতে দেখে ওরা জানতে চাইছিল, কেন এমনটা হয়েছে। ওদের বলা খুব কঠিন কাজ ছিল। তবে আমি বলেছি, সবসময় সত্যি কথা বলবে। কারণ মিথ্যে একদিন ঠিক বেরিয়ে আসে।'' এতদিন ক্রিকেট মহলের ধারণা ছিল, ২০১৮ সালের কেপটাউন টেস্টে বল বিকৃতির নেপথ্যে ছিলেন কেবল স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার ও ক্যামেরন ব্যানক্রফট। যে ঘটনার জেরে স্মিথ ও ওয়ার্নারকে ১২ মাস এবং ব্যানক্রফটকে ৯ মাসের জন্য নির্বাসিত করেছিল অজি ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু খোয়াজার সদ্য মন্তব্যের পর ওয়ার্নারের এই মন্তব্য স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল, কলঙ্কিত অধ্যায়ের নেপথ্যে আরও অনেক না বলা সত্যি লুকিয়ে রয়েছে।

টেস্টে নয়া রেকর্ড মুশফিকুর রহিমের

সংবাদ সংস্থা, সিলেটস ৯ নভেম্বরঃ প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচ হয়েছে ড্র। তবে বাংলাদেশ সিরিজ হারলেও নতুন নজির গড়লেন মুশফিকুর রহিম। টেস্ট ক্রিকেটে ৭০০০ রানের মাইলস্টোন ছুঁলেন তিনি। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন ৩৮ বছর বয়সি অভিজ্ঞ ব্যাটার। চোটের জন্য প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। চোট সারিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে ফিরেই নয়া নজির গড়লেন। সোমবার সিলেটে ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে রস্টন চেজের বলে সিঙ্গল নিয়ে টেস্টে ৭০০০ রান

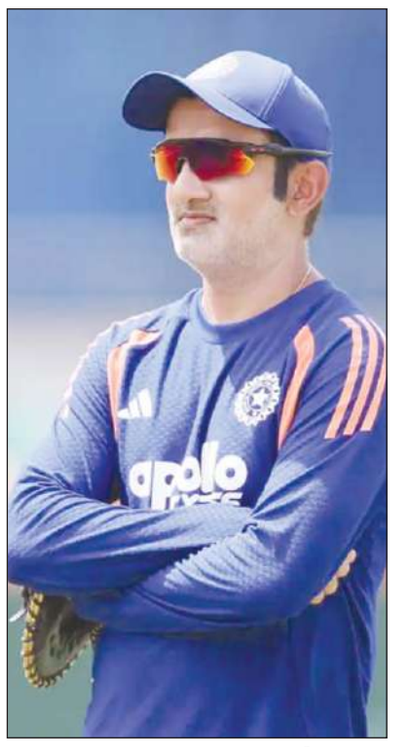


পূর্ণ করেন মুশফিকুর। লাঞ্চ ব্রেকের পরেই আসে এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তবে এই মাইলফলক ছোঁয়ার পরেও প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেননি মুশফিকুর। ড্রেসিংরুমে থাকা সতীর্থদের উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে দেখে তিনি বোঝেন এই নজির গড়ার কথা। এর আগে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে টেস্টে ৫০০০ ও ৬০০০ রানের গণ্ডিও পেরিয়েছিলেন মুশফিকুর। ২০২২ সালে ৫০০০ এবং ২০২৪ সালে ৬০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এ বার গড়লেন নয়া নজির। টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশিদের মধ্যে সর্বাধিক রানের তালিকায় মুশফিকুরের ধারেকাছে নেই কেউ।

মাঝপথেই ভাগ হচ্ছে ভারতের কোচিং স্টাফ!

ওয়ানডেতে গম্ভীর, টেস্টের দায়িত্বে কে?

সংবাদ সংস্থা, হ্যামিল্টন, ৯ নভেম্বরঃ নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। একদিকে যেমন ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য দল গুছিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে, তেমনই থিঙ্কট্যাঙ্কের কড়া নজর রয়েছে আসন্ন জোড়া টেস্ট সিরিজের দিকেও। আর সেই জোড়া লক্ষ্য নিখুঁতভাবে পূরণ করতে হ্যামিল্টনে তৃতীয় ওয়ানডে ম্যাচের পর রীতিমতো দু'ভাগে ভাগ হতে চলেছে ভারতের গোটা কোচিং স্টাফ। দলের সার্বিক প্রস্তুতির স্বার্থেই এই অভিনব ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছেন স্বয়ং হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ হলেও আদতে তা অত্যন্ত কার্যকরী হতে চলেছে। সূচি অনুযায়ী, হ্যামিল্টন থেকে ওয়ানডে দলের সঙ্গে মাউন্ট ম্যাঙ্গানুইতে যাবেন গম্ভীর এবং স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে। কারণ, আগামী ওয়ানডে বিশ্বকাপ গম্ভীরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সেখানে দলের খামতি ঢাকতে তিনি নিজেই উপস্থিত থাকতে চান। অন্যদিকে, আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট সিরিজের আগে ওয়েলিংটনে একটি বিশেষ প্রস্তুতি শিবির আয়োজিত হবে। যার দায়িত্ব সামলাতে টেস্ট দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক এবং বোলিং কোচ মর্নে মর্কেল। সোমবার হ্যামিল্টনে প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক বৈঠকে কোটাক নিজেই গম্ভীরের এই মাস্টারপ্ল্যানের কথা খোলসা করেছেন। শুধু কোচিং স্টাফের রদবদলই নয়, টেস্টের প্রস্তুতির জন্য ওয়ানডে দল থেকে তিন পেসারকে নিউজিল্যান্ডেই রেখে দেওয়া হচ্ছে। কোটাক জানান,



গুরনুর ব্রার, আকিব নবি এবং বাঁ-হাতি পেসার আর্শদীপ সিংকে টেস্ট দলের নেট বোলার এবং রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে ব্যবহার করা হবে। কিউয়ি পরিবেশের কনকনে হাওয়া ও বাউন্সি উইকেটের সঙ্গে টেস্ট ব্যাটারদের নিখুঁতভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্যই মূলত এই সুচিন্তিত পদক্ষেপ করা হয়েছে। শুভমান গিল এবং কেএল রাহুলের মতো তারকাদের ওয়ানডে থেকে টেস্টে মানিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে কোটাক স্পষ্ট জানান, কোনও ব্যাটারই সাদা বলের ক্রিকেটে লাল বলের রক্ষণাত্মক মানসিকতা টেনে আনবেন না। তবে কিউয়ি পিচের চরিত্র ব্যাটারদের টেস্টের আগে দারুণ সাহায্য করছে। তিনি বলেন, ''পিচে ১২-১৪ মিলিমিটার ঘাস থাকছে। সুইংয়ের পাশাপাশি অসম বাউন্সও সামলাতে হচ্ছে। এই কঠিন পরিস্থিতি টেস্টের আগে বড় শিক্ষা।'' আগামী ১১ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট ক্যাম্প নিয়ে দারুণ আশাবাদী ভারতীয় থিঙ্কট্যাঙ্ক। কোটাকের কথায়, ''ইন্ডিয়া এ-র ম্যাচগুলো লাল বলের প্রস্তুতিতে দারুণ কাজে দিয়েছে। এরপর টেস্ট দলের শিবিরে আমরা অন্তত ৫-৬টি অনুশীলন সেশন পাব। সব মিলিয়ে আমাদের প্রস্তুতি খুব মজবুত।''

পাটা পিচে অভ্যস্ত, তবু অর্শদীপরা নিউজিল্যান্ডে আগুন ঝরাচ্ছেন!

বিস্মিত কিউয়ি কোচ

সংবাদ সংস্থা, হ্যামিল্টন, ৯ নভেম্বরঃ ঘরের মাঠে টানা দু'ম্যাচে ভারতীয় পেসারদের গতির সামনে কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ করেছে নিউজিল্যান্ড। অকল্যান্ড ও ওয়েলিংটনে যথাক্রমে ১৮৫ এবং ১৩৪ রানে গুটিয়ে গিয়েছে তারা। আর কিউয়ি ব্যাটারদের এই দুর্দশার নেপথ্যে রয়েছে আর্শদীপ সিং, আকিব নবি, অংশুল কম্বোজ এবং গুরনুর ব্রারের আগুনে পেস বোলিং। প্রথম দুই ম্যাচে কিউয়িদের ২০টি উইকেটের মধ্যে ১৭টিই তুলে নিয়েছেন এই তরুণ পেসাররা।



উপমহাদেশীয় পাটা উইকেটে খেলে অভ্যস্ত হলেও নিউজিল্যান্ডের পেস-বান্ধব পরিবেশে ভারতীয় পেসারদের দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতায় রীতিমতো মুগ্ধ লুক রঙ্কি। কিউয়ি ব্যাটিং কোচ অবাক হয়েছেন এটা দেখে, যে ফ্ল্যাট ট্র্যাকে অভ্যস্ত হওয়ার পরেও অনুকূল পিচে ভারতীয় বোলাররা কত দ্রুত সঠিক লেংথ খুঁজে নিয়েছেন! তিনি বলেন, ''ওরা ফ্ল্যাট উইকেটে বল করতেই বেশি অভ্যস্ত। বল যখন সুইং করছে, তখন ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলতে ঠিক কোন লাইন ও লেংথে বল করতে হবে, সেটা ওরা দারুণভাবে বুঝতে পেরেছে।'' বোলাররা এমন পিচে খেলতে ভালোবাসেন, আর তরুণ পেসারদের এই দাপট দেখে তিনি রোমাঞ্চিত। আসন্ন টেস্টের আগে পেস-বান্ধব উইকেটগুলো দুই দলের জন্যই আদর্শ প্রস্তুতির মঞ্চ। রঙ্কি বলেন, ''টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আমরা এখানে সাধারণত সবুজ উইকেটই বানিয়ে থাকি। ওয়েলিংটনের পিচ অনেকটাই টেস্টের মতো ছিল। এই পরিবেশ দুই দলকেই টেস্টের আগে সাহায্য করবে।'' রঙ্কির মতে, সারা বিশ্বে সাধারণত ব্যাটাররা বেশি সুবিধা পেলেও এখানে বোলারদের দাপট দেখাটা বেশ স্বস্তিদায়ক। বোলারদের দাপটের মধ্যে কিউয়ি ব্যাটারদের স্ট্রাইক রেট নিয়ে না ভেবে ক্রিজে টিকে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন রঙ্কি। তাঁর কথায়, ''আগের ম্যাচে আগে ব্যাট করে ২০০ রান তুললেই সেটা বিশাল স্কোর হত। তাই ওভারে ২-৩ রান এলেও শান্ত থাকতে হবে এবং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।'' পাশাপাশি, খারাপ ফর্মে থাকা ওপেনার টিম সেইফার্টও দ্রুত ছন্দে ফিরবেন বলে আশাবাদী তিনি।

লোপেজের জোড়া গোলে ঘুরে দাঁড়িয়ে আতলেতিকোকে হারাল বার্সা

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ৯ নভেম্বরঃ মাদ্রিদের মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে রবিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। জুলিয়ানো সিমেওনের গোলে পিছিয়ে পড়া বার্সেলোনাকে প্রথমার্ধের শেষ দিকে সমতায় ফের্মিন লোপেজ। দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান গড়ে দেন তিনি। আগের দিন ভালেন্সিয়াকে হারিয়ে পয়েন্টের হিসাবে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনাকে ছুঁয়ে ফেলে রিয়াল মাদ্রিদ। এবার জিতে তিন পয়েন্টে এগিয়ে থেকে আন্তর্জাতিক বিরতিতে গেল গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়নরা। ১২ ম্যাচে ১১ জয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট হলো ৩৩, ৩০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল। তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে তিনে আছে আতলেতিকো। মরসুমে এই প্রথম কোনো 'বড় পরীক্ষায়' জিততে পারল বার্সেলোনা। এর আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি ও লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে হেরেছিল তারা। দ্বিতীয়ার্ধে বেশ ভালো খেলা বার্সেলোনা পুরো ম্যাচে ৬৩ শতাংশ পজেশন রেখে গোলের জন্য ১৯ শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পারে চারটি। আতলেতিকোর ৯ শটের চারটি লক্ষ্যে ছিল। গত গ্রীষ্মের দলবদলে বার্সেলোনায় যোগ দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর, প্রথমবার কাতালান দলটির মুখোমুখি হলেন হুলিয়ান আলভারেজ। ষষ্ঠ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ হারান তিনি। মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের পাস ধরে বিনা বাধায় বক্সে ঢুকে পড়েন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। অনেক সময় পেলেও গোলরক্ষক জোয়ান গার্সিয়াকে কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি, কিন্তু এতে বাইলাইনের দিকে সরে যেতে বাধ্য হন এবং ততক্ষণে বার্সেলোনার বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ফিরে এসে পরিস্থিতি সামলে নেন। সপ্তম মিনিটে কর্নারে আতলেতিকোর মার্ক পুবিলের জোরাল হেড ক্রসবার কাঁপিয়ে ফিরে আসে। পরের মিনিটে ভাগ্য সহায় হয়নি বার্সেলোনারও। বক্সে লামিন ইয়ামালের পাস পেয়ে পেদ্রির বাঁ পায়ের জোরাল শট



ক্রসবারে বাধা পায়। অবশেষে দশম মিনিটে গোলের দেখা মেলে এবং এগিয়ে যায় আতলেতিকো। শুরুতে সুযোগ নষ্ট করলেও, এই গোলে অবদান রাখেন আলভারেজ। ডি-বক্সের ভেতর থেকে তার নিচু ক্রস ছয় গজ বক্সে ফাঁকায় পেয়ে ভলিতে জালে পাঠান আতলেতিকো কোচ দিয়েগো সিমেওনের ছেলে জুলিয়ানো সিমেওনে। ২২তম মিনিটে অল্পের জন্য ব্যবধান বাড়েনি। আলভারেজের দূরের পোস্টে নেওয়া ক্রসে আলেহান্দ্রো গ্রিমালদো পা ছোঁয়ালেই গোল হতে পারত, কিন্তু তিনি বলের নাগাল পাননি। পাঁচ মিনিট পর পাল্টা আক্রমণে বক্সের ভেতর বল পান আলভারেজ, এক ডিফেন্ডারকে অনায়াসে কাটিয়ে শট নেন তিনি। বলটি গার্সিয়ার পায়ের ফাঁক দিয়ে প্রায় ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল, তবে স্প্যানিশ গোলরক্ষক শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে গোললাইন থেকে বল নিয়ন্ত্রণে নেন। ৪৩তম মিনিটে বাঁ দিক দিয়ে আতলেতিকোর বক্সে ঢুকে পড়ার মুখে ইয়ামালকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন অ্যালেক্স বায়েনা। ফ্রি-কিকে কিছু করতে পারেননি হাফিনিয়া। এক মিনিট পরই সমতায় ফেরে বার্সেলোনা। পেদ্রির পাস ডি-বক্সের ঠিক বাইরে পেয়ে সামনে বাড়ানোর চেষ্টা করেন লোপেজ, কিন্তু আতলেতিকোর এক খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে তার কাছেই ফিরে আসে এবং বাঁ পায়ের শটে ঠিকানা খুঁজে নেন এই স্প্যানিশ উইঙ্গার। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম তিন মিনিটের মধ্যে বক্সের বাইরে থেকে দুটি শট নেন ইয়ামাল, প্রথমটি পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়, পরেরটি উড়ে যায় ওপর দিয়ে। ৬৩তম মিনিটে সুযোগ পায় আতলেতিকো। আলভারেজ দূরের পোস্টে বল পেয়ে আলেকজান্দার সরলথকে দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিপদমুক্ত করেন বার্সেলোনার ডিফেন্ডার। দুই মিনিট পরই লোপেজের নৈপুণ্যে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ইয়ামাল চমৎকার পাস দেন বক্সে, আর ছুটে গিয়ে ছয় গজ বক্সের কোণা থেকে প্রথম স্পর্শে শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ২৩ বছর বয়সি ফুটবলার। ক্লাবের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ সাত ম্যাচে চারটি গোল করলেন তিনি, সঙ্গে অ্যাসিস্ট আছে পাঁচটি। একটু পর অ্যান্থনি গর্ডন বাঁ দিক দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে বক্সের ভেতর চমৎকার বল বাড়ান ইয়ামালের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বলটি একটু দূরে থাকায় পা ছোঁয়াতে পারেননি স্প্যানিশ তারকা। বাকি সময়ে আর কেউ লক্ষ্যে শট নিতে পারেনি এবং নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ে বার্সেলোনা।

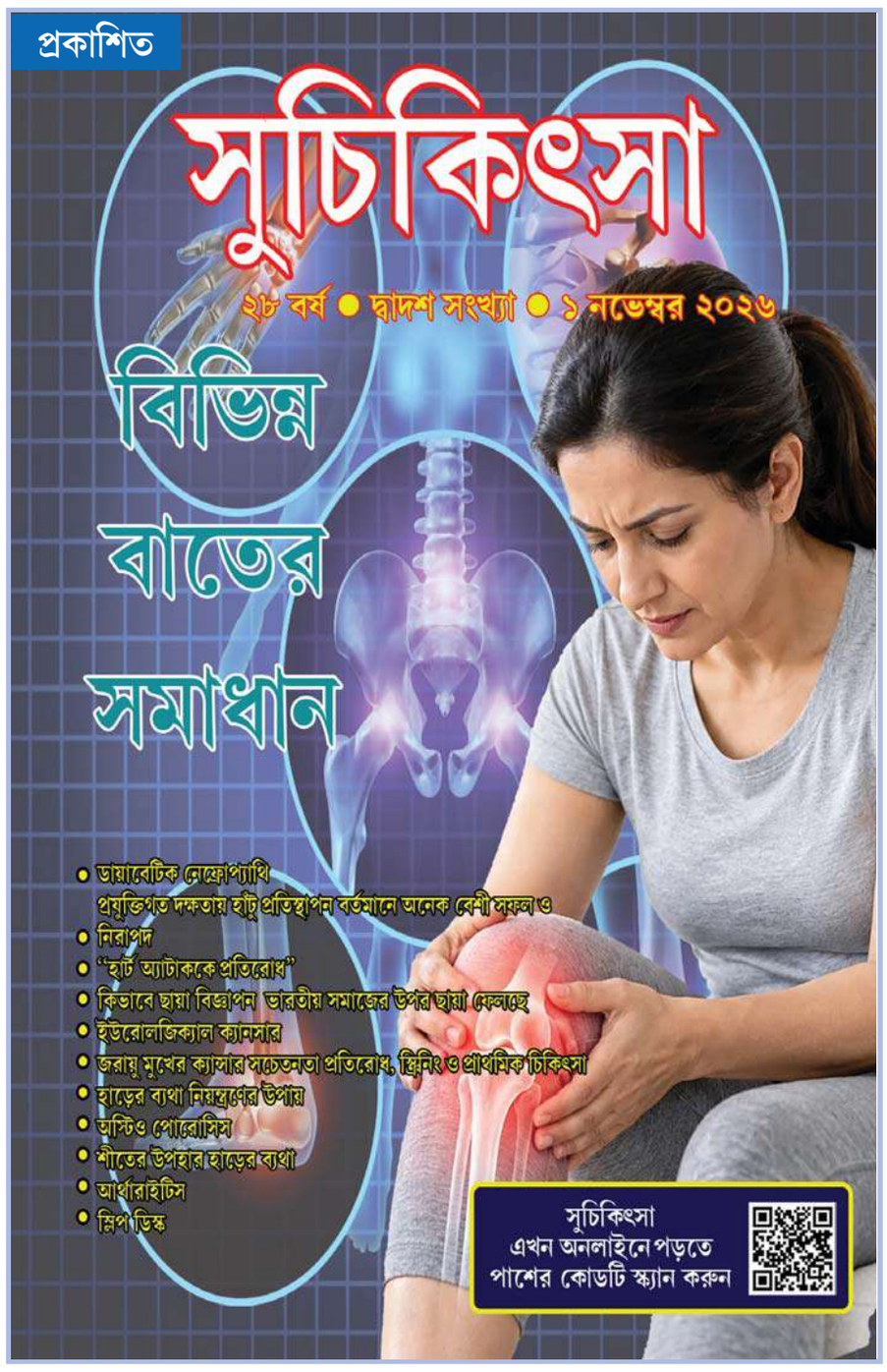
৮ গোলের রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়াল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

ম্যাচ শুরুর চার মিনিটের মধ্যে দুইবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জালে জড়াল বল। সেই ধাক্কা সামলে বিরতির আগেই সমতা টানল তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আবার ঝড় তুলল অ্যাস্টন ভিলা, পাঁচ মিনিটে আবার করল জোড়া গোল। দুই গোলের ব্যবধান রেখেই যোগ করা সময়ে গড়াল লড়াই, হারের প্রবল শঙ্কাই চোখ রাঙাচ্ছিল ইউনাইটেড। হার না মানসিকতায় সেখান থেকে কী দুর্দান্তভাবেই না পয়েন্ট পেল দলটি!

সংবাদ সংস্থা, ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ৯ নভেম্বরঃ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের রোমাঞ্চ ছড়ানো ম্যাচটি ৪-৪ গোলে ড্র হয়েছে। প্রথম মিনিটে আলিসনের গোলের পর ব্যবধান বাড়ান নিকোলাস জ্যাকসন। সেই প্রবল ধাক্কা সামলে ব্রুনো ফার্নান্দেজের গোলে ঘুরে দাঁড়ায় ইউনাইটেড, আর ইউরি টিলেমান্সের গোলে সমতায় থেকে বিরতিতে যায় তারা। গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রোমার বিপক্ষে দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার পর দুর্দান্তভাবে জয় তুলে নেয় ইউনাইটেড। এবারও হয়তো বিরতির সময় তেমন কিছুর আশা দেখছিল তারা কিন্তু বিরতির পর জন ম্যাকগিন ও লেয়ন গোরেটস্কার গোলে আরও বড় ধাক্কা খায় আয়োজকরা। তবে মনোবল হারায়নি মাইকেল ক্যারিকের দল। গোলের জন্য মরিয়া হয়ে একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে তারা, সময়ের সঙ্গে তা কেবলই বেড়েছে। অবশেষে যোগ করা সময়ে ইয়োশুয়া জির্কজি ও পাট্রিক ডোর্গুর গোলে কিছুটা স্বস্তিতে মাঠ ছাড়ে তারা। ইউনাইটেড আক্রমণে কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল, এর প্রমাণ স্পষ্ট পরিসংখ্যানে। প্রায় ৫৫ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৬টি শট নেয় দলটি, এর ৯টি ছিল লক্ষ্যে। আর ভিলা ১২ শটের ছয়টি লক্ষ্যে রাখতে পারে। দারুণ এই পারফরম্যান্সের পরও, প্রিমিয়ার লিগে ইউনাইটেডের জয়শূন্য পথচলা দীর্ঘ হলো আরও। আসরে এই নিয়ে টানা আট ম্যাচে জয় পায়নি তারা। লিগে ১০ ম্যাচ খেলে কেবল একটিই জিতেছে ইউনাইটেড। সেই সঙ্গে পাঁচ ড্রয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৮ নম্বরে আছে তারা।



আবার ইউনাইটেডের জালে লুটোপুটি খায় বল। এই গোলেও কিছুটা দায় আছে গোলরক্ষকের। ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার আলিসনের শটে খুব বেশি গতি ছিল না, কিন্তু ঝাঁপিয়ে বল গ্লাভসে নিতে পারেননি সানা লমেন্স, সামনেই থাকা জ্যাকসন টোকায় বাকি কাজ সারেন। ষোড়শ মিনিটে একটি গোল শোধ করে ঘুরে দাঁড়ায় ইউনাইটেড। মাতেউস কুইয়া ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় তারা, এবং সফল স্পট কিকে দলকে পথ দেখান অধিনায়ক ফার্নান্দেজ। কিছুক্ষণ পর আবার ভীতি ছড়ান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড কুইয়া, এবার তার বাঁ দিক থেকে দূরের পোস্টে নেওয়া চমৎকার একটি শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন জাপানের গোলরক্ষক জিওন সুজুকি। চাপ ধরে রেখে পরের কয়েক মিনিটে আরও কয়েকটি দারুণ সুযোগ তৈরি করে ইউনাইটেড। ২৬তম মিনিটে ফার্নান্দেজের দূর থেকে নেওয়া শট একজনের গায়ে লেগে বাইরে যায়। গোছানো এক আক্রমণে বিরতির আগে সমতাসূচক গোলও পেয়ে যায় ইউনাইটেড। নুসায়ের মাজরাউইয়ের কাটব্যাক পেয়ে জোরাল শটে মরসুমে প্রথম গোলটি করেন টিলেমান্স। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতেই ফের ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় ভিলা, পাঁচ মিনিটে দুই গোল হজম করে ইউনাইটেড। ৪৮তম মিনিটে ডান দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়া আলিসনকে ফাউল করেন দিয়োগো দালোত, এবং সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। অধিনায়কের সফল স্পট কিকে এগিয়ে যায় ভিলা। পরের গোলটি নিজেদের ভুলেই হজম করে আয়োজকরা। ম্যাকগিনের ফ্রি কিক হেডে ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালে জড়াতে বসেছিলেন ডিফেন্ডার লেনি ইয়োরো, গোলরক্ষকের হাত ছুঁয়ে বল ক্রসবারে প্রতিহত হয়। তবে ফিরতি বল পেয়ে ঠিকই ফাঁকা জালে পাঠান গোরেটস্কা। এরপর ইউনাইটেড আক্রমণে জোর দিলেও, ভিলা শক্তভাবে ঘর সামলে রেখে জয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ সময়ে তাদের সবকিছু এলোমেলো করে দেয় ইউনাইটেডের দুই বদলি খেলোয়াড়। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে পাট্রিক ডোর্গুর বাঁ দিক থেকে বাড়ানো বল ডি-বক্সে পেয়েই প্রথম ছোঁয়ায় শটে ব্যবধান কমান ডাচ স্টাইকার জির্কজি। ছয় মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে ফার্নান্দেজের কর্নারে হেডে মূল্যবান পয়েন্ট নিশ্চিত করেন ডোর্গু। স্মরণীয় জয়ের খুব কাছে গিয়েও না পারার হতাশায় নুইয়ে পড়ে ভিলার অনেক খেলোয়াড়। আরেক ম্যাচে ব্রেন্টফোর্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে দুইয়ে উঠেছে ব্রাইটন। সমান ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২২। তাদের জয়ে ২১ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নেমে গেছে ম্যানচেস্টার সিটি। সান্ডারল্যান্ডের মাঠে ১-০ গোলে হেরে গেছে চেলসি। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে তারা। ১০ রাউন্ড শেষে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে শিরোপাধারী আর্সেনাল।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com